স্বপ্ন হল সত্যি

(Nickels and Dimes এর অনুবাদ)

লেখক : নিনা ব্রাউন বেকার

অনুবাদক : ধ্রুবজ্যোতি সেন
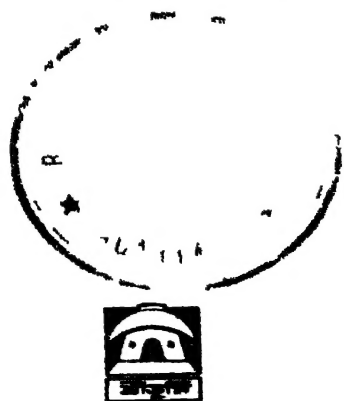
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

সমীর কুমার বসু
হরিহর প্রেস
১৩।২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য—এক টাকা

সম্বল মাত্র পাঁচ পেনী

অন্ধকার তখনো যায়নি, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বুঝতে পারল যে ওঠবার সময় হয়েছে। খিড়কির দরজাটা ধড়াম্ করে ওঠায় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাবা জন্তুগুলোর খাবার দিতে বেরিয়ে গেলেন। নিচে রান্নাঘর থেকে মা'র স্টোভের ঢাকনা খট্খট্ করার আওয়াজ আসে। বিছানা থেকে ও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল; বরফের মত ঠাণ্ডা খালি মেঝেয় পা পড়ায় সারা গা শিরশির করে উঠল।

ছ' বছরের ছেলে চার্লি পুরু পালকের বিছানায় গুটিয়ে গুটিয়ে তখনো ঘুমচ্ছে। বড় ভাই একটানে ঢাকাটা টেনে খুলে ফেলতেই সে নড়েচড়ে গুম্রে উঠ্ল।

"সময় হয়েছে চার্লি! চলে আয়, উঠে পড়।"

চার্লি বালিশের দিকে আরো খানিকটা সরে আসে, আর বেহাত হয়ে যাওয়া লেপটা ধরে টান মারে। "ভাগ্ ভাগ! আর একটু ঘুমোতে দে।"

"বেশ, তুই তাহলে ঘুমো" বিরক্ত হয়ে ফ্র্যাঙ্ক বললে। "তোকে আমার কোন দরকার নেই। তোকে ফেলেই আমি বাবার সঙ্গে

শহরে চললাম। মা'র জন্মদিনের উপহার আমি একাই কিনতে পারব। তুই সারাদিনই ঘুমো।"

"আরে ফ্র্যাঙ্ক, ভুলেই গিয়েছিলাম।" লাফ দিয়ে চার্লি বিছানা থেকে উঠে চেয়ারের ওপর ছেড়ে রাখা তার পোষাক হাতড়াতে থাকে।

ফ্র্যাঙ্কের পোষাক ততক্ষণে আদ্ধেক পরা হয়ে গিয়েছে। ছেলে দুটো লম্বাহাতা আর লম্বা পাওয়ালা গরম আণ্ডারওয়ার পরে ঘুমিয়েছিল। এখন কালো মোজা জোড়া আর বাদামী জীনের প্যান্টটা পরে নিলেই হয়। জুতোগুলো গরম রাখার জন্যে নিচে রান্না ঘরে স্টোভের পাশে বসান আছে। আর শহরে যখন যাচ্ছে মা ত তখন পরিষ্কার শার্ট ইস্তিরি করে রাখবেনই।

ভাজা বেকন, ডিম আর আলুভাজার গন্ধে রান্নাঘর ভর্তি। মিসেস উলওয়ার্থ তন্দুর থেকে বড় একপাত্র বিস্কুট বার করে আনলেন। জ্বলন্ত উনুনের আভায় তাঁর সুন্দর মুখটি লাল হয়ে উঠল।

"চট্ পট্ মুখ হাত ধুয়ে নাও।" দুই ভাই ঘরে ঢুকতেই তিনি বলে উঠলেন। "আর বাইরে যাবার সময় বাবাকে ডেকে দিয়ে যেও। খাবার তৈরী।"

ছেলেরা গরুর চামড়ার ভারী বুট পায়ে দিয়ে পাম্পের দিকে চলল। এক বালতি ঠাণ্ডাজল তুলে নিয়ে কাঠের বাক্সের ওপর রাখা একটা টিনের পাত্রে হাত মুখ ধুতে লাগল। ফাটা হাতে কড়া হলদে সাবান লাগায় জ্বালা করতে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা সজোরে হাতে সাবান ঘসতে থাকে। হাত পরিষ্কার রাখার ওপর মা'র নজর অত্যন্ত কড়া। সরু চিরুনী ভিজিয়ে ওরা চুলের ওপর চালাতে থাকে, কারণ উস্কোখুস্কো চুলও মা মোটেই পছন্দ করেন না।

তাদের সারা হবার আগেই বাবা এসে জোটেন।

শক্ত গাঁটওয়ালা হাতে সাবান দিতে দিতে গজ্‌গজ্‌ করে উঠলেন, তোমরা দুই অপোগণ্ড আজ কেন যে সঙ্গ নিয়েছ জানি না। স্কোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগবে। তার চেয়ে মার সঙ্গে বাড়ীতে থাকাই ত ভাল।"

"ও সে আমরা বেশ ভাল করে মুড়ি শুড়ি দিয়ে যাবখন" আগ্রহের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক বলে ওঠে। "আর তুমিই ত বলেছিলে আজ আমরা যেতে পারি।"

মিঃ টলওয়ার্থ গজ্‌গজ্‌ করতে করতেই রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। খাওয়াটা নিঃশব্দে হল কারণ নিউ ইয়র্ক স্টেটের চাষীদের খাওয়ার টেবিলে কথা বলার বিশেষ চল নেই। খামারের অন্যান্য কাজের মতন খাওয়াটাও একটা কাজ, আর কথা বললে খেতে দেরী হয়। ছেলেরা আর তাদের বাবাও আণ্ডার শার্ট পরেই খেয়ে নিলে, মা'র সযত্নে পরিষ্কার করা শার্টে ডিমের দাগ লাগার সম্ভাবনা যাতে না থাকে।

এখন ওরা সেগুলো পরে নিল। বাবারটা নীলরংয়ের ডেনিম্। ফিকে হয়ে গেলেও বেশ পরিষ্কার, আর কোন ভাজ পড়ে নি। ছেলেদেরগুলো অবশ্য মোটেই শার্ট নয়, অন্ততঃ শার্ট সেগুলোকে বলা হয় না। তাদের আসল নাম হল 'ওয়েস্টস্"। লম্বা ঝুলের বদলে কাপড়টা গুটিয়ে কোমরের কাছে টানা সুতো দিয়ে জড়ানো থাকে। দুটোই শাদা ক্যালিকোর। ফ্রাঙ্কেরটার ওপর লাল তারার নকশা আর ক্ষুদে চার্লিরটায় নীল ঘোড়ার নালের ছাপ দেওয়া

শার্টের ওপর চড়ল বাড়ীর তৈরী মোটা উলের জ্যাকেট; বাবার পুরণো জামা কেটে তৈরী। হাতে বোনা স্টকিং ক্যাপ,

মোটা দস্তানা আর মস্ত বড উলের গলাবন্ধ জড়িয়ে সাজসজ্জা শেষ হল। তৈরী হয়ে নিয়ে ছেলেরা বাপের পেছন পেছন খামার বাড়ীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল।

চাকার বদলে শ্রেড বাণার লাগান সাদাসিধে খামারের এক রকম গাড়ীকে বলে পাং। কাঠগোলার সামনে বরফের ওপর পায়ের ছাপ। গাড়ীটা সেখানে দাঁড়িয়ে। আগের রাতে বোঝাই করা স্টোভের মাপের কাঠগুলো তার ওপর উঁচু হয়ে রয়েছে। ছেলেরা মলি আর ড্যানকে পাংএর যুততে বাপকে সাহায্য করে।

মিসেস উলওয়ার্থ একবোঝা কোচকান পুরণো লেপ আর কম্ফর্টার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। "উহু-হু কি ঠাণ্ডা! এক মিনিট দাঁড়াও, উনুনে কিছু গরম ইট আছে। ফ্রাঙ্কি দৌড়ে সেগুলো নিয়ে এস ত? আজ পায়ের কাছে সেগুলো দিতে হবে।"

অবশেষে ছেলেরা বাপের পাশের সীটে বসল। লেপটেপ সব গায়ে আরাম করে জড়িয়ে নিয়ে পাগুলি ইটের ওপর রাখলে। মিঃ উলওয়ার্থ জিভের আওয়াজ করতেই পাংটা খামার বাড়ী ঘুরে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

এত সকালে এদিকে আর কোন গাড়ী ঘোড়া আসে নি। নতুন বরফ জমাট কাদার ওপর সমানভাবে শাদা হয়ে পড়ে আছে। দুদিকের বেড়ার রেলিংএর মধ্যে দিয়ে মসৃণ রাস্তাটা চলে গিয়েছে। সূর্য্য উঠলেও ধূসর মেঘের আড়ালে ঢাকা। ঠাণ্ডা হাওয়া ছেলেদের নাকে যেন চিমটি কাটে; তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

শহরে যাবার দীর্ঘপথে কথাবার্তা বিশেষ হল না। বাবা উলওয়ার্থ বরাবরই চুপচাপ মানুষ। ইদানীং বিশেষ করে তাঁর মাথায় অনেক দুশ্চিন্তা। দিনকাল খারাপ, গৃহযুদ্ধের জন্যে সকলেই

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। উলওয়ার্থ খামারের বন্ধকী দেনা শোধ করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ছেলেরা ভালভাবেই বুঝলে ছেলেমানুষী কথাবার্তায় বাবার চিন্তার ব্যাঘাত করা চলবে না।

দীর্ঘকাল গাড়ী চলার পর খামারের বেড়ার বদলে ওয়াটার-টাউনের ছিমছাম রেলিংগুলি চোখে পড়ল। এটাই জেলার সদর। ৭০০০ কর্মব্যস্ত লোকের বাস এখানে। শহরের স্কোয়ারের মধ্যে আদালত। আর তার চারপাশে বাজার। আদালতের মাঠে চারপাশের রেলিং এ চাষীরা খোলা বাজারের জন্যে ঘোড়া বাঁধে। মিঃ উলওয়ার্থ যখন পৌঁছলেন তার মধ্যেই কয়েকটা কাঠ আর ঘাস-খড় বোঝাই গাড়ী এসে পৌঁছে গিয়েছে। ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে পাশের চাষীটির তিক্ত দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি বিনিময় ঘটল।

"শহরে আজ অনেক কাঠ", লোকটি বললে। "নেবেওয়ালা কেউ নেই। বোঝা পিছু এক ডলার যদি পাই ত যথেষ্ট। বুঝলে উলওয়ার্থ।"

মিঃ উলওয়ার্থ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। "কুড়ুল হাতে বেরোনো আজকাল আর পোষায় না। এই হতচ্ছাড়া যুদ্ধই সব মাটি করলে। তোমার ছেলের খবর কি মিঃ মীন্‌স্? সে কি গ্র্যান্টের সঙ্গে আছে না?"

অন্যজন ঘাড় নাড়ে। "শেষ খবর পেয়েছি যে ও ফোর্ট ডোনেলসনের যুদ্ধের পরও আস্ত আছে। কিন্তু এবার গ্র্যান্ট ওদের কোথায় নিয়ে যাবে ভগবানই জানেন। এই যে এর এর শেষ চিঠি।"

ছেলেদুটি সীটের মধ্যে উসখুস্ করতে লাগল। হুকুম না পেলে গাড়ী থেকে নামতে পাবে না। আর বড়রা যখন কথা বলছে তখন তাদের বিরক্ত করাও চলে না।

অন্য লোকটি যখন চিঠি হাতড়ায় ফ্র্যাঙ্ক তখন বাবার হাতা ধরে টান মারে।

"আমি আর চার্লি শহরটা একটু ঘুরে আসব বাবা?"

"বেশ। কিন্তু সাবধানে যেয়ো। আর বেশী দূরে যেয়ো না। মালটা খালাস করতে পারলেই আমি ফিরব।" তিনি মিঃ মীন্‌সের দিকে ফিরলেন। দু ভাই টুপ করে নেমে পড়ে লাফাতে লাফাতে চলল।

"কার্টারের দোকান ত এই রাস্তায়" মোড়ের মাথায় এসে চার্লি বললে। ফ্র্যাঙ্ক সোজা চলতে থাকে। "কার্টার এখন থাক, চল্‌ ত।" স্কোয়ার পার হয়ে সে হাঁটা দিল।

অগ্‌স্‌বারি অ্যাণ্ড মূর এর কর্ণার স্টোর হচ্ছে ওয়াটার টাউনের সব চেয়ে বড় আর সুন্দর কাপড়চোপড়ের দোকান। আর খরিদ্দার সব শহরের অপেক্ষাকৃত পয়সাওয়ালা লোক। কাজে কর্মে বেরোবার সময় যারা রোজই বিশেষ ভাবে সাজসজ্জা করে, পার্টি বা উৎসবের জন্যে যাদের কেতা দুরস্ত পোষাকের দরকার হয়। গরীব চাষীরা যায় কার্টারের দোকানে। পাশের একটা রাস্তায় পুরনো ধরণের জেনারেল স্টোর সেটা। বুড়ো কার্টার সব কিছুই রাখে। কাজকর্মের জন্যে দরকারী পোষাক আর ক্যালিকো থেকে ভাল মজবুত লোহালক্কড় অবধি। উলওয়ার্থ ভাইরা বাপের সঙ্গে কার্টারের দোকানে অনেকবার গিয়েছে। কিন্তু কর্ণার স্টোরের ভেতরে তারা কখনো ঢোকেনি।

ফ্র্যাঙ্ক এখন সোজা সেদিকে এগোল। দরজার কাছে গিয়ে একবার সে দাঁড়ায়; তার লাল ছিটের রুমালটা বার করে। এই যে এখানটায়, তার চারটে আর চার্লির একটা—পাঁচটা চকচকে তামার পেনী বড় গিঁট দিয়ে রুমালের কোনায় বাঁধা।

"ঠিক আছে চলে আয়" আদেশের সুরে সে বলে।

"বলিস কি ফ্র্যাঙ্ক, ওর ভেতর ঢুকব ?"

"না কেন ? আমরা কি খদ্দের নই ? শুধু শুধু দেখবার জন্যে ত যাচ্ছি না, যাচ্ছি কিনতে। মা'র জন্মদিনে একটু বিশেষ রকম কিছু চাই, আর এখানেই তা পাওয়া যাবে। চলে আয়, আর ওরকম বাছুরের মত ভয়ে ভয়ে আমার হাত ধরে থাকিস্ না। মনে রাখিস আমরা খদ্দের।"

দোকানের ভেতরটা বেশ গরম আর ঝকঝকে। মাড দেওয়া কাপড়, রং, ন্যাপথলিন আর সুগন্ধি সাবান মিলিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ। মোটা কাপড়ের গেঁয়ো সাজ-পোষাকে বেমানান ছেলে দুটির দিকে কেউ ফিরেও চাইলে না।

একজন মেয়ে কেরানী মোটা-সোটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের এক মহিলার গোলগাল হাতে একজোড়া ফ্রান্স থেকে আনা ছাগলের চামড়ার দস্তানা পরাচ্ছে। আর একজন চওড়া ভেলভেটের গোল ঘেরওয়ালা স্কার্ট আর উটপাখীর পালক লাগান বাহারে বনেট পরা সুন্দরী একটি মেয়েকে খানিকটা লেস দেখাচ্ছে। দোকানের ওপাশে পুরুষদের বিভাগে, প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পরা এক ভারিক্কে চেহারার ভদ্রলোককে কালো মসৃণ উলের কাপড় দেখাচ্ছে। আর কয়েকজন খরিদ্দার, বেশীর ভাগই সুসজ্জিতা মহিলা, কাউন্টারের মধ্যের রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

"এখন কি করবি ?" চার্লি ফিস ফিস করে বললে।

"আগে একটু সময় নিয়ে চারদিকটা ঘুরে দেখি," ফ্র্যাঙ্ক উচ্চস্বরে জবাব দিলে। "আরো অনেকে ত তাই করছে। দেখতে দেখতে যা চাইছি ঠিক পেয়ে যাব।"

ওরা দেখতে লাগলো, অনেক কিছুই চোখে পড়ল ; কিন্তু যা

দেখলে তাতে ওরা বেশ দমে গেল, জিজ্ঞাসা না করেই ফ্র্যাঙ্ক বুঝতে পারলে যে এই সব পোষাক-আসাক, দস্তানা আর লেস তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু পাঁচ সেন্টে কি যে কেনা যায় সে সম্বন্ধেও তার কোন ধারণা নেই।

কি করেই বা থাকবে? উলওয়ার্থের ছেলেরা খরচ করাব মত পয়সা কোন দিন পায়নি—কেবল তাদের অবস্থাপন্ন মামা যখন তাদের কয়েক পেনী করে দিতেন তখন ছাড়া। পেনীগুলি জমিয়ে তারা গাঁয়ের দোকানে গিয়ে একটি করে খরচ করত। গোটা ছয়েক মাবেল কি চারটে লজেন্স এক পেনীতে কেনা যায়। ফ্র্যাঙ্কের দশ বছর বয়েস হয়েছে কিন্তু এক সঙ্গে কখনো তিন পেনীর বেশী খরচ করেছে বলে মনে পড়ে না। পাঁচ পেনী ত নয়ই। পাঁচ পেনীতে বেশ বড় রকম কিছু পাওয়া উচিত।

কিন্তু যে সব বড় বড় জিনিস চারিদিকে দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। ছোট ভাই সেটি না বুঝলেও তার নিজের সেটুকু বুদ্ধি হয়েছে।

"তাহলে কি কেনা হবে না?" চার্লি উস্‌খুস্‌ করতে থাকে। "কিছু কেন্ না ফ্র্যাঙ্ক।"

"খুঁজে পেলেই কিনব" ফ্র্যাঙ্ক বলে। "মা র জন্মদিনের জিনিষ, ভাল করে দেখেশুনে নেওয়া দরকার। যেমন তেমন পুরোনো জিনিষ ত কেনা যায় না।"

কথাটা জোরের সঙ্গে বললে বটে, কিন্তু বুকটা তার দমে যাচ্ছিল। এ কাউন্টার ও কাউন্টার ঘোরাঘুরি করতে করতে বুঝতে পারছিল যে ক্রমেই তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মোটা সোটা ভদ্র মহিলাটি দস্তানা নিয়ে চলে গেলেন। দস্তানা যে বেচছিল সেই কেরাণীটি এই জুতো খটখটিয়ে চলা অগোছাল

সাজের ছেলে তুটির দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে দেখতে লাগল। লেসের খরিদ্দারটি চার্লির দিকে একবার কট্‌মট্‌ করে তাকালেন, কারণ তার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ওনার ভেলভেটের পোষাকটি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতে গিয়েছিল। ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি এক হ্যাঁচ্‌কা টানে ছোট ভাইটিকে দোকানের পেছন দিকে সরিয়ে নিয়ে এল।

এইখানে তখন জিনিষটা সে দেখতে পেলে। এদিক দিয়ে ওরা এর আগে গিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পেছনের কাউন্টারটা ওর নজরে পড়েনি। ছোট্ট একটা লেখা রয়েছে "সৌখীন জিনিষ—অর্দ্ধেক মূল্যে"। সৌখীন আর অর্দ্ধেক দাম। ওঃ এখানে নিশ্চয়ই তাদের মনের মতন কিছু না কিছু পাওয়া যাবে।

সস্তা দামের জিনিষ ভরা টেবিলে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কের চোখ সোজা গিয়ে পড়ল তুটো সেলুলয়েডের পাশ চিরুনী লাগান কার্ডের ওপর। টকটকে লাল আর ওপরে সুন্দর ভাবে ফাঁসের নক্সা খোদাই করা। কার্ডটা তুলে ও চার্লির হাতে দিলে। "বলেছিলাম না পাবই,' আহ্লাদের সঙ্গে ও বলে উঠল।

ওরা খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে জিনিষটা দেখছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ফ্র্যাঙ্কের কাণ ধরে মারলে এক টান। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট পরা সেই ছোকরা।

"জিনিস রেখে দাও শীগগির।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠল। "কি নিয়েছ হে ছোকরা? এখুনি দিয়ে দাও।

ফ্র্যাঙ্ক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। লাল চিরুণী-জোড়া মার কালো চুলে কি রকম দেখাবে তাই ভাবতে ভাবতে পেছনে পায়ের শব্দ সে শুনতেই পায়নি।

সেই ছোকরা কার্ডটা ছিনিয়ে নিল। "নিয়ে কেটে পড়বার

মতলব এঁ্যা ? অগ্ সবারি অ্যাণ্ড মূরে এসব ছিঁচকে চোরদের কি করতে হয় তা খুব ভাল ভাবেই জানি। দাঁড়াও হাঁকাবার আগে তোমাদের পকেটগুলো একবার দেখে নিই।

ফ্র্যাঙ্কের মুখটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সে শান্ত ভাবেই জবাব দিলে "আমি আর আমার ভাই এখানে চুরি করতে আসিনি মশাই। আমরা খরিদ্দার।"

ছোকরা হো হো করে উঠলে। তার তীক্ষ্ণ কথার চেয়ে হাসিটা ওদের আরো নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করলে। "খরিদ্দার ? ও—মাপ করবেন সার্। জানতাম না। আপনাদের সেবায় লাগতে পারলে কৃতার্থ হব সার্। মশায় যা কিনবেন সেগুলো প্যাক করে দেব কি ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই" ফ্র্যাঙ্ক স্থির ভাবে উত্তর দিলে। আমি এই চিরুণী দুটো নিতে চাই আর কিছু না।

"সেকি আর কিচ্ছুটি না ? ওঃ তা—আমি যে খরিদ্দার মশায়কে ভদ্রলোকদের পোষাক-আসাকগুলো দেখাব ভেবেছিলাম।" কেরাণীটি নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর হঠাৎ এ খেলা আর তার ভাল লাগল না।

"আচ্ছা আচ্ছা" তীব্র কণ্ঠে সে বলে উঠল। "আর দেরী করিও না খোকা, ওর দাম আধ ডলার।"

"আধ ডলার !" ফ্র্যাঙ্কের দম আটকে আসে। "কিন্তু—কিন্তু লেখা রয়েছে যে আদ্ধেক দাম ?"

"ঠিকই ত। এক ডলার থেকে কমান হয়েছে। এটাই চালানের শেষ মাল।" কেরাণীটি হাত বাড়ালে। "পঞ্চাশ সেণ্ট, জল্‌দি।"

ফ্র্যাঙ্কের মুখ তখন আরো লাল হয়ে উঠল। পঞ্চাশ সেণ্ট ত আমার কাছে নেই মশায়।"

কেরানীটি টান হয়ে দাঁড়াল। "নাঃ আমিও আশা করিনি যে আছে," তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে সে বলে উঠল। "চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। একটা পেনীও তোমাদের কারো কাছে নেই।"

"আছে বৈ কী" চার্লি বলে উঠল। "আমাদের কাছে পাঁচটা পেনী আছে, হ্যাঁ! দেখা ত ফ্র্যাঙ্ক!"

"পাঁচটা পেনী—পাঁচ পাঁচটা আস্ত পেনী?" কেরানীটির তাচ্ছিল্যের হাসি আবার শোনা যায়। "খবিদ্দার, বটে?" ফ্র্যাঙ্কের কলারটা সে পেঁচিয়ে ধরে।

"যথেষ্ট হয়েছে। এবারকার মত ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে রেখো কর্ণারষ্টোরের পাঁচপেনীর খদ্দেরের কোন দরকার নেই। তোমাদের ওই নোংরামুখ আর কখনো এখানে যেন না দেখি। এখন গলাধাক্কা খাবার আগে সরে পড়।"

ওরা বেরিয়ে এল। চার্লি সরবে কাদতে লাগলে, ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে রইলো। বাইরে এসে ও ছোটভাইয়ের নাক ঝাড়ালে আর ধমক দিয়ে তাকে চুপ করে থাকতে হুকুম করলে।

"শেষকালে কার্টারের ওখানেই যেতে হবে। বুড়ো কার্টার একটু খিটখিটে বটে কিন্তু এরকম চালিয়াৎ নয়।"

"আমি ত বলেই ছিলাম, এখানে না এলেই হত," চার্লি ফোঁপাতে থাকে। "এখানে আসার কোন দরকারই ছিল না আমাদের।"

"আলবাৎ ছিল" ফ্র্যাঙ্ক দৃঢ়ভাবে বলে। আমাদের জন্যে পাঁচ সেণ্ট দামের জিনিষও তো ওদের থাকতে পারত, তা যদি থাকত ত আমরা কিনতামও। পয়সা থাকলে সকলেই খদ্দের আর সব দোকানেই তাদের ঢোকবার অধিকার আছে।"

"বোধ হয় খদ্দের হতে গেলে পকেটে পাঁচসেন্টের বেশী থাকা দরকার আগে তো জানতাম না।" চার্লি ভয়ে ভয়ে বলে।

"আমিও জানতাম না," ফ্র্যাঙ্ক বলে। "আর ব্যাপারটা তা নয়। খদ্দের হল খদ্দের, বড়লোকই হ'ক আর গরীবই হক। তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেই হবে।"

"একজন মেয়ে বাবার কার্ডগুলো দেখছে," চার্লি স্কোয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাল। "ও কিনে ফেললে বাবা কিন্তু চলে যাবে। তাড়াতাড়ি কার্টারের ওখানে চল।"

বুড়ো কার্টারের পাঁচসেন্টের মাল ছিল, আর বাচ্চা খরিদ্দার সম্বন্ধে কোন আপত্তিও ছিল না। ওরা যে কালো মাথাওয়ালা এক পাতা পিন্ কিনলে তাতে হাওয়ার সময় মার শালটা বেশ আটকানো যাবে। ফ্র্যাঙ্ক চার্লিকেই পছন্দ করতে দিলে। পার্কে ফেরবার পথে সে এত চুপচাপ আর গম্ভীর হয়ে রইল যে ছোটভাই তাকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে।

"এই পিনগুলো মার খুব পছন্দ হবে ফ্রাঙ্ক। লাল চিরুণীর মত অত সুন্দর নয় বটে। কিন্তু আমরা হাতে করে যা দেব মা'র তাই ভাল লাগবে—আমরা দিচ্ছি কি না। চিরুণীর জন্যে মন খারাপ করিসনা ভাই।"

ফ্র্যাঙ্ক গম্ভীরভাবে সামনের দিকে চেয়ে রইল। "ঠিক আছে চার্লি। আমি উপহারের জন্যে মন খারাপ করছিনা। অগস্‌বারির ওই লোকটার কথা ভাবছি। লম্বা কোট আর খাড়া কলার পরলেই একেবারে সবজান্তা হয় না। আমিও এমন কিছু জানি যা ও জানে না। খদ্দেরের সঙ্গে খদ্দেরের মতই ব্যবহার করতে হয়। পাঁচ পেনীর খদ্দের হলেও। আমার নিজের যদি কোন দিন একটা দোকান হয়—!"

পথ দেখালেন এক সম্রাট

"যদি কোনদিন একটা দোকান হয়।" দশ বছরের ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ কথাটা যখন বলে তখন ওর ছোটভাই হেসে উঠেছিল। বললেও পারত যদি কোন দিন লাখোপতি হই বা যদি কোন-দিন রাজ প্রাসাদে বাস করি।"

কিন্তু দোকান তার একদিন হবে; আর অনেক দোকান, টাকাও তার হবে, আর রাজপ্রাসাদটাও। আরো অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ তার বরাতে আছে, যার কোন সম্ভাবনাই সেদিন জানা যায়নি। দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ীটা দেখবার জন্যে সারা দেশ থেকে লোকেরা আসবে—ফ্রাঙ্ক উলওয়ার্থের বাড়ী।

কিন্তু গৃহযুদ্ধের সময় সেই বিষন্ন শীতের দিনে কেই বা সেকথা জানত? চার্লি নয়। আর ফ্রাঙ্ক ত নয়ই।

উলওয়ার্থ পরিবারের কেউ কোনদিন দোকানদার ছিল না। উলওয়ার্থেদের আদিপুরুষ বিপ্লবের আগেই ইংলণ্ড থেকে চলে আসেন। তিনি আর তাঁর বংশধরেরা সবাই ক্ষেত খামারের কাজই করেছেন। নিউ ইয়র্কের রডম্যানের কাছে ফ্রাঙ্কের ঠাকুরদা

জ্যাস্পার উলওয়ার্থের খামার ছিল। এখানেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ফ্রাঙ্ক উইনফিল্ড উলওয়ার্থের জন্ম হয়। তার ভাই চার্লস সামার উলওয়ার্থ জন্মায় চার বছর পরে। আর কোন ভাই বোন তাদের হয়নি।

চার্লির যে বছর জন্ম হয় সেই বছরই জন উলওয়ার্থ কিছু টাকা ধার করে নিজের জন্যে একটি খামার খরিদ করেন। খামারটা ছিল গ্রেট বেণ্ড গ্রামের ব্ল্যাক রিভারের পাশে। লেক অন্টারিও আর সেন্ট লরেন্স নদীর পাশে নিউ ইয়র্ক স্টেটের এই অংশটির নৈসর্গিক দৃশ্য ভারি চমৎকার। উলওয়ার্থের নতুন খামারটি দেখতে অতি সুন্দর। এখানকার নদী আর বনে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের দৃশ্য চমৎকার। মিসেস উলওয়ার্থের ভাই অ্যালবন কিন্তু তখনই বলেন যে চাষ বাসের পক্ষে জমিটি মোটেই সুবিধের নয়। তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেদের মতে জন উলওয়ার্থ চাষী হিসেবে ভাল হলেও ব্যাবসা বুদ্ধি তার যথেষ্ট নেই।

মিসেস উলওয়ার্থের পিতৃকুল ম্যাকব্রায়ার পরিবার বেশ বর্দ্ধিষ্ণু। তাঁদের আদরের ফ্যানীর দুরবস্থায় এঁরা, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভায়েদের সকলেরই বেশ ভাল ভাল ক্ষেত খামার আর ব্যাঙ্কে জমান টাকা রয়েছে। তাদের ক্ষেতের জমি বেশ উর্বর আর তাতে ফসলও হয় প্রচুর। বৌদের সকলের সংসারেই কাজের সাহায্যের জন্য ঝি রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে ফ্যানী বেচারী উদয়াস্ত খেটেও এই রকম দুরবস্থার মধ্যে থাকে। কি লজ্জার কথা।

অবশ্য তার স্বামী যে খুব পরিশ্রমী লোক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলনা। কিন্তু সেই পাথুরে জমিতে কিছুটা আলু ছাড়া আর কোন জিনিষই ফলে না। আর খানিকটা জমিতে গরু চরানো

যায় মাত্র। আলুর চাষ আর জ্বালানী কাঠ কাটতেই তার সময় চলে যায়। তাতে লাভও হয় সামান্যই। তাই ওয়াটারটাউনে বিক্রি করবার জন্যে মিসেস উলওয়ার্থকে মাখন তৈরী করতে হয়, বাচ্চা দুটোকেও আলুর খেতে কাজ করতে হয় কারণ জন মজুর ভাড়া করবার পয়সার অভাব। এদিকে যা রোজগার হয় তার প্রতিটি পাই পয়সা মটগেজের সুদ দিতেই চলে যায়। অ্যালবন মামার ধারণা জন উলওয়ার্থকে বিয়ে করাই ফ্যানীর ভুল হয়েছে। একথা তার মুখের ওপর বলতেও ইতস্তত: করেন না।

অ্যালবন ম্যাকব্রায়ারের বাড়ী পিলার পয়েন্ট, উলওয়ার্থের খামার থেকে মাইল পঁচিশ দূরে। মাঝে মাঝে উলওয়ার্থরা সেখানে যায় বটে, তবে ঘন ঘন যায় না। অ্যালবন লোক অবশ্য ভালই, মিসেস উলওয়ার্থ তা জানেন, কিন্তু তাঁর মতামতগুলো একটু বেশী রকম স্পষ্ট। দুটি হাসিখুসী ছেলে, সৎ এবং পরিশ্রমী স্বামীটিকে নিয়ে মিসেস উলওয়ার্থ যে অসুখী নন সে কথা তাঁকে বলে কোন লাভ নেই। তিনি বিশ্বাসই করবেন না।

অ্যালবনের মতে “দু-পয়সা” না করতে পারলে কেউই সুখী হয় না। এবং জন উলওয়ার্থ যে কোনদিন দু-পয়সা করতে পারবেন তা তাঁর মনে হয় না। কিন্তু ছেলেগুলো—অ্যালবন মামা এবার একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠেন—হ্যাঁ ছেলেদের বেলায় ফ্যানীর বরাতটা হয়ত ভালই হবে। বাচ্চা দুটো বেশ চালাক চতুর আর চট্‌পটে আছে। বিশেষ করে ফ্রাঙ্কিটার মাথায় বেশ বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। মামাদের আদর্শে মানুষ হলে একদিন ওর চাষ বাস ভালই হবে।

ফ্র্যাঙ্ক মামাকে ভালই বাসত। ম্যাকব্রায়ারের খামারে বেড়াতে যেতেও তার ভাল লাগত। অ্যালবন মামার দেওয়া পেনীগুলোর

জন্যে সে গভীর কৃতজ্ঞতাও বোধ করত। কিন্তু কোনদিন সে তাঁকে বলেনি যে চাষবাসের ইচ্ছে তার মোটেই নেই। ফ্র্যাঙ্ক যে আসলে দোকান দিতে চায় সে কথা শুনলে অ্যালবন মামা মোটেই খুসী হবেন না।

সে কথা ও অ্যালবন মামাকে বলে নি। সে কথাও কাউকেই বলেনি, এমনকি চার্লিকেও না। বলে লাভ কি? বড়রা ধমকাবে আর চার্লিটা হাসবে। মাঝে মাঝে তার ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী মিস এমা পেনীম্যানকে বলবার ইচ্ছে হয়েছে বটে। তার কেমন যেন মনে হত মিস এমা হয়ত বকবেনও না হাসবেনও না, কিন্তু তাঁর কাছে মনের কথাটা খুলে বলতে তার ভারী লজ্জাই করত।

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের সাধারণ শিক্ষা খুব বেশী দূর এগোয়নি। তখন ছিল "লাল রংয়ের স্কুলবাড়ীর যুগ"। সেখানে সব বয়সের ছাত্ররাই একই ঘরে একই মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করত। আজকের দিনের সরকারী অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আমরা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছি। কিন্তু সে যুগে তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার। আমেরিকানরা সে সময় তাদের ফ্রী-স্কুলগুলির জন্যে ভীষণ গর্ব বোধ করত। কিন্তু, সে সব স্কুল আজকের দিনে আমাদের বেশ অদ্ভুত রকমের মনে হবে।

ইস্কুলের ছোট্ট লাল বাড়ীটিতে ছেলেমেয়েদের পাঠানো অবশ্য কারো পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল না। যাদের "বই পড়া বিদ্যে"র ওপর কোন ভক্তি ছিল না তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতই না। বেশীর ভাগ চাষীই ছেলে একটু লিখতে পড়তে আর অঙ্ক কষতে শিখলেই যথেষ্ট বিদ্যে হয়েছে বলে মনে করত। মেয়েদের বেলা আরো কম জানলেই চলত। বাড়ীতে কাজ থাকলে ছেলে মেয়েদের সেদিন স্কুলে যেতে দেওয়া হত না। আবার অনেক সময়ে নিজেদের

অসুবিধে হয় বলে মায়েরা তাঁদের বছর তিনেকের বাচ্চাগুলিকেও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। ষোল বছর বয়স হলে সবাই ইস্কুল ছাড়ত—যদি অবশ্য ততদিন টিঁকে থাকত। কারণ সকলের ধারণা ছিল যে যা কিছু শেখবার তা ষোল বছরের মধ্যেই শেখা হয়ে যায়, আর তা না হলে, সে ছেলে এতই আহাম্মক যে তার আর কোন দিনও শিক্ষা হবে না। অতএব তাকে কাজে কর্মে লাগিয়ে দেওয়াই ভাল।

এসব ইস্কুলের শিক্ষক হওয়াও কিছু শক্ত ছিল না। ষোল বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে, অঙ্ক, পড়া, লেখা, বানান আর ভূগোলে সরকারী পরীক্ষা দিতে পারত। পাশ করতে পারলেই শিক্ষক হবার সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। মাইনে অল্প ছিল, কিন্তু এতে থাকা খাওয়া পাওয়া যেত। পাশ করে টিচারকে এক সপ্তাহ বা একমাস করে এক এক ছাত্রের বাড়ীতে রাখা হত। শিক্ষকের খাওয়ার খরচ চালাবার মত যথেষ্ট পরিবার গাঁয়ে থাকলে, স্কুল এক টানা ছ' সপ্তাহ থেকে চার কি পাঁচমাস পর্য্যন্ত চলত।

আজকের দিনে এরকম কোন ইস্কুলের কথা শুনলে আমরা আঁৎকে উঠব। ব্যবস্থাটা মোটেই ভাল ছিল না। তা সত্ত্বেও ফল সর্বদাই কিছু খারাপ হত না। এই ধরণের স্কুল থেকেই এব্রাহাম লিঙ্কন প্রমুখ অনেক বড় বড় লোক বেরিয়েছিলেন। ছাত্র শিখতে ইচ্ছুক হলে আর শিক্ষক শেখাতে পারলে ফল অনেক সময়েই অদ্ভুত রকম ভাল হত।

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ অবশ্য এব্রাহাম লিঙ্কন ছিল না কিন্তু তার শেখবার ইচ্ছে ছিল প্রবল। আর তার ভাগ্যে এমন এক শিক্ষয়িত্রী সে পেয়েছিল যিনি পড়াতে ভালবাসতেন আর সত্যি জানতেন কি করে পড়াতে হয়।

গ্রেট বেণ্ড স্কুলে আসার সময় এমা পেনীম্যানের বয়স ছিল মোটে ষোল। সাধারণ চেহারার গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে, তাঁর নিজের শিক্ষাও অষ্টম শ্রেণীর বেশী ছিল না। কিন্তু একটি বিরাট জিনিষ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সে সব কিছু জানবার বিষয় বইয়ের মধ্যেই আছে আর যে কেউ লিখতে পড়তে পারবে তার কাছেই সেই বিদ্যের চাবি কাঠি থাকবে।

তিনি খালি বই পড়তেন আর কিনতেন। ইস্কুলের নীল মলাটের বানানের বই আর ম্যাকাফির রীডারের বাইরেও অনেক জিনিষ তিনি জানতেন। আর যদিও তিনি ফ্র্যাঙ্কের ছেলে মানুষী আশা-আকাঙ্খার কথা তার নিজের মুখ থেকে শোনেন নি তবু তাকে তার পথে এগোবার দিকে সাহায্য করায় তাঁর কিছুটা হাত ছিল। আর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলে অনেকদিন আগেকার এক ফরাসী সম্রাট।

কর্ণার স্টোরে ধমক খাবার কয়েক মাস পরে একদিন গ্রেট বেণ্ড স্কুলে ব্যাপারটা ঘটে গেল। মিস এমার ক্লাসে ভূগোল পড়া হয়ে যাবার পরে কথায় কথায় ইতিহাসের কথা উঠল। মিস এমা বললেন এই উত্তর নিউ ইয়র্ক রাজ্যটিতে কেবলমাত্র বন পাহাড় আর নদী নালাই নেই, এখানে অনেক ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। বেশ গুরুত্বপূর্ণ আর উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। দুয়েকটি ঘটনা তাঁর মুখ থেকে ওরা রুদ্ধশ্বাসে শুনল।

কাছেই লেক অন্টারিওর জলে ইংরেজ আর ফরাসীরা এই মহাদেশের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে। তারপরে এই বন জঙ্গলের মধ্যেই বিপ্লবীদের ছোটখাট লড়াই হয়ে গিয়েছে। লাল মানুষ আর শাদা মানুষদের লড়াইও এখানে হয়েছে। জেনারেল

জেবুলেন পাইকের কবর রয়েছে এই স্যাকেট বন্দরে। জায়গাটা ওয়াটার টাউন ছাড়িয়ে পুরো দশ মাইলও নয়।

"কোন যুদ্ধে জেনারেল পাইক মারা যান, কেউ জান?"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। "অরল্যাণ্ডো তোমাদের বাড়ী ত' স্যাকেট বন্দরের দিকে। তোমার জানা উচিত।"

"হ্যাঁ দিদিমণি। অরল্যাণ্ডো ছেলেটা একটু বড় সড়। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল চুল। বার দুই হোঁচট খেয়ে সে উঠে দাঁড়াল। কোন প্রশ্নের জবাব অবশ্য অরল্যাণ্ডো সচরাচর দিতে পারে না। কিন্তু এটা সে জানত।"

"আমার ঠাকুর্দ্দা সে লড়ায়ে ছিলেন," সে সগর্বে বলে উঠল। "তিনি জাহাজের খালাসী ছিলেন। এক ঝাঁক জাহাজ বন্দরে জড়ো হয়েছিল। সব সেপাই ভর্তি। তারপর—তারপর, সে জাহাজগুলো লেক পেরিয়ে টোরোন্টো চলে গেল। আর সে খুব গোলাগুলি চলল। আর আমরা কেল্লা উড়িয়ে দিয়ে লাল কোর্তাদের হারিয়ে দিলুম। তাই জেনারেল মরে গেল, কিন্তু আমরা জিতে গেলুম।"

অরল্যাণ্ডো বসে পড়ে সগর্বে একবার চারদিকে তাকাল। মিস এমা একটু হাসলেন।

"বেশ বলেছ অরল্যাণ্ডো। তোমার ঠাকুরর্দ্দার জন্যে নিশ্চয় তোমার গর্ব হয়। আচ্ছা, বলতে পার যে যুদ্ধে তিনি লড়াই করেন তার নাম কি?"

অরল্যাণ্ডো এবার মাথা নাড়ে। ঠাকুর্দ্দার মুখে সে লড়ায়ের বর্ণনা শুনেছে কিন্তু তিনি কোনো যুদ্ধের নাম করেছেন কিনা তা সে মনে করতে পারলে না।

"তোমরা কেউ পার?" মিস এমা বলেন।
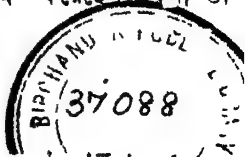
"১৮১২-র যুদ্ধ" সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

"বেশ। এখন বলত ১৮১২র যুদ্ধ শুরু হয় কিভাবে?

এবার সবাই তাঁর মুখের দিকে বোকার মত হাঁ করে চেয়ে রইল। ধীরে ধীরে মিস এমা তাদের সে কাহিনী বললেন। একেবারে গোড়া থেকে বলে গেলেন। সেই যখন বোনাপার্টের উচ্চাকাঙ্খার ফলে সমস্ত ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল তখন থেকে।

বোনাপার্টের নাম শুনেই ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ হাত তুললে। কেউ কিছু বলতে চাইলেই মিস এমা সব সময় তাকে সে সুযোগ দিতেন। তিনি এখন একটু থামলেন।

"কি ফ্র্যাঙ্ক? বোনাপার্ট সম্বন্ধে তুমি কিছু জান?"

"অনেক কথা" সাগ্রহে ফ্র্যাঙ্ক বলে ওঠে। আমি তার লেকে গিয়েছিলাম। আমি আর বাবা গরমের সময় ক'টা গরুর বাচ্চা কিনতে ওখানে যাই। ওখানে একটা আস্ত কেল্লা ছিল। এখন সব ভেঙ্গে গিয়েছে। আর এই বোনি-পার্টের সেখানে কি একটা মস্ত বড় মজার নৌকো ছিল; সেই ওদেশ থেকে আনা। যে চাষা আমাদের কাছে সে গল্প করেছিল, সে নৌকাটার কি যেন একটা মজার নাম বললে। আর সে বোনি-পার্ট সেই জঙ্গলে একদল বন্ধু নিয়ে শিকার করতে যেত—তারা সব ঘোড়ায় চড়ে যেত আর—"

"একটু দাঁড়াও ফ্র্যাঙ্ক" মিস এমা একটু হেসে তাকে বাধা দিলেন। বুঝেছি তুমি নেপোলিয়নের ভায়ের সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা জান। কিন্তু যাঁর জন্যে যুদ্ধ বাধে ইনি সে লোক নন।

সে লোক নয়? ফ্র্যাঙ্ক চমকে ওঠে। "তার মানে আরো অনেক বোনি-পার্ট ছিল?"

"ঠিক তাই। নিউ ইয়র্ক স্টেটে শিকার করতে যাবার বাড়ী

তৈরী করেন জোসেফ বোনাপার্ট। তিনি ছিলেন নেপোলিয়ানের ভাই। আর সেই নৌকোর নাম হল গণ্ডোলা। আমার কাছে

একটা বই আছে সেটা আমেরিকায় জোসেফের জীবন নিয়ে লেখা। যদি চাও ত নিতে পার। কিন্তু এখন আমাদের ১৮১২র যুদ্ধ নিয়ে কথা হচ্ছে। শোন সবাই, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—"

ইস্কুল ছুটির পর ফ্র্যাঙ্ক বইটা চেয়ে নিয়ে গেল। গোটা বইটাই সে পড়ে ফেললে। বইটা নেপোলিয়নের জীবনী—আর তাঁর পারিবারিক খবরও কিছু তাতে ছিল। ভাইয়ের পতনের পর জোসেফের আমেরিকায় আগমন আর তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কথা পড়ে ফ্র্যাঙ্কের খুব কৌতূহল হল। তবে নেপোলিয়নের জীবনী অনেক বেশী উত্তেজনাময়।

আলুর খেতে নিড়নী দিতে দিতে কিশোর ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ

এসব কথা চিন্তা করে। ছেলেটা ঠিক করলে সেও একদিন সম্রাট হবে, না হওয়া পর্যন্ত কোন বাধাই সে মানবে না। ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারল না, লোকে সম্রাট হতে চায় কেন? খালি লড়াই করা আর রাজ্যশুদ্ধ লোকের শত্রু হওয়া—আর সব শেষে জেলে যাওয়া। নাঃ ওসব তার পোষাবে না। কিন্তু একটা জিনিষ তার মনে দাগ কেটে বসল। প্রাণপণে চেষ্টা করলে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। বড়লোক হয়ে না জন্মালেও চলে। কারো কোন সাহায্য না পেলেও চলে। কেবল মন স্থির করে লেগে থাকা দরকার। তার বদলে অন্য কিছু নিলে চলবে না। কি চাই তা ঠিক করে নাও। আর সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চল।

আবার বই খুলে সে জোসেফের কথা পড়তে থাকে। জোসেফ সেনাপতি হয়েছিল, আর স্পেনের রাজাও হয়েছিল। কিন্তু সে তার ভাই সাহায্য করেছিল বলে। ভাইটি না থাকলে জোসেফের বরাতে তা আর হত না। ঠিক চার্লির মত। চার্লিকে সব সময় সাহায্য করতে হয়। কিন্তু নেপোলিয়নকে কেউ কোনদিন সাহায্য করেনি। কি তাঁর চাই তা তিনি জানতেন। আর তা আদায়ও করেছিলেন একা একাই। এটা যে করা সম্ভব সেটুকু বেশ বোঝা গেল। মন যদি স্থির থাকে আর যদি লেগে থাকতে পারা যায়। কর্সিকার একটা নিঃসম্বল ছেলে তাই করেছে। তাহলে নিউ ইয়র্কে আর একটা ছেলেই বা তা পারবে না কেন?

নিজের চিন্তা নিজে করাই সারা জীবন ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের অভ্যেস ছিল। নেপোলিয়নের কাহিনী সে বার বার পড়লে। অবশ্য তার মামার ভাষায় "নেপোলিয়নের আদর্শে" সে নিজেকে গড়তে চায়নি। সে ছিল শান্ত, বন্ধুভাবাপন্ন ছেলে—যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরব বা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের দিকে তার কোন আকাঙ্খা

ছিল না। কেবলমাত্র একটা দোকান করবার বসনা ছিল তার মনে। কিন্তু নেপোলিয়ন যেভাবে সম্রাট হতে চেয়েছিলেন, সেও ঠিক ততখানি আগ্রহের সঙ্গেই দোকান করতে চেয়েছিল। তার কমে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে চায়নি। এর জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে আর তা লাভ করবেই। কিছুতেই সে নিজেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেবে না। একদিন সে তার নিজের একটা দোকান করবেই।

দোকানে কাজ পাওয়া ভারী শক্ত

ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্ক অনিয়মিত ভাবে স্কুল করলে। এই ঘন ঘন অনুপস্থিতির দুটি কারণ ছিল। খামারের কাজ বাড়লে তার বাবা তাকে আটকে রাখতেন; আর শরীর খারাপ হলে মা তাকে বেরোতে দিতেন না।

বড় ছেলেটির শরীরের অবস্থা নিয়ে মিসেস উলওয়ার্থ সর্বদাই চিন্তিত ছিলেন। ছেলেটা লম্বায় বাড়ছে বটে কিন্তু কিরকম রোগা। অল্পেই ওর সর্দি লাগে, তার থেকে সবদাই জ্বর আর গলাব্যথা সুরু হয়। মাঠের কাজে খাটুনী বেশী হলেই সন্ধ্যেবেলা তার আর খাওয়া দাওয়া করবার মতও শক্তি থাকে না। মিসেস উলওয়ার্থ মনে মনে বলতেন "ফ্র্যাঙ্কিটা বড় দুর্বল"। প্রায়ই তাঁর মনে হত ক্ষেত খামারের খাটুনি সহ্য করবার মত শক্তি ওর আছে কি না।

তাই ফ্র্যাঙ্ক যখন তার আশা আকাঙ্খার কথা মাকে খুলে বললে তখন তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই সেকথা শুনলেন। এ তার ষোল বছর পূর্ণ হবার ঠিক আগের কথা তখন তার স্কুল ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। বাবা এবার তাকে পুরোপুরি ক্ষেতের কাজে

লাগাতে চাইবেন ভাবছেন। তার থেকে অন্যদিকে যেতে চাইলে এই তার সময়।

মাকে সে গোয়াল ঘরে খুঁজে পেলে। মাখন তোলাব যন্ত্র নিয়ে তখন তিনি কাজ করছেন। চার্লি বাবাব সঙ্গে মাঠে গিয়েছে। এই সে প্রথম ধীরে সুস্থে কথাটা পাড়বার সুযোগ পেল।

আমতা আমতা করে ফ্র্যাঙ্ক তার মনের কথাটা বলে ফেল্‌লে। চাষবাস কবাব ইচ্ছে তার নেই। কোনদিনই ছিল না। বাবার সঙ্গে বাড়ীতে বসে সে কাজ করাব চাইতে মবে যাওয়াও ভাল। শহরের কোন দোকানে একটি চাকরী ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কিছু চায় না।

সানুনয়ে মার মুখেব দিকে তাকিয়ে সে কথাটা শেষ করল। তিনি চিন্তিত ভাবে ওব দিকে ফিরে চাইলেন। খুব অবাক হবার মতন কথা বটে, কিন্তু খুব অবাঞ্ছিত কি? তাঁব ত সবদাই মনে হয়েছে যে ছেলেটা তার বাপেব মত জীবন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্ত সমর্থ নয়। এখন ত দেখা যাচ্ছে ও সেভাবে থাকতেও চায় না, তাহলে ওকে জোব করে লাভ কি? যদি একটু অল্প পরিশ্রমে ও নিজেব জীবিকা উপায় করতে পারে তাতে আপত্তি কিসের। দোকানদারী কিছু অসৎ কাজ নয়। তবে ফ্র্যাঙ্কি যদি তাই চায় তাতে বাধাটা কিসের?

ফ্র্যাঙ্ক তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখেব দিকে তাকিয়ে। "বাবা অবশ্য এটা মোটেই পছন্দ করবেন না। কিন্তু তুমি যদি আমার দলে থাক মা, তবে বলে কয়ে তাঁব মত করাতে পার। তুমি যদি কেবল একবারটি আমার হয়ে বল।"

তিনি একটু হাসলেন। ছেলেব পিঠ চাপড়ে বললেন, "আমি তোমার দিকেই ফ্রাঙ্কি। তা নিয়ে ভেবোনা। চাষবাস যখন ভাল

লাগছে না তখন অন্য ধরণের কাজের কথা ভেবে তো খুব ভালই করেছ। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। অ্যালবন অবশ্যি তা স্বীকার করে। কিন্তু বাবার মত তোমার মামাও ত এই কথাটা পছন্দ করবেন না।”

“এ বোধহয় তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউই পছন্দ করবে না।” বিমর্ষভাবে ফ্র্যাঙ্ক বলে উঠল। “কিন্তু আমি যে মা এই কাজই করতে চাই। এছাড়া আর কিছুই চাই না।”

“তা ত দেখতেই পাচ্ছি। আমার যতদূর সাধ্য আমি তা করব। কিন্তু কেবল বাবার মত পেলেই ত সব হবে না ফ্র্যাঙ্ক। দোকানে কাজ পাবে কি করে? শহরের অনেক ছেলেই নিশ্চয় সে কাজ খুঁজছে। তারা গাঁয়ের একটা ছেলেকে নেবে কেন?”

“তাও আমি ভেবে দেখেছি”, ও সাগ্রহে জবাব দিলে। “শহরের ছেলেরা যেটা জানে না এমন কিছু একটা আমি শিখে নিতে চাই। যদি হিসেব লেখার কায়দাটা শিখে নিতে পারি মা, তবে দোকানের মালিক গোড়ায় আমাকেই চাইবে।”

“কিন্তু খাতা লিখতে ত তুমি জাননা।” তিনি বলে ওঠেন। “শিখে নিতে পারি মা। অঙ্কটাই আমার সবচাইতে ভাল আসে। মিস এমাকে জিগেস করে দেখো। ও শিখতে বেশীদিন লাগবে না। ওয়াটারটাউনে একজন লোক হিসেব লেখা শেখায়। প্রাইভেটে। যেমন গান বাজনা শেখান হয় সেইরকম। যদি সেখানে কিছু দিন পড়তে পারি—।

“কিন্তু ফ্র্যাঙ্কি, সে যে অনেক টাকা লাগবে?” আবার এদিকে ক্ষেতের কাজেরও ক্ষতি হবে।

“বেশী দিন লাগবে না।” ও বললে। “স্কুলের মত সময় লাগে না। সে হয়তো আমাকে রাতের খাওয়া দাওয়ার পরও

পড়াতে রাজী হতে পারে। তখন তো কাজকর্ম সারা হয়ে যাবে। সময়ের জন্যে ভাবছি না। কেবল টাকার জন্যেই আমার চিন্তা হচ্ছে।"

"কত পড়বে?"

"প্রতি দফায় পঞ্চাশ সেণ্ট করে। চব্বিশ দফায় কোর্স শেষ। বারো ডলার পড়ছে।"

· বারো ডলার। টাকাটা অনেকের কাছেই কিছু বেশী নয়। কিন্তু দরিদ্র উলওয়ার্থ পরিবারে টাকার অঙ্কটা ভয়ানক রকম বেশী।

ফ্যাণী উলওয়ার্থ অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "ঠিক ওই কটা টাকাই আমি জমিয়ে রেখেছি। 'অসুখবিসুখ বা জরুরী কোন অবস্থার জন্যে। বাবা জানেও না। কিন্তু এখন সে কথা খুলে বলাই ভাল। বলব টাকাটা ভাল কাজেই লাগছে।"

মা'কে ও তুহাতে জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে তাঁর কালো চুলের ওপর হাত বোলাতে থাকে। এখানে ওখানে সবে তুএকটা শাদা চুল দেখা দিয়েছে।

"এজন্যে তোমায় কোনদিন তুঃখ করতে হবে না মা। খুশীর সুরে সে বলে ওঠে। "রোজগার করতে শুরু করলেই এটাকা তোমায় আমি ফেরৎ দেব। আর আমার নিজের দোকানটা হলে সবচেয়ে আগে তোমার পছন্দসই জিনিষ তুমি বেছে নেবে।"

"নিজের দোকান হলে।" এবার তিনি হেসে ওঠেন। "বাপরে এরি মধ্যে এতদূর? এত তাড়াতাড়ি সব আজগুবী ভাবনায় মাথা খারাপ করে ফেলোনা ফ্র্যাঙ্ক।"

"মাথায় আমার খালি একটা কথাই ঘুরছে মা।" গভীর স্বরে সে বলে ওঠে। "সত্যি বলছি সেটা পাগলামি নয়।"

মা তাঁর স্বামীটিকে সমস্ত খুলে বললেন। ধীরভাবে বুঝিয়ে তাঁকে স্বমতে আনলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাঁর মত পাওয়া গেল, তার মধ্যেই ক্র্যাঙ্ক ওয়াটার টাউনের অধ্যাপকটির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। সপ্তাহে চারদিন সন্ধ্যেবেলায় সে গাড়ীটা নিয়ে প্রফেসারের বাড়ী যায়। ছ সপ্তাহ বাদে তার নতুন সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে সে প্রথম চাকরী খুঁজতে বেরোল।

কিন্তু চাকরীর পক্ষে এমন দুঃসময় আর দেখা যায় নি। গৃহ যুদ্ধের পর দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসায়ে মন্দা চলছিল। জিনিষ পত্র দুর্মূল্য, লোকের ঘরে টাকা নেই। দোকানদাররা নতুন লোক নেওয়ার বদলে পুরোনো লোক ছাঁটাই করতে আরম্ভ করেছে। যা কিছু চাকরী আছে তা লড়াই ফেরত লোকদের জন্যেই বাধা। একটা গাঁয়ের ছেলে, যার কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তাকে কে কাজে নেবে।

ইস্কুল ছাড়বার পর চারটে বছর ক্র্যাঙ্কের খুব কষ্টে কাটল। এই রকম একটা অর্থহীন ব্যাপারে মার কষ্টের টাকাগুলো বাজে খরচ হওয়ায় বাবা প্রায়ই আফশোষ করতে থাকেন। এ্যালবন মামাও শোনাতে ছাড়েন না, এমনটা যে হবে তা তিনি আগেই বলেছিলেন। দুই গুরুজনই তাকে বলেন, বোকামি যা হয়ে গিয়ে তা হয়ে গিয়েছে, এখন চাষবাসের কাজেই তার মন স্থির করে লেগে যাওয়া উচিত।

এই দুঃসময়ে ক্ষেত খামারের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত বাবার কাছ থেকে ছুটি পেলেই সে পাড়া প্রতিবেশীর জন্যে কাঠ কাটত বা আগাছা উপড়োত। প্রথম যে ডলারটি এইভাবে উপায় হল সেটি সে মার হাতে তুলে দিলে।

"আমার জন্যে যা তুমি খরচ করেছিলে তার দরুণ।" মাকে

সে বললে। "একটু সময় লাগবে, কিন্তু প্রতিটি পাই পয়সা তোমায় আমি ফেরৎ দেব।"

মিসেস উলওয়ার্থ রূপোর ডলারটি আস্তে আবার ওর হাতেই গুঁজে দিলেন। "তোমার কাছে কিছুই আমার পাওনা নেই ফ্র্যাঙ্কি। টাকাটা তুমিই জমিয়ে রাখ। পরে কাজে লাগবে। হয়ত বা তোমার দোকানের জন্যেই লাগবে।"

হতাশাভাবে ও হাসলে। দোকানের কথাটা তুমি বিশ্বাস করনা, না মা? কেউই তা বিশ্বাস করে না—এক আমি ছাড়া। আর আমিও মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ি। তবে বেশীক্ষণ নয়। বোধ হয় নেপোলিয়নও কখনো কখনো হতাশ হতেন। কিন্তু তাতে থামেন নি। যাকৃগে, টাকাটা রাখবার জন্য একটা পুরোনো মোজা দেবে? এখন যা পাব তাই জমাতে সুরু করব। কিন্তু যখনই তোমার দরকার হবে—"

"আমার দরকার হবেনা বাবা, কিন্তু তোমার লাগবে। নিজের রাস্তা নিজে দেখতে গেলে হাতে কিছু পয়সা থাকা ভাল। তোমার দরকারেই ওটা খরচ কোরো।" সেলাইয়ের চুপ্‌ড়িটা তিনি হাতড়াতে থাকেন। "এই যে এক পাটি লাল মোজা রয়েছে। এতে হবে?"

"চমৎকার হবে। লাল রং আমার খুব ভাল লাগে, হয়ত এটাই আমার পয়া রং।" টাকাটা ও মোজার শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে দিল। গম্ভীর ভাবে বললে, "আমার দোকানের জন্যে। বেশী কিছু নয় কি বল? কিন্তু এই দিয়েই শুরু হোক্। দেখে নিও মা দোকান আমার হবেই।"

কথাটা জোর দিয়ে বললেও আশা তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ওয়াটার্টাউন আর আশপাশের ছোট ছোট শহরে সর্বত্র সে

দোকানে একটা চাকরীর জন্যে চেষ্টা করেছে। একমাত্র গ্রেট বেণ্ডের ছোট জেনারেল স্টোরের মালিক ড্যানিয়েল ম্যাকনীল এর কাছেই সে একটা কাজ পেয়েছিল। মিঃ ম্যাকনীল অবশ্য তাকে কোন মাইনে দেন নি। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে তার হাতখালি থাকলে যে কোন সময়ে দোকানে বসতে দিয়েছিলেন।

সব দোকানের মালিকই যখন অভিজ্ঞ লোক চায় ফ্র্যাঙ্ক মিঃ ম্যাকনীলের কাজই সানন্দে গ্রহণ করলে। দিনের বেলাটা ক্ষেতের কাজে সে ব্যস্ত থাকত কিন্তু সারাটা সন্ধ্যেই সে দোকানে কাটাত। বুড়ো দেখল ছেলেটা মন দিয়ে কাজ কর্ম করে, খুব আগ্রহ আছে, আর চটপট শিখেও নিতে পারে। ম্যাকনীলের দোকানে তার একটা পয়সাও রোজগার হয় নি কিন্তু এই পরিচয়টা তার কাজে লেগেছিল।

১৮৭৩ এর মার্চ মাসের এক বরফ পড়া রাতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ যথা সময়ে দোকানে এল না। ন'টার সময় দোকান বন্ধ হয়। মিঃ ম্যাকনীল দোকানে তালা লাগিয়ে, বরফের ঝড়ের মধ্যে বাড়ীর পথে রওনা হলেন। বাড়ী ঢুকে সবে পোষাকটি ছেড়েছেন এমন সময়, দরজায় ধাক্কা পড়ল।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ। বয়স এখন তার প্রায় একুশ। লম্বা রোগা চেহারা। নীল চোখে সর্বদা একটা উৎকণ্ঠাময় চাহনি। আজ রাতে তাকে উৎকণ্ঠাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধ তাকে নিয়ে গিয়ে জ্বলন্ত কাঠের স্টোভটার পাশে বসালেন। সহানুভূতির সঙ্গে চুপ করে তিনি ফ্র্যাঙ্কের সমস্ত কথা শুনলেন।

সন্ধ্যের সময় অ্যালবন মামা উলওয়ার্থদের বাড়ীতে আসেন। তিনি ফ্র্যাঙ্ককে একটি পাকা চাকরী দিতে চান। তাঁর নিজের খামারে খাওয়া, থাকা আর মাসে ১৮ ডলার মাইনেতে ভাগ্নেকে

নযুক্ত করতে চান। ফ্র্যাঙ্কের বাবার মতে কাজটা তার অবশ্য নেওয়া উচিত। নিজেদের ক্ষেত-খামারের কাজের সাহায্য করবার মত চার্লির এখন হয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক এখন না থাকলেও চলবে।

বাড়ীতে এ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। ফ্র্যাঙ্ক যখন আমতা আমতা করে জানায় যে এখনো সে দোকানে চাকরী পাওয়ার ভরসা রাখে, তখন অ্যালবন মামা ক্ষেপে যান। মামার কাজ নেওয়ার অর্থ চিরকালের জন্যেই ক্ষেত-খামারের কাজে লেগে থাকা। কিন্তু তা ওর ইচ্ছে নয়।

বাবা ধমকালেন, অ্যালবন মামা রাগারাগি করলেন, ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু অটল হয়ে রইল। শেষকালে মা ব্যাপারটার একরকম নিষ্পত্তি করলেন। অনেক বলে কয়ে তিনি অ্যালবন মামাকে আরো হপ্তার জন্যে কাজটা খালি রাখতে রাজী করান। দু'হপ্তার মধ্যে কোন দোকানে চাকরী জোটাতে না পারলে ফ্রাঙ্ককে ম্যাক নায়ারদের ওখানে যেতে হবে।

"অথচ চার বছরের মধ্যে কোন চাকরী পেলাম না," ব্যাকুল হয়ে ফ্র্যাঙ্ক বলে উঠল। "দু হপ্তার মধ্যে জোটাব কি করে? ভীষণ দুর্ভাবনায় আছি মিঃ ম্যাকনীল। কি করি বলুন ত?"

বৃদ্ধ মুখ থেকে পাইপটা নামালেন।

"কথাটা হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক এখন তাহলে কি করা যায়। তোমার মামার প্রস্তাবটা ভালই। না নিলে বেশীর ভাগ লোকই তোমায় মূর্খ বলবে। না না আমাকে বলতে হবে না। ও কাজ আমিও নিতাম না। কেউ কেউ চাষ বাসের কাজ করতে পারে, কেউবা পারে না। যেমন তুমি পার না। এখন একটু ভেবে দেখা দরকার। আচ্ছা তুমিত আগে কর্ণারস্টোরে চাকরীর চেষ্টা করেছিলে না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সামনের কেরাণীটাকে ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই পারি নি," ফ্র্যাঙ্ক বললে। "ভয়ানক নাক উঁচু ওরা। সে কথাও আমাকে শোনাতে ছাড়ে নি।"

"হুঁ। ওদের পাইকারী বিভাগের সঙ্গে আমার কিছু লেনদেন আছে। অগ্সবারীকে তোমার কথা বললে কিছু হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তোমার সম্বন্ধে ভাল করেই বলব। শীগগিরই ওয়াটারটাউনে আমি কিছু মাল পত্তর কিনতে যাব। দেখব একবার অগ্সবারীর সঙ্গে কথা বলে।

"আমার মেয়াদ কিন্তু মাত্র দু'হপ্তা,' ফ্র্যাঙ্ক মনে করিয়ে দিল।

"দু হপ্তার মধ্যেই হবে। যদিও ঠিক করে না এখনি বলতে পারছি না। তোমাকে বলেছি বোধহয় আমার ভাগ্নে যতদিন এখানে রয়েছে ততদিন দোকানে তোমার না এলেও চলবে। কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি এসে খবর নিয়ে যেও।'

প্রথম হপ্তায় প্রতিরাত্রে ফ্র্যাঙ্ক এসে খবর নিয়ে গেল। কিন্তু মিঃ ম্যাকনীল তখনো ওয়াটারটাউনে যান নি। কিন্তু সোমবার দিন সে সুখবর শুনলে। মিঃ ম্যাকনীল ওয়াটার টাউনেগিয়ে ছিলেন এবং অগ্সবারী অ্যাণ্ড মুর থেকে কিছু মালও খরিদ করেছেন। গ্রেট বেণ্ডের একটা চটপটে ভাল ছেলেকে নেবার জন্যে তিনি মিঃ অগ্স্‌বারীকে বলেন। দোকানে কোন কাজ খালি নেই, কিন্তু মিঃ অগ্স্‌বারী তার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছেন।

"ওঁর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলে দেখ," মিঃ ম্যাকনীল বললেন। "যদি তোমাকে পছন্দ হয় ত তোমার একটা ব্যবস্থা ওরা করে দিতে পারে।"

"কালই আমি যাচ্ছি," ফ্র্যাঙ্ক সানন্দে বলে ওঠে। বৃদ্ধের হাতটা সে চেপে ধরলে। "মিঃ ম্যাকনীল, এ আমি কোন দিন ভুলব না।'

সিঁড়ির প্রথম ধাপে

মিঃ ম্যাকনীলেব কাছ .থকে উচ্ছসিত এক প্রশংসা পত্র নিযে তরুণ উলওযার্থ ওযাটাবটাউনেব অগ্‌সবারী অ্যাণ্ড মূবেব দোকানে উপস্থিত হল। একজন কেবাণী তাকে বললে, খুব সর্দ্দি লাগায মিঃ অগ্‌স্‌বারী বাড়ীতেই পড়ে আছেন। এক মিনিট ইতস্ততঃ কবে ফ্র্যাঙ্ক বাড়ীব ঠিকানা চাইল।

একটি ঝি এসে তাকে রান্নাঘবে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক সেখানে সর্বে গোলা গবম জলে পা ডুবিযে বসে আছেন। রাতের পোষাকের ওপর কম্বল জড়ানো অবস্থায মিঃ অগ্‌স্‌বাবীকে তাঁর দোকানের কেবাণীটির মত ভয়ঙ্কব কিছু মনে হলো না। ফ্র্যাঙ্ক সাহস করে এগিযে গিযে মিঃ ম্যাকনীলেব চিঠিটি তাঁর সামনে ধরল।

রোগ আর তার চিকিৎসাব একঘেযেমিতে মিঃ অগ্‌স্‌বারী বিরক্ত হযে পড়েছিলেন। একজনকে পেয়ে খুসী হয়েই স্বাগত জানালেন। চিঠিটি আদ্যোপান্ত পড়া হলে তিনি মুখ তুলে চাইলেন।

"মিঃ ম্যাকনীলেব মতে, তো তোমায না নিলে আমি সারা-

জীবনের মত একটা সুযোগ হারাব। হিসেব রাখতেও জান—তিনি লিখেছেন। তুমি কি ম্যাকনীলের হিসেব রাখতে?"

"না সার। হিসেব তিনি নিজেই রাখতেন। কিন্তু কি করে রাখতে হয় তা জানি। এই ওয়াটারটাউনেরই অধ্যাপকের কাছে পড়েছি।

"হুম্। তাতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হবে না।" মিঃ অগ্‌সবারী বললেন, "আমাদের একজন ভাল লোকই আছে। তোমায় যদি নেওয়া হয় ত সাধারণ কেরাণীর কাজের জন্যেই নেওয়া হবে।"

"বেশ সার", ফ্র্যাঙ্কের চোখমুখ উজ্জল হয়ে ওঠে।" যা বলবেন তাতেই আমি রাজী।"

"হুম্। তা ঠিক ত কিছু করতে পারছি না। তুমি লোক কিরকম হে? নেশা টেশা কর নাকি? সিগারেট খাও? কোন বদ অভ্যাস আছে?"

"মদ আমি খাইনে সার", সলজ্জ ভাবে ফ্র্যাঙ্ক জবাব দিলে। "সিগারেটও খাইনে। প্রতি রবিবার সবাই মিলে আমরা মেথডিস্ট গির্জায় যাই।"

"কিন্তু খারাপ কাজের মধ্যে কি কর?" তিনি ছাড়েন না।

"গ্রেট বেণ্ডে খারাপ কিছু করবার কোন সুযোগ নেই মিঃ অগ্‌স্‌বারী। থাকলেও আমাদের এত কাজ যে সেদিকে মন দেবার সময়ই নেই।" জবাবটা ঠিক হল কিনা সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারলে না, কিন্তু মনে হল মিঃ অগ্‌স্‌বারী যেন খুসী হয়েছেন।

"তোমাদের ওদিকে সবাই খুব খাটতে পারে না? ভাল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না—। তোমাকে বড্ড গাঁইয়া দেখাচ্ছে হে ছোকরা। আমাদের খরিদ্দারের সঙ্গে তুমি খাপ খাবে কি না

তা ঠিক বুঝতে পারছিনা। তবু ম্যাকনীলকে খুসী করবার চেষ্টা করব। তুমি এক কাজ কর। দোকানে গিয়ে আমার অংশীদারের সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে যে নিতে বলেছি, এমন কথা আগে থেকে বলে বোস না যেন। শুধু বলবে যে তোমার সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানাতে। যদি বলেন তোমায় দিয়ে চলবে না। তবে ত চুকেই গেল। তবে যদি তোমায় একবার পরখ করে দেখতে চান, তাহলে ভাল।"

বাড়ী থেকে বেরিয়ে ফ্র্যাঙ্ক সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসল। ব্যাপারটা তো মোটেই খারাপ হয়নি। মিঃ জগ্‌স্‌বারীর ব্যবহার ত খুব ভালই। নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে সে দোকানে গিয়ে মিঃ মূরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে।

এবারের সাক্ষাৎটি বেশ কষ্টদায়ক হল। দোকানের পেছন দিকে একটা উঁচু মাচার ওপর মিঃ মূরের অফিসে গিয়ে সে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। বড় বড় জুল্‌ফি, ঘোড়ার নালের আকারের সোনার পিন দিয়ে আঁটা সাটিনের নেকটাই লাগান, তাঁর চেহারা দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে হয়। মিঃ ম্যাকনীলের চিঠিটা ভুরু কুচকে দেখে নিয়ে তিনি ফ্র্যাঙ্কের ওপর প্রশ্নবাণ ছাড়তে সুরু করলেন।

একটির পর একটি প্রশ্ন আসতে থাকে। সেলস্ চেক কিভাবে তৈরী হয় ফ্র্যাঙ্ক কি তা জানে। মালের হিসেব কি করে রাখতে হয়। গজ মাপে কি করে। পুরোসিল্ক আর সিল্ক-সুতীর তফাৎ তার জানা আছে কি? ফ্ল্যানেলোর সঙ্গে ফ্ল্যানেলেটের? কি? কাপড়ের দোকানের কেরাণীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এই সাধারণ জিনিষটুকুও সে জানে না?

"আমি খাতা লিখতে পারি," হতাশভাবে ফ্র্যাঙ্ক জানায়।

"খাতালেখার লোক আমাদের আছে। কেরাণীও আছে,

আমাদের প্রয়োজন মত। কাপড়ের ব্যবসায় গোড়ার কথাটাই যে জানে না সেরকম গেঁয়ো ছোকরাকে তবে নেব কেন?"

"আমি শিখে নিতে পারি।" ক্র্যাঙ্ক নাছোড়বান্দা। "বেশ তাড়াতাড়িই শিখতে পারি। মিঃ ম্যাকনীলও তাই বলেন। তাঁর হল মুদীখানা, তাই পোষাক আসাক সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু শিখতে পারিনি। কিন্তু কাজ আমি শিখে নিতে পারি মিঃ মুর। খাটতেও আমি কাতর নাই।"

ভদ্রলোক ছেলেটির একাগ্রতা লক্ষ্য করেন। "একি শহরে কিছুদিন থাকবার জন্যে তোমার ছুতো না সত্যি সত্যিই দোকানে কাজ চাও?"

"আমি এইরকম কাজ ছাড়া আর কিছু করতে চাই না মিঃ মুর" ক্র্যাঙ্ক একাগ্রভাবেই বলে ওঠে।" এই কাজই যেন আমি চিরকাল করতে পারি।"

তার কণ্ঠস্বরের আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। মিঃ মুর ম্যাকনীলের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে এক মিনিট ইতস্ততঃ করলেন। খামের ওপর লেখা ছিল, "একদম কাঁচা—কিন্তু উৎসাহ আছে। একবার পরখ করে দেখা যেতে পারে।" মিঃ অগ্‌সবারীর হাতের লেখা। মিঃ অগ্‌সবারী হলেন সিনিয়র পার্টনার।

অবশেষে মিঃ মুর বললেন, "বেশ তোমায় একটা সুযোগ আমি দেব। কিন্তু একেবারে তলা থেকে সুরু করতে হবে। সিঁড়ির একদম শেষ ধাপ থেকে। তোমায় প্যাকিং বাক্স খোলা, জানলা ধোয়া মোছা, কাঠচ্যালা, ষ্টোভ জ্বালিয়ে রাখা, ছাই ফেলা এই সব করতে হবে। আর ঝাঁটপাট ও দিতেই হবে। এই ধরণের কাজ করতে রাজী আছ?"

"হ্যাঁ সার, দোকানের যে কোন কাজ করতে আমি রাজী",

ক্র্যাঙ্ক সানন্দে জবাব দিল। "এ আমার মনের মতই হল। কখন কাজে লাগাব বলুন? আর মাইনেটা কত হবে?"

"মাইনে? তোমায় ব্যবসা শেখাবার জন্যে মাইনে দেব কি? তুমি ত আচ্ছা আহাম্মক হে? তোমারই উচিত আমাদের কিছু দেওয়া। হিসেব লেখা শেখার জন্যে তুমি পয়সা দাওনি? তবে দোকান চালান শিখতেই বা পয়সা দেবে না কেন? কিন্তু তা আমরা চাইছি না। তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেওয়া হচ্ছে না। আর যদি দেখি তুমি কাজের লোক তবে ছ'মাস বাদে তোমায় মাইনে দেওয়া যাবে। কি বল? এই আমার কথা। এখন সুবিধে হয় ত দেখ।"

ক্র্যাঙ্ক কোন মতে তার হতাশা গোপন করে, ধীরে ধীরে বললে "একটু ভেবে দেখতে পারি সাব? বিকেলে আপনাকে পাকা কথা দেব।"

মিঃ মূর নিরাসক্ত ভাবে বললেন, "বেশ" তারপর ডেস্কের দিকে মুখ ফেরালেন।

ক্র্যাঙ্ক তখন চোখে আর কিছু দেখতে পারছে না। টলতে টলতে দোকান থেকে সে বেরিয়ে আসে। আদালতের সিঁড়ির ওপর জমাট বরফের খানিকটা পরিষ্কার করে সেখানটায় সে বসে পড়ে। তারপর পকেট থেকে একটু কাগজ আর একটুকরো পেন্সিল বার করে, হিসেব কষে।

তার "ব্যাঙ্কে" ঠিক ৫০ ডলার জমা হয়েছে—সেই পুরোন লাল মোজাটায়। জমা টাকাটা যতদিন আছে ততদিন সে বিনা মাইনের কাজ করতে পাবে। কিন্তু ৫০ ডলারে কি ছমাস শহরে থাকার খরচ চালান তার পক্ষে সম্ভব? পঞ্চাশকে চব্বিশ সপ্তাহ দিয়ে ভাগ করলে, তারপর ঘাড় নাড়লে। শহরে থাকার খরচ

সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু এর চাইতে বেশী নিশ্চয়ই। না কি এই রকমই হবে? হতেও পারে। তবে খোঁজ করে জেনে নেওয়াই ভাল।

দু ঘণ্টা ধরে ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটারটাউনের অলিগলি সব চষে ফেললে— কোথায় ঘরভাড়া আর খাওয়ার সাইনবোর্ড ঝুলছে দেখবার জন্যে। অনেকগুলোই দেখা গেল। গৃহযুদ্ধের ফলে অনেক বাড়ীর কর্তাই মারা গিয়েছে। নিজেদের বাড়ী আছে এমন অনেক বিধবাই কিছু আয়ের জন্যে ভাড়াটে নিচ্ছে। ঘণ্টা নেড়ে নেড়ে ফ্র্যাঙ্ক অনেক বাড়ীওয়ালীর সঙ্গেই কথা বলে দেখল। ফল প্রতিবারেই আরো হতাশজনক। খাওয়া দাওয়া শুদ্ধ একখানা শোবার ঘরের সবচেয়ে কম ভাড়া হল সপ্তাহে ৩'৫০ ডলার।

শেষ বাড়ীটা থেকে ঘুরে সে দোকানের দিকে চলল। দুরু দুরু বক্ষে মিঃ মুরের অফিসে উঠল। এবারে যদি বিফল হয় ত অ্যালবন মামার খামারবাড়ী ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না। বিফল হলে চলবে না।

"কি হল?" ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্র্যাঙ্ক গলাটা পরিষ্কার করে নিলে। কেঁপে না যায়।

"মিঃ মুর। আমার মাত্র পঞ্চাশ ডলার জমান আছে। এতে আমার তিন মাসের মত শহরে থাকার খরচ চলবে। তিন মাস আমি বিনা মাইনেতে কাজ করতে পারি। অবশ্য আমার কাজ ভাল না হলে এর মধ্যে যে কোন দিনই আপনি ছাড়িয়ে দিতে পারেন।"

. "সে কথা না বললেও চলে," মিঃ মুর বাধা দিলেন। "যদি একবারও দেখা যায় যে তোমার কাজ ঠিক হচ্ছে না তাহলেই ছাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত বটেই। কিন্তু". অনেক চেষ্টা করে সে

জোর করে বলে ফেললে—"যদি আমায় রাখা হয়, তবে তিন মাস বাদে আমায় যেন সপ্তাহে ৩'৫০ ডলার করে দেওয়া হয়। এটা আমার ওয়াটারটাউনে থাকার খরচ মাত্র। আর পরে যদি আমার কাজ দেখে খুশী হন ত আমি আরো কিছু বেশী পাবার আশা করি।"

"ও, আশা কর, বটে।" মিঃ মূর গজ গজ করে উঠলেন। কিন্তু তাঁর তীব্র দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। "চাকরীটা দেখছি তুমি সত্যিই চাও। অনেক শহুরে ছেলেদের চেয়ে বেশী করেই চাও মনে হচ্ছে। ওরা খুশী মত আসে খুশী মত ছেড়ে দেয়। আর পয়সা জমানর অভ্যেসও তোমার আছে দেখছি। সেটা ভালই। বেশ যা চাও তাই হবে। তিন মাস অমনি কাজ করবে, যদি না তার আগেই তোমায় ছাড়ান হয়। তারপর সপ্তাহে ৩'৫০ ডলার।"

"আর তার পরে আমার কাজ ভাল হলে আরো কিছু", ফ্র্যাঙ্ক আর একবার তাঁকে মনে করিয়ে দিল। "ধন্যবাদ মিঃ মূর, আমার যথাসাধ্য আমি করব।"

পরের সোমবার সকালে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ খামার থেকে বিদায় নিলে। ওর বাবা এক গাড়ী আলু নিয়ে ওকে ওয়াটারটাউনে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছেলেটি তার সামান্য জামাকাপড়ের পুঁটুলিটি, যে বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল, সেখানে ফেলেই কর্ণার ষ্টোরে ছুটল।

তখন বেলা একটু বেড়েছে। বিক্রিপত্র বেশী। মিঃ অগস্‌বারী এক মহিলা খরিদ্দারকে গাড়ীতে তুলে দিচ্ছেন তখন ফ্র্যাঙ্ক এসে দরজার গোড়ায় পৌঁছল। গাড়ী ছেড়ে দিলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নতুন কেরাণীটির দিকে ফিরলেন।

"আরে, সেই গেঁয়ো ছোকরা না? কাজ সুরু করছ অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ, মিঃ অগ্স্বারী, আপনার সর্দ্দি সেরে গিয়েছে বোধ হয়।"

"হ্যাঁ ভাল আছি। আচ্ছা হে, তোমাদের ওদিকে কেউ কলার পরে না বুঝি?"

ফ্র্যাঙ্কের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। তার গাঁয়ের পোষাক পরেই সে ছিল, কারণ অন্য কোন পোষাক তার ছিল না।

"না সার" কাঁচুমাচু হয়ে সে জবাব দিলে।

"নেকটাইও পরে না? কিন্তু টাই, কলার না বেঁধে শুধু মাত্র ফ্লানেলের সার্ট পরে খরিদ্দার দেখাশোনা করা চলে না। আহা অত দমে যেও না। পুরুষদের পোষাক যেখানে বিক্রী হয় সেদিকে যাও। গিয়ে বল একটা সাদা সার্ট আর নেকটাই পরিয়ে তোমাকে একটু ফিটফাট করে দিতে। মাইনে পেলে তখন তার থেকে নাহয় কেটে নেব। দৌড়ে যাও, আর আমার পার্টনার কে দেখে ঘাবড়ে যেও না। যত ঘেউ ঘেউ করে, তত কামড়ায় না।"

সেই নিদারুণ প্রথম দিনটাতে একমাত্র মিঃ অগ্স্বারির কাছেই ফ্র্যাঙ্ক যা দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পেয়েছিল। তখন শহরে "ফ্লু"র এপিডেমিক চলছে। তার ফলে বেশীর ভাগ লোকই দোকানে আসতে পারেনি। সুতরাং প্রথম থেকেই ফ্র্যাঙ্ককে বিক্রির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল। যে লোকটা তাকে সার্ট আর টাই বার করে দিলে, সে তার তাচ্ছিল্য গোপনের কোন চেষ্টাই করে নি। ফ্র্যাঙ্ক ঠিক বুঝতে পারলনা যে দশ বছর আগে সে আর চার্লি যার পাল্লায় পড়েছিল, এ সেই লোক কিনা। তবে এর স্বভাবে ঠিক যেন তারই মত নাক সিঁটকোন ভাব আর বন্ধুত্বের অভাব।

সারাটা দিন ক্র্যাঙ্ক খালি হোঁচটই খেলে। সুরুতে সকলেই যা যা ভুল করে থাকে তার কোনটাই সে আর বাকী রাখলে না। জিনিষপত্র কোথায় রাখা হয় সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। দামের টিকিট কি করে দেখতে হয় বা বিক্রির স্লিপ তৈরী করতে হয় কিভাবে তা সে কিছুই জানত না। পোষাকের কাপড়ের বোল খুলে মাপতে গিয়ে—দেখতে যেটা অতি সহজ মনে হয়—সে এমন করে সব জড়িয়ে ফেললে যে মিঃ মূরকে এসে তাকে উদ্ধার করতে হল।

দামের টিকিট নিয়েই তার সবচেয়ে বিপদ হল। মালের ওপর সোজা সংখ্যায় কোন দাম লেখা থাকত না। থাকত কেবল দোকানের একটা গোপন সাঙ্কেতিক সংখ্যা। সেটি মনে রাখতে হত। তখনকার দিনে এটাই ছিল নিয়ম। খরিদ্দার

জিনিষের সঙ্গে আঁটা টিকিট দেখে তার দাম আন্দাজ করতে পারত না। কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করে সেটি জেনে নিতে হত।

দাম খুব বেশী মনে হলে, কেরাণীর কাজ ছিল তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে জিনিষটি বিক্রি করা। কখনো কখনো খরিদ্দার জেদ ধরলে জিনিষের দাম কমাতে হত।

প্রথম দিন কাউন্টারে ফ্র্যাঙ্কের অবস্থা খুবই খারাপ হল। দ্বিতীয় দিন অধিকাংশ কর্মচারী এসে পড়ায় বিক্রির কাজ থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিন তার খুশী হওয়ার আর একটি কারণ ঘটল। মেয়েদের আণ্ডারওয়্যারের বিভাগের কর্ত্রী মিসেস অ্যাডেলিয়া কন্‌সএর সঙ্গে দেখা হল। তার সঙ্গে তার প্রেটিবেগেই আলাপ ছিল। ফ্র্যাঙ্কের মনে পড়ল, সে ছিল সাণ্ডে স্কুলের বয়স্কা ছাত্রীদের একজন। এক মেথডিষ্ট পাদ্রীকে বিয়ে করে সে গ্রাম ছেড়ে যায়। এখন স্বামী মারা যাওয়ায় সে অগ্‌স্‌বারীর দোকানে কাজ নিয়েছে। মিসেস্‌ কন্‌স্‌ ফ্র্যাঙ্কের চেয়ে মাত্র পাঁচ বছরের বড়। কিন্তু তার কাছ থেকে যে মায়ের মত স্নেহ সে পেয়েছিল, তা ফ্র্যাঙ্ক কোন দিন ভোলেনি।

স্নেহের তখন তার বড় প্রয়োজন ছিল। প্রথম দিকের দিনগুলি ছিল বড় কষ্টের। দোকানের কাজ ছিল সকাল সাতটা থেকে রাত নটা অবধি—সপ্তাহে ছ দিন উলওয়ার্থকে দোকান খোলার এক ঘণ্টা আগে হাজির হতে হত। ঝাঁটপাট আর ঝাড় পোঁছের কাজ করতে হত। চুল্লীর ছাই ফেলে আগুন ধরিয়ে, বাতিটাতি পরিষ্কার করে বেশ ভরে রাখতে হত। প্যাকিং বাক্স টেনে টেনে মাল গুদামে নিয়ে গিয়ে সে সব খুলে মালপত্তর সাজিয়ে ঠিকমত রাখতে হত।

কোন কাজে তার আপত্তি ছিল না। সব সে ধৈর্য্য ধরে সুন্দরভাবে করত। হেড ক্লার্কটি প্রথমে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু শেষে তাকেও স্বপক্ষে আসতে হল। সে মিঃ মূরকে বললে

যে নতুন ছেলেটা বিক্রির কাজ ভাল করতে পারে না, কিন্তু ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে আর মালপত্তর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে তার জুড়ি মেলা ভার। দোকানে এত পরিশ্রমী লোকও আর নেই।

তিন মাস পরে ফ্র্যাঙ্ক ৩·৫০ ডলার ভর্তি প্রথম মাইনের খাম পেল। এক বছরের মধ্যে মাইনে বেড়ে ৪·৫০ ডলার হল শেষে ডলার অবধি উঠল।

তার বিক্রি করবার ক্ষমতার জন্যে এই মাইনে বাড়েনি। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ জীবনে কখনো ভাল সেল্সম্যান হতে পারেনি। কোন খরিদ্দারকে কখনো সে কোন জিনিষ জোর করে গছাতে পারেনি। তার ব্যবহার ছিল ভদ্র; খরিদ্দারের দিকে মনোযোগ ছিল আর জিনিষ দেখাতে সে কখনো আপত্তি করত না। কিন্তু তার ধারণা, কি কেনা উচিত তা খরিদ্দার নিজেই স্থির করুক। কত পয়সা খরচ করবে তা খরিদ্দারই চিন্তা করুক। বেশী-দামের কোন জিনিষ তাকে গছানো তার অন্যায় বলে মনে হত।

সে যুগের ব্যবসাদার মহলে এমন কথা কেউ কোনকালে শোনেনি। আর পাঁচজন ব্যবসাদারের মত কত মিঃ মূরও ভাবতেন যদি কেউ কিছু না কিনে চলে যায় ত কেরাণীরই দোষ। মাল বিক্রি করার জন্যেই তাদের রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি আশা করতেন তারা প্রতিবারই কিছুনা কিছু বিক্রি করবে। খরিদ্দারের নিজের হিসেবের চাইতে বেশী টাকার আর বেশী জিনিষ যদি তাকে বিক্রি করা যায় ত কেরাণীটি ভাল সেল্স্ম্যান। তার দোকানেও ঠিক তেমনি লোকই দরকার।

একাজে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের কোন উন্নতি হবার কথা নয়। কিন্তু তার অন্য এমন কয়েকটি গুণ ছিল যার জন্যে ঝানু বুদ্ধিওয়ালা মিঃ মূর তাকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তার একটি হ'ল

দোকানের জানালায় সুন্দরভাবে মালগুলি সাজান। চাকরীর প্রথম বছরের শেষ দিকে আশ্চর্যজনকভাবে এই ক্ষমতাটি তার জানা গেল।

একদিন রাত্রে দোকান বন্ধ হবার পর ফ্র্যাঙ্ককে দক্ষিণের জানলায় সাজান জিনিষগুলি সরিয়ে কাচটা ধুয়ে মুছে রাখতে বলা হল। "তার পর" মিঃ মুর অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন "তুমি ওগুলো আবার সাজিয়েও রাখতে পার।" আর কিছু না বলেই তিনি চলে যান। ফ্র্যাঙ্কও কাজে লেগে যায়।

সমস্ত মাল-পত্তর নিয়ে সে তখন দোকানে একা। জানলাটা পরিষ্কার করে সে নানাভাবে সেগুলোকে সাজাতে লেগে গেল। পোষাকের কাপড়গুলো একটার ওপর একটা থাক দিয়ে রাখার বদলে ও কতকগুলো কাপড়ের পাট খুলে ফলে সেগুলো সুন্দর ভাবে ভাঁজ করে ঝুলিয়ে দিল।

লাল রং তার সবচেয়ে পছন্দ। তাই টকটকে লাল থেকে ফিকে গোলাপী রংএর নানান রকম সিল্ক ও বেছে নিল। এগুলোর সামনে সে মেয়েদের কালো কিড ও বাক্স থেকে খুলে সাজিয়ে দিলে, আর লালকাপড়ের ভাঁজে কিছু সাদা লেসের পাড় দেওয়া রুমাল পিন দিয়ে এঁটে দিল।

ভাল করে দেখবার জন্যে একবার ও রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। জুতো বড় বেশী হয়ে গিয়েছে, আর কেমন সোজা সার সার বসানো হয়েছে। দু জোড়া ছাড়া আর সব জুতো সে সরিয়ে ফেলল তার বদলে কিছু লম্বা সাদা চামড়ার দস্তানা বসিয়ে দিলে। এবার একটু ঝকঝকে দেখাবার জন্যে কিছু লেসের গলাবন্ধ, বড় এক বোতল এসেন্স, কয়েকটা ব্রুচ আর সৌখীন চিরুণী—।

তন্ময় হয়ে ও সাজাতে লেগে যায়। কাজ করতে করতে মনও তার ক্রমে খুসীতে ভরে উঠতে থাকে। এই কাজ করতেই

চার ভাল লাগে। এদিকে আগুণটা গেছে নিবে। সর্বশরীর ঠাণ্ডা হতে জমে আসে। কাউন্টার থেকে মালগুলো আনতে আর রাখতে পিঠে ব্যথা ধরে যায়। কিন্তু ঠাণ্ডা বা বেদনা কোনটাই সে টের পায় না।

শেষে সে দোকানে তালা দিয়ে বাড়ী ফেরে। শহরের বড় ঘড়িটায় দুটো বাজল। কিন্তু শেষবার দেখবার জন্যে একবার ও ফিরে দাঁড়াল। কেবলমাত্র রাস্তার মৃদু আলোতেও জানলাটা তার কাছে নিখুঁতভাবে সাজান বলে মনে হল। কোন শিল্পীও তার নিজ অঙ্কিত ছবিটি দেখে তার চেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

পরদিন সকালে মিঃ মূরের পৌঁছতে একটু বেলা হয়। তিনি দেখলেন একদল মেয়ে দক্ষিণের জানলায় ভীড় করে রয়েছে। তাদের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা কাণে আসায় চলার গতি তাঁর মন্থর হয়ে এলো। উত্তরের জানলায় এক গাদা কম্বল আর টেবল ক্লথ সাজান। সেখানে কোন ভীড় জমেনি। মোড়ের দিকের দুটো জানলাতেও নয়। সেখানে পুরুষদের পোষাক সাজান।

কর্তা আফিসে গিয়ে উলওয়ার্থকে ডেকে পাঠালেন। কাউকে বাহবা দেওয়া মিঃ মূরের স্বভাব বিরুদ্ধ। কোন কিছু না বলেই তিনি ওকে দোকান বন্ধ হবার পর অন্য জানালাগুলোও ধুয়ে মুছে সাজাতে বললেন। গম্ভীরভাবে বললেন "এখন থেকে এগুলোও তোমার কাজ হল।"

জেনী তাকে বোঝে

মিসেস্ কুন্সের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উলওয়ার্থ দোকানের ভেতরটাও সাজাবার ভাব পেলে। শো-কেস আর কাউণ্টারগুলোর চেহারা যে আরো ভাল হয়েছে তা যদি মিঃ মূরের নজরে এসেও থাকে, তা নিয়ে তিনি কিছুই বলেননি। ভদ্রলোক একটু সেকেলে ধরণের ব্যবসাদার। তাঁর ধারণা বেশী মাল বিক্রি করতে পারলেই ভাল দোকান কর্মচারী হওয়া যায়।

কাজেই মালিকের মতে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সেরকম কিছু কাজের লোক নয়। তবে ঘরদোর সাজানর ব্যাপারে বেশ কাজের। সেই জন্যে মিঃ মূর তিন বছর পরে তার মাইনে ৬ ডলার কবে দিয়ে ক্ষান্ত হলেন।

ফ্র্যাঙ্কের চাকরীর তৃতীয় বছরে মিঃ অগ্সবারি তাঁর অংশ পেরী আর, স্মিথকে বেচে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। দোকানের নাম পাল্টে হল মূর অ্যাণ্ড স্মিথ। মিঃ স্মিথ ব্যবসায়ে কিছু টাকাও ঢাললেন। কেরাণীদের মাইনে বাড়বে বলে একটা গুজব উঠল। কয়েক সপ্তাহের উৎকণ্ঠার পর এটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। এই

টাকায় দোকানের পাইকারী বিভাগটি বাড়ান হল। মাইনে সকলের আগের মতই রইল।

এই সময় হেড ক্লার্কটি মিশিগানে এক চাকরি নিয়ে চলে যায়। আর একজন কেরানীকে তার জায়গায় বসান হল। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ অবশ্য হেড ক্লার্ক হবার আশা রাখেনি; কিন্তু তার মনে হল যে তারও কিছু পদোন্নতি হওয়া উচিত।

তখনো সে ঘরঝাঁট দেওয়ার কাজই করছে। তাছাড়া গুদাম ঘরের কাজও তাকে করতে হত। নতুন মাল প্যাকেট খুলে, টিকিট লাগিয়ে গুছিয়ে রাখতে হত যতক্ষণ না সেগুলো দরকার হয়। জানলাগুলো ফিটফাট রাখা আর দোকানের ভেতরটাও সাজাতে হত। এছাড়া অন্য কাজ না থাকলে খদ্দের দেখার কাজ ত ছিলই।

ঝাঁট দেওয়া আর স্টোভ জ্বালানর জন্যে একটা লোক যদি রাখা হয় ত জানালা শো-কেসগুলো ফ্র্যাঙ্ক আরো ভালভাবে দেখতে পারে। এত বড় দোকানে এ ত সারাদিনের কাজ। শুধু যদি একবার এসব কাজের জন্য তাকে পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় ত দোকানের যে যথেষ্ট উপকার হবেই এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

কথাটা মিঃ মূরের কাছে পাড়তেই তিনি অধৈর্যভাবে সেটা নাকচ করে দিলেন। জিনিষটা বিক্রি করাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী কাজ—আসল কাজ। আর সে কাজে ফ্র্যাঙ্কের ক্ষমতা কিছু বাহাদুরী নেবার মত নয়। জানলায় মালপত্তর ভাল করে সাজাতে পারলেই যদি তার মাথা ঘুরে গিয়ে থাকে ত মিঃ মূরের সেরকম লোকের দরকার নেই। দোকানের উন্নতির জন্যে একটু যদি তার দুশ্চিন্তা, তাহলে বরং কাউন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে

মালপত্রের তাকগুলো খালি করতে আরো বেশী চেষ্টা করলে পারে।

ফ্র্যাঙ্কের গর্বে আঘাত লাগল। তার সাজাবার ক্ষমতাটা তার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল। মিঃ মূর কাজের গুরুত্বটা বুঝতে পারেন না কেন। বুঝতে পারে এমন যে আর একটী মাত্র মানুষ আছে, তার কাছে সে তার দুঃখের কথাটা খুলে বললে।

ক্যানাডিয়ান মেয়ে জেনী ক্রাইটন ওয়াটারটাউনে তার আত্মীয়ের কাছে থাকত। সে পোসাক তৈরী করত। দোকানে জিনিষপত্র কিনতে আসার সময় ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারও নানারকম কাপড় আর রং নিয়ে নাড়াচাড়া করার সখ ছিল। মিঃ মূর না বুঝতে পারলেও সে ঠিকই বুঝত যে শিল্পীর চোখ না থাকলে ফ্র্যাঙ্কের মত সাজাতে কেউ পারে না। জেনীর রং আর নক্সার চোখ ছিল চমৎকার। সেলাইয়ের কাজও ছিল তার ভারী সুন্দর। আর এক শিল্পীকে দেখে সে এক নজরেই চিনতে পারলে।

ফ্র্যাঙ্কের শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান সামান্যই ছিল কিন্তু সুন্দর জিনিষ সে চিনত আর তাকে সম্মান করত। সৌন্দর্য্য রয়েছে—বলিষ্ঠ, ঢেউ খেলানো রেখায় ভাঁজ করা লাল সিল্কে, আর সুন্দরের জীবন্ত উদাহরণ জেনীর শান্ত মুখে, তা' কোমল নীল চোখে আর নরম মাথার চুলে।

সে বোঝে আর কারো কাছে যা বলা যায় না, একে সেকথা বলা যায়। এমন কি তার স্নেহময়ী বুদ্ধিমতী মাকেও না। "যদি কোন দিন আমার নিজের একটা দোকান হয়" সে তার সেই পুরনো স্বপ্নের কথা ওকে বলে। সকলেই সে কথা শুনে হেসেছে। বিদ্রূপের বা করুণার, যে রকমই হোক, হেসেছে ঠিকই। জেনী ক্রাইটন কিন্তু হাসেনি। "তোমার যখন নিজের দোকান হবে" বলে

গম্ভীর ভাবে সে তাকে শুধবে দিয়েছে। ওকে বুঝতে পাবে আব ওর স্বপ্নে বিশ্বাস করে, অবশেষে এমন একজনকে পেয়ে আনন্দে আত্মহাবা হয়ে পড়ে ফ্র্যাঙ্ক।

মিঃ মূরেব বিদ্রূপাত্মক কথাগুলো ও বললে। জেনী সব সহানুভূতিব সঙ্গে শুনল।

"তোমার আব এখানে থাকা উচিত নয়।" উত্তেজিতভাবে ও বলে উঠল। "ও যদি তোমার কদব না বোঝে ত অন্য কেউ নিশ্চয় বুঝবে। তুমি অন্য কোন যায়গায় চেষ্টা কবছ না কেন ফ্র্যাঙ্ক?"

"তাই ভাবছি। বুশনেলেব দোকানে একটা কাজ খালি আছে। ভাবছি ওখানেই একবাব চেষ্টা কেবে দেখব।"

"বুশনেল? ওঃ ফ্র্যাঙ্ক ও একটা বিকট দোকান। সমস্ত মালপত্তব ওখানে এক সঙ্গে জড়ো করে বেখে দেয়। দবকাবেব সময় কোনটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন দিন আমি ওব দবজা মাড়াই না। আব জানলাগুলো একেবারে যা তা হয়ে থাকে। কোন দিন ধোযাও হয় না। ধুলো ভবা আজে বাজে জিনিষে সব ভর্ত্তি—ওঃ হো।" ও হেসে উঠল, "বুঝতে পেবেছি। সেই জন্যেই তুমি বুশনেলে ঢোকবার চেষ্টা কবছ, না? এইবকম অগোছাল বলেই?"

"মনের কথাটা ঠিক ধরে ফেলেছ" ও বলে। "তুমি ছাড়া আব কেউই ধরতে পাবত না। বুশনেলের জিনিপত্তবগুলো দেখলেই আমার হাত সুড সুড কবতে থাকে। জানলাটা যদি হাতে পাই। আচ্ছা ওখানে কাজেব চেষ্টা কবা কি খুব বোকামি হবে?"

"আমার ত মনে হয় খুব বুদ্ধিমানেব কাজ হবে। মূবের দোকানে যতদূব হওয়া সম্ভব ততদূর হয়েছে। আব দেখ ফ্র্যাঙ্ক

এখানে কিন্তু লজ্জা কোরো না। যা তুমি পাও তার চেয়ে তোমার দাম অনেক বেশী। গোড়ায় বেশী মাইনে চেয়ো।”

ওর ভরসায় উৎসাহিত হয়ে ফ্র্যাঙ্ক মিঃ বুশ্‌নেলের সঙ্গে দেখা করলে। বুক ঠুকে সপ্তাহে ১০ ডলার চেয়ে বসল। বুড়ো যখন “বেশ তাই হবে। মাসের পয়লা থেকে কাজ সুরু কর” বললে তখন তার নিজের কানকেই বিশ্বাস হলো না।

অনেক আশা নিয়ে নতুন চাকরীতে ঢোকা হল বটে কিন্তু শেষে এটি অতি তিক্ত হতাশায় পরিণত হল। মিঃ বুশনেলের স্বভাব তিক্ত আর সন্দেহ বাতিগ্রস্ত। সকলকেই চোর মনে করেন। টাকা রাখার দেরাজটার ওপর নজর অতি তীক্ষ্ণ আর হরদম কর্মচারীদের সাবধান করে দেন যে দোকান থেকে নিজের ব্যবহারের জন্য একটি পিনও কেউ নিতে পাবে না। তাঁর সবচেয়ে ভয় হল, যদি দোকান ভেঙ্গে চুরি হয়। গুদাম ঘরের ছোকরা হ্যারি মুডিকে সে ঘরেই ঘুমতে হয়। ফ্র্যাঙ্কের জন্যে সেখানে আর একটা চৌকির ব্যবস্থা হল। তাদের একটা মরচে ধরা পিস্তল দিয়ে বলা হল রাত্রে যে কোন লোককে ঢুকতে দেখলেই যেন গুলি চালান হয়।

তার দোকান সাজানর প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া হল। উলওয়ার্থকে খালি মাল বিক্রি, স্টোভ আর বাতির তদারক আর চোর এলে পাহারা দিতে হবে। আর কিছু করতে হবে না। আর যদি ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে তার পরামর্শের দরকার হয় ত মিঃ বুশ্‌নেল তখন তা চেয়ে নেবেন।

“তোমায় গেঁথেছে,” হ্যারি মুডি ফ্র্যাঙ্ককে সোজাসুজি বললে। “সপ্তাহে দশ ডলারের লোভ দেখিয়েছে শুধু মূরের ওখান থেকে ভাঙিয়ে আনার জন্যে। ওর ধারণা ওদের খদ্দের কিছু তুমি ভাঙিয়ে আনতে পারবে। তবে পার আর নাই পার শীগগিরই দেখো ও

তোমার মাইনে কাটতে সুরু করবে। শেষে দেখবে মূরের ওখান থেকেও কম মাইনে হয়ে গিয়েছে। দেখে নিও, এবার যে কোন দিনই কমান সুরু হয়ে যাবে।”

তা ঘটল কয়েক সপ্তাহ বাদেই। মিঃ বুশ্‌নেল ফ্র্যাঙ্ককে একদিন ধমকে বললেন তার মাইনে মাফিক মাল সে বিক্রি কবতে পারছে না। এখন থেকে তার মাইনে হবে আট ডলার।

“গ্রীষ্ম নাগাদ ৬ ডলারে দাড়াবে,” হ্যারি ভবিষ্যদ্বাণী করে। “ওই ভাবেই কমায়, একটু একটু করে। ওঃ ব্যাটা ভীষণ কিপ্টে। আগেই বলা উচিত ছিল। আমি ত যেদিন পারব সবে পড়ব। আর তোমার যদি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে ত তোমারও আর থাকা উচিত নয়।”

ফ্র্যাঙ্ককে থাকতে হল, কারণ তার কোন উপায় ছিল না; দশ ডলার মাইনের ভরসায় সে জেনী ক্রাইটনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে ফেলেছে। বাগ্‌দত্ত লোক হিসেবে অন্য একটি চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এ চাকরী সে ছাড়তে পারে না। সংসার পাতার মত প্রয়োজনীয় টাকা জমা না হওয়া পর্যন্ত জেনী অপেক্ষা করতে রাজী আছে। এখন তো মনে হচ্ছে—সে বেচারীকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম, হতাশা আর মাটির নিচের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে গুদামে ঘুমনোর ফলে ১৮৭৫এর শীতকালে ফ্র্যাঙ্কের প্রথম কঠিন অসুখ দেখা দিল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হ্যারি দেখে যে তার সঙ্গীটি প্রলাপ বকতে সুরু করেছে।

ফ্র্যাঙ্কের মা ওয়াটারটাউনে ছুটে এলেন। এসে ফ্র্যাঙ্ককে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। কয়েক সপ্তাহ সে সাংঘাতিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে রইল। মিসেস উলওয়ার্থ আগে ভেবেছিলেন

ক্ষেতের কাজ তাঁর ছেলের পক্ষে কষ্টকর হবে। এখন তাঁর মত সম্পূর্ণ বদলে গেল। দোকানের কাজেই ছেলেটার শরীর নষ্ট হয়েছে। সেরে উঠতেই তাব মার ঠিক করলেন ফ্র্যাঙ্কিকে ও কাজ ছেড়ে আবার ক্ষেত খামার হাত লাগাতে হবে।

জেনী প্রায়ই তাকে দেখতে আসত। সেও আগে খামারে কাজ করেছে। ফ্র্যাঙ্কের মতই তারও সে কাজে অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু গাঁয়ের জল হাওয়া আর খাওয়াদাওয়ার ফ্র্যাঙ্কের শরীর সেরে যাওয়ায় সে আর মিসেস উলওয়ার্থের প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে না।

সারা তল্লাট ঘুরে ঘুরে এঁরা দুজন খবর পেলেন যে চার একর জায়গা নিয়ে একটা মুরগী প্রতিপালনের খামার বিক্রি হবে। বড় খামারের সব রকম কাজের চেয়ে মুরগী পোষার খাটুনি অনেক কম। ওদের দুজনের নতুন সংসার পাতবার জন্যে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভাল মনে হল।

মার কথা জেনীও মেনে নিলে। ফ্র্যাঙ্ক অসুখের পর এত দুর্বল আর হতাশ হয়ে পড়েছিল, যে দুজনকে সে ভালবাসত তাদের বিরুদ্ধে তর্ক করিবার ক্ষমতাও তখন আর তার ছিল না। অনিচ্ছা সত্বেও সে তার মনের বাসনা পরিত্যাগ করে মুর্গী পোষার কাজ করতে রাজী হল।

১৮৭৬ এর ১১ই জুন উলওয়ার্থের বাড়ীতেই ওদের বিয়ে হল। ওদের দুজনের জমান টাকায় খামারের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হল। মুরগী দিলেন ফ্র্যাঙ্কের বাবা।

এ ব্যবসা যতদিন চালালে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হত ততদিন অবশ্য চলেও নি, কিন্তু একে তাই বলে মোটেই সফল বলা চলে না। এই কাজ করার ফলে মুরগীর প্রতি ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের

এমনই বিতৃষ্ণা এসে যায় যে ভবিষ্যতে খাবার টেবিলে আর কোনদিন সে মুরগী আনতে দেয় নি।

চারমাস পরে মিঃ মুরের এক চিঠিতে তার উদ্ধারের সংবাদ এল। ফ্র্যাঙ্কের পুরনো মনিবটি কাঠখোট্টা হলেও তাঁর বিচার বুদ্ধি ছিল। চিঠি তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাঠখোট্টাভাবেই স্বীকার করলেন যে ফ্র্যাঙ্কের অভাবে দোকানের সাজসজ্জার বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে। খরিদ্দাররা দোকানঘর সুসজ্জিত দেখতে চায়। অন্য কোন কর্মচারীর ফ্র্যাঙ্কের মত সাজাবার ক্ষমতা নেই। সে যদি ফিরে আসে ত পুরনো চাকরি তার জন্যে খালি রয়েছে। মাইনে সপ্তাহে ১০ ডলার আর ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ তাকে করতে হবে না।

চিঠিটা পেয়ে ফ্র্যাঙ্ক উৎসাহে লাফিয়ে উঠল। বরাবর ও যা চেয়ে এসেছে শেষকালে মিঃ মুর তা মেনে নিলেন। ওর কাজটার তাহলে সত্যি গুরুত্ব আছে। এখন সময় দিতে পারলে তার অনেক পরিত্যক্ত পরিকল্পনাকে সে রূপ দিতে পারবে। চমৎকার। জেনীকে না জানাতে পারলে স্বস্তি হচ্ছে না। কিছুক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থাকতে হল কারণ জেনী কিছু ডিম নিয়ে মার কাছে গিয়েছে। অপেক্ষা করতে করতে এদিকে তার উত্তেজনা কমে এল। মুরগীগুলো। মুরগীর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। এই মুরগীর খামার কাজে নামবার আগে যদি মিঃ মুর একথা জানতেন। এখন কি করে সে কাজ আবার নেবে?

জেনী ফিরতেই চিঠিটা ও দেখায়। বিষণ্ণভাবে বলে "বড় দেরীতে চিঠিটা এল।"

চিঠিটা সে পড়লে। চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "দেরী—মোটেই দেরী হয়নি ফ্র্যাঙ্ক! মিঃ মুরের চাকরীই তুমি

নেবে। কেন, উনি ত ঘরদোর পরিষ্কারের কাজ থেকে তোমায় রেহাই দিচ্ছেন আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিচ্ছেন। এতদিন ধরে তাইত চেয়েছ? আর দশ ডলার! তোমারই ত জিৎ ক্র্যাঙ্ক! যা আমরা আগেই জানতাম, এতদিন পরে উনি তা বুঝতে পেরেছেন। নিশ্চয়ই এ কাজ তুমি নেবে।

"কিন্তু, মুরগীগুলো?" ও আপত্তি তোলে।

"সে জন্যে ভাবতে হবে না। যতদিন না এসব বেচতে পারি ততদিন আমিই এখানে থেকে মুরগী দেখাশোনা করব। তুমি দোকানে যাও। ওই তোমার যায়গা।"

অতএব সেই ব্যবস্থাই হল। ক্র্যাঙ্ক ওয়াটারটাউনে আগে যে যায়গায় থাকত সেখানে গিয়ে উঠল। সপ্তাহের শেষে স্ত্রীকে সে দেখতে আসত। প্রায় এক বছর জেনী এই খামার দেখাশোনা করলে, শেষে এক প্রতিবেশী ওটা ভাড়া নিতে চাইলে আর মুরগীগুলোর বদলে একটা সেলাইয়ের কল দিলে। নিজের একটা সেলাইয়ের কল হওয়ায় শহরে জেনীর কিছু উপরি রোজগারের সম্ভাবনা হল। ব্যাপারটা ও একবার শাশুড়ীর সঙ্গে আলোচনা করতেই তিনি তখনি সব চুকিয়ে ফেলে ওকে ওর স্বামীর কাছে যেতে বললেন।

"ফ্র্যাঙ্কি কোন দিনই স্বেচ্ছায় ক্ষেত খামারের কাজ করবে না," মা বললেন। "ওকে জোর করা আমারই অন্যায় হয়েছে। মুরগীগুলো ও দুচক্ষে দেখতে পারত না। তোমারও তা বিশেষ ভাল লাগে না বাছা। এ ব্যাপারে তোমরা আমার কথা না শুনলেই ভাল করতে।"

জেনী বললে, "না মা তুমিত ভাল মনে করেই বলেছিলে। আর আমিও ত তখন তাই ভেবেছিলাম। তবুও আমি মনে মনে

জানতাম দোকান ছেড়ে ফ্র্যাঙ্কের মোটেই ভাল লাগবে না। ওটাই তার একমাত্র চিন্তা।”

“জানি জানি,” দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা বলেন। “ওই ওর মরণ। ওকে বদলাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আর যেন কখনো তা করা না হয় জেনী। কখনো না।”

“কখনো না,” জেনী বললে।

দুজনেই তাঁদের প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। মা, এই সংগ্রাম বা তার পুরস্কার কোনটাই দেখে যেতে পারেন নি। নব দম্পতি ওয়াটারটাউনে তাদের ছোট কুটিরটিতে গুছিয়ে বসবার কয়েক মাস পরেই জরুরী খবর পেয়ে তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে ছুটে আসে। অনবরত পরিশ্রমের ফলে শরীর ভেঙে পড়ায় সাতচল্লিশ বছর বয়সেই ফ্যানী ম্যাকব্রায়ার উলওয়ার্থ মারা যান। ১৮৭৮ এর বসন্তে তাঁর প্রথম নাতনী হেলেনার জন্মও তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

মিসেস উলওয়ার্থের মৃত্যুর ফলে বাড়ীর খামারে নানা পরিবর্তন ঘটল। মা মারা যাওয়ার পর ছোট ছেলে চার্লি কিছুতেই আর সেখানে থাকতে রাজী হল না। দাদার মত সেও ক্ষেত খামারের কাজ দুচক্ষে দেখতে পারত না। দাদার মত সেও শহরে গিয়ে তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে। খামারটা বেচে দেওয়াই তার কাছে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হল। বাবা, ফ্র্যাঙ্ক আর জেনীর সঙ্গে থাকলেই পারেন। বাবা রেগেমেগে সেরকম কিছু করতে একেবারেই রাজী হলেন না। ছেলেদের ভাল না লাগলেও এই তাঁর ভাল লাগে। এই তাঁর বাড়ী আর এখানেই তিনি থাকবেন।

সব কথা ধীরে সুস্থে শুনে ফ্র্যাঙ্ক একটা উপায় বার করলে। চার্লিকে মূরের দোকানে একটা চাকরী জুটিয়ে দেওয়া যাবে বলে তার মনে হল। বাড়ীঘর সামলান আর বাবাকে দেখা শোনা

করার মত কাজের কোন মেয়ে যদি পাওয়া যায় ত দেখতে হবে। তার জন্যে আর চার্লির বদলে একটা ঠিকে লোকের জন্যে দুজনেই নিজেদের মাইনে থেকে কিছু কিছু পাঠান স্থির করলে।

এ ব্যবস্থায় ফল খুব ভালই হল। মিঃ উলওয়ার্থ অবশেষে ঘর সংসার দেখাব সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেন এবং দীর্ঘকাল—সেই খামার বাড়ীতেই বাস করেন। শেষ জীবনে তিনি শহরের বাড়ীতে ছেলেদের দেখতে আসতেন বটে তবে বেশী দিন থাকতেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেননি যে উলওয়ার্থ বংশের ছেলেদের কিকরে শহরে বাস করতে ভাল লাগে।

চার্লি উলওয়ার্থ মূরের দোকানে কাজ সুরু করে এবং কাজে খুব সুনাম হয়। ভাইয়ের মত তার সাজানোর সূক্ষ্ম রুচি না থাকলেও সেল্‌স্‌ম্যান হিসেবে সে আরো ভাল ছিল। মিঃ মূর উলওয়ার্থ ভাইদের কাজে এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে ব্যবসায় দুঃসময়ে কোন কোন লোককে ছাড়িয়ে দিলেও তাদের তিনি ছাড়ান নি।

"যে কোন জিনিষ—পাঁচ সেণ্ট"

১৮৭৮ এর গ্রীষ্মকালে ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। কিছুদিন বেশ ভাল যাবার পর এমন মন্দা পড়ল যে ব্যবসা ভীষণ খারাপ হতে লাগল। দেশের অন্যান্য ব্যবসাদারদের মত ওয়াটারটাউনের ব্যবসাদাররাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিক্রি পত্র ক্রমাগত কমতে দেখে মিঃ মুর এমন চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে শেষে এক ভ্রাম্যমান সেলসম্যানের পরামর্শ শুনতে হল।

লোকটি তাঁকে বলে যে কোন কোন শহরে দোকানদাররা খরিদ্দার টানবার জন্যে নতুন এক কায়দা করেছে। পাঁচ সেণ্ট দামের জিনিষ দিয়ে সস্তামালের একটি টেবিল সাজিয়ে রাখে। লাভ অবশ্য এতে বিশেষ কিছু হয় না, কিন্তু লোকে দোকানে আসতে থাকে। দোকানে একবার ঢুকলে কর্মচারীরা তখন তাদের বেশী দামের জিনিষ কেনবার জন্যে চেষ্টা করতে পারে।

পরিকল্পনাটা মিঃ মুরের তেমন পছন্দ হল না। তিনি দামী জিনিষের কারবার করেন বলে সবদাই একটু অহঙ্কার বোধ করতেন। কিন্তু কিছু একটা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিউ ইয়র্কে

গ্রীষ্মের বাজার করতে যাবার সময় তিনি একশো ডলারের মত পাঁচসেন্ট দামের মালের অর্ডার দিয়ে এলেন। মাল এসে পৌঁছলে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ওপর সেগুলোর ভার দেওয়া হল।

"এ মাল আমি তোমার জিম্মায় দিলাম," তিনি বললেন। "তুমি এসব একটা আলাদা টেবিলে সাজাও। আমাদের নিয়মিত খরিদ্দার যারা তারা অবশ্য এসব বিশেষ পছন্দ করবে না। সুতরাং জিনিষগুলো খুব বেশী চোখে পড়ে এমন ভাবে সাজিও না। এক যদি গাঁয়ের লোকেরা সস্তায় কিছু কিনতে চায় ত সেজন্যে আসবে।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিঃ মুর বললেন, "কোন দিন চিন্তাও করিনি যে এসব সস্তা মালের কারবার আমাদের করতে হবে।"

ফ্র্যাঙ্ক মনে মনে হাসল। "সস্তা মালের কারবারের ওপর মিঃ মুরের অপরিসীম অবজ্ঞা। নিজের দোকানে তা দেখতে তাঁর খুব খারাপ লাগছে। ফ্র্যাঙ্কের কাছে এটা সুবুদ্ধির কাজ মনে হয় না। অল্প পয়সাওয়ালা অনেক লোক যদি অল্পদামের মাল কেনে, ত বেশী দামের অল্প খরিদ্দারের চেয়ে সেটা কম কিসের?

সে আর চার্লি যে দিন মাত্র পাঁচপেনী হাতে করে এই দোকানেই ঢুকেছিল সেদিন তারা ছিল সস্তামালের খদ্দের। তখন সে বলেছিল কিন্তু খরিদ্দার হল খরিদ্দার। এখন সেই কথাই তার মনে হল। মিঃ মুর যখন তার হাতেই এটা ছেড়ে দিয়েছেন তখন এই পাঁচ সেন্টের কাউন্টার, একটা গোটা দোকান চালাবার মত কায়দাতেই চালিয়ে দেখিয়ে দেবে। জেলার মেলার সময় এক সপ্তাহের জন্যে এই সস্তার মাল বিক্রির ব্যবস্থা হল। বিক্রির আগের দিন, সারা রাত ধরে ফ্র্যাঙ্ক আর চার্লি দুজনে মিলে টেবিল সাজালে।

মাঝখান দিয়ে দুটো লম্বা টেবিল জোড়া দিয়ে বসান হল।

ঝকঝকে লাল কাপড় নিয়ে ওপরটা ঢেকে চার পাশে মালার মতন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এই ঢাকার ওপর ফ্র্যাঙ্ক, জিনিসগুলো একটু ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে রাখলে যাতে প্রত্যেকটা জিনিষ ভালো ভাবে দেখা যায়। নিব, পেন্সিল, সেফটিপিন, বোতাম-হুক, কলারের বোতাম, ধোয়ার জন্য টিনের পাত্র আর মগ, লেখার প্যাড আর কিছু লাল রংএর তোয়ালে।

এ ধরণের জিনিষ সুন্দর করে সাজান শক্ত। সিল্ক, লেস, এই সব জিনিষ সাজাতেই সে অভ্যস্ত; এগুলো এমনিতেই সুন্দর। কিন্তু নিত্য ব্যবহারের এই জিনিষগুলিকে কোনমতেই সুন্দর বলা চলে না। সে কিন্তু যথাসাধ্য করলে আর সাজানো শেষ হলে দেখতে তার খুব কিছু খারাপ লাগল না। একটা কার্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলে, "যে কোন জিনিষ—পাঁচ সেন্ট।"

পরদিন সকালে দোকান খোলবার সময় ফ্র্যাঙ্ক কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কিছুই করবার নেই। কয়েক জন ভদ্র মহিলা দোকানে ঢুকলেন, নিত্য যেখানে জিনিষপত্র কেনেন সেখান থেকেই কিনলেন আর সস্তা মালের টেবিলের দিকে একটু কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু মিঃ মূর যেমন বলেছিলেন সেই রকম ভাবে তাঁরা কিছু না কিনেই বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে মেলায় আগত চাষী আর তাদের পরিবারবর্গে স্কোয়ার তখন ভর্তি হয়ে উঠেছে। ফ্র্যাঙ্ক খালি ভাবতে লাগল, যদি মিঃ মূর একবারটি জানলায় একটা বিজ্ঞপ্তি দিতে অনুমতি দিতেন। কি করে যে এই চাষীরা এর খবরটুকু জানতে পারবে সে তা ধারণায় আনতে পারলে না।

খবরটা তারা পেল বেলা বাড়বার পর। ক্যালিকো পরা

একটি মেয়ে এসে টিনের পাত্রের দাম জানতে চাইলে, "পাঁচ সেণ্ট ম্যাডাম" ফ্র্যাঙ্ক মিষ্টি করে বললে। "এ টেবিলের সব জিনিষেরই তাই দাম। সব পাচ সেণ্ট, ভালো করে দেখে যা ইচ্ছে আপনার বেছে নিন। সব কিছু পাঁচ সেণ্ট করে।"

তার পাঁচ সেণ্টের জিনিসের বৌনি করার এমন ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে গোটা দোকান চালাবার মতন করে এই কাউণ্টার সে চালাবে। তার মত হল খরিদ্দারকেই জিনিস পছন্দ করতে দেওয়া। কাজে কাজেই সে আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি টেবিলের এ কোন থেকে ও কোণ পর্যন্ত ঘুরে দেখল। একটি একটি করে জিনিস তুলে দেখে আর নামিয়ে রাখে। শেষে তার পুরণো ব্যাগটা বার করে সযত্নে পয়সাগুলি গুণলে। তারপর আবার ফ্র্যাঙ্কের কাছে ফিরে এল। "টিনের পাত্তরটা নেব আর ব্যাটের জন্যে এই পেনসিল আর প্যাডটাও। আর এই দুটো।" কাজ করা রুক্ষ হাতে সে লাল টকটকে সুতোর ন্যাপকিনগুলোর ওপর হাত বোলায়।

ফ্র্যাঙ্ক তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে জিনিসগুলো মুড়ে দিল। খুব ভাল করে প্যাক করলে না। দোকানে ফেরবার সময় যাতে একটু লাল কাপড় আর চকচকে টিনটা দেখা যায়।

এর কোন দরকার ছিল না। পরের ঘটনা ঘটনাটুকু সে দরজা দিয়েই দেখতে পেল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই মেয়েটি কাগজটা খুলতে আরম্ভ করলে।

আর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "পাঁচ সেণ্ট—মাত্তর পাঁচ সেণ্ট। গোটা একটা টেবিল ভর্তি জিনিষ রয়েছে ওখানে। কোনটাই পাঁচসেণ্টের বেশী নয়—বিশ্বাস কর।"

দেখতে দেখতে খবর ছড়িয়ে পড়ল। দুপুরের আগের যে ভীড় হল, মূর অ্যাণ্ড স্মিথের দোকানে তেমন ভীড় কোনদিন কেউ দেখেনি। আর সকলের নজর ওই সস্তার কাউন্টারের ওপর। এসব দেখে মিঃ মর হতাশ হলেন। বন্ধ হবার সময় মাল পত্তর সব শেষ হয়ে গেল। উলওয়ার্থকে ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়নে পাঠান হল নতুন মাল আনবার জন্যে তার করতে। ভোরের ট্রেণে যে মাল এল তা সে খালাস করতে ছুটল। পরের দিন খরিদ্দারের ভীড় আরো বেশী হয়। সে জন্যে সে আগে থেকেই কাউন্টার সাজিয়ে রাখলে।

মেলার সপ্তাহে মূর অ্যাণ্ড স্মিথের পাঁচ সেণ্টের কাউন্টারই প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথম দিনের পর বিক্রী শুধু গাঁয়ের লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ওয়াটারটাউনের জনকয়েক ভদ্রমহিলাকেও সস্তার জিনিষের জন্যে চাসীবৌদের সঙ্গে ভীড় করতে দেখা গেল। এই পরিস্থিতি দেখে মিঃ মূরের বিরক্তি আর

চাপা রইল না। এই নতুন খরিদ্দাররা সস্তায় মাল পেয়ে আর কিছুই কিনলে না। এদিকে ওই সস্তার কাউন্টারটা তাঁর নিত্যকার ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর। জজ সাহেবের গিন্নীকে পঁচিশ সেন্টের সেফটিপিন আর বেচা যাবে না—তা সেগুলো এর চেয়ে অনেক ভাল হলেও না। একই রকম দেখতে জিনিষ যদি পাঁচ সেন্টে পাওয়া যায় তাহলে কি আর তিনি ওসব কিনবেন?

তবু সপ্তাহের শেষে টাকা পয়সা মিলোতে বসে মিঃ মুরকে স্বীকার করতেই হল যে, এই সস্তার কাউন্টারে লাভ বেশ একটু হয়েছে। কিন্তু উলওয়ার্থ যখন তাকে অনুরোধ করলে যে এটা স্থায়ীভাবে রাখা হোক তখন তিনি মাথা নাড়লেন।

"ওসব আমি ভালবাসিনা ফ্র্যাঙ্ক।" তিনি গুম্‌রে উঠেন। "এ আমার আদপেই পছন্দ নয়। দোকানের কোন ইজ্জৎ থাকেনা। লাভ হয় অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের মত দোকানে ওসব চলে না।"

"আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন স্যার" ফ্র্যাঙ্ক সায় দিলে। "আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম—জানিনা কথাটা পাগলামি মনে হবে কি না। কিন্তু আমি গোটা একটা পাঁচ সেন্টের জিনিষের দোকানের কথা ভাবছিলাম। গোটা একটা দোকান যেখানে কোন জিনিষের দামই পাঁচসেন্টের বেশী নয়। আমার পয়সা থাকলে এই রকম একটা দোকান আমি করতাম।"

"পাঁচসেন্টের দোকান?" ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের তীক্ষ্ণ চক্ষু আরো তীক্ষ্ণ হয়ে এলো। সামনের লাভের অঙ্কটার দিকে একবার চাইলেন। মাত্র একটা পাঁচসেন্টের কাউন্টারের লাভের অঙ্ক।

"বুদ্ধিটা ভালই ফ্র্যাঙ্ক" ধীরে ধীরে তিনি বললেন। "পাগলামির

মতই শোনায় বটে। কিন্তু, কি জানি। তোমার নিজের কোন পয়সা নেই না?"

"না মিঃ মুর। তাই ও কথা ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু এটা চলবে ঠিক। হ্যাঁ নিশ্চয়ই চলবে।"

"কোথায় আরম্ভ করতে চাও? এখানে এই ওয়াটার টাউনে?"

"না, ঠিক তা নয়। একটু বড় শহর দেখে করা উচিত। যেখানে বেশ কারখানা-টারখানা আছে, এই রকম আর কি। মিলের কারিগর, যাদের একটু সস্তার জিনিষের দরকার। দোকানটা সস্তার হবে সুতরাং যত সস্তার খদ্দের পাওয়া যায় ততই ভাল।"

"ঠিক"। মিঃ মুর একটা কাগজ টেনে নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। "শুরুতে তোমার অন্ততঃ শ তিনেক ডলার লাগবে, তোমার মামা ম্যাকব্রায়ারের ত অনেক পয়সা? তোমায় কিছু ধার দেবেন?"

ফ্র্যাঙ্ক মাথা নাড়ল। "না তিনি দেবেন না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তবে একবার বলে দেখতে পারি। আচ্ছা মিঃ মুর কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেছেন ত? এ কি সত্যি সম্ভব হতে পারে? আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সে ত আমাকে খুব উৎসাহ দেয়। কিন্তু ও সব তারাই উৎসাহ দিয়ে থাকে—জানেন ত স্ত্রীদের স্বভাব? কিন্তু আপনি ত তা নন। আপনি হলেন ব্যবসাদার। আপনার ঠিক কি মনে হয় বলুন ত?"

"সত্যি কথা বলতে কি; আমি ঠিক জানিনা। আমি সব সময়েই দামী জিনিষের কারবার করেছি। বড়লোক, যারা দামের কোন পরোয়া করে না, তাদের কাছে জিনিষ বিক্রি করেছি। কিন্তু আজকাল আর তেমন লোক বেশী দেখা যায় না।" দুঃখের সঙ্গে তিনি মাথা নাড়লেন। "সস্তার খদ্দেরের জন্যে সস্তা মালের

দোকান—হয়ত এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে তাই দরকার। তোমার পাঁচ সেণ্টের দোকান খুব ভাল চলতে পারে ফ্র্যাঙ্ক। আবার নাও চলতে পারে। ব্যাপারটা জুয়ো খেলার মত, কি হবে তা ঠিক করে বলা সম্ভব নয়।”

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এ আলোচনা শেষ করলেন। “তবে তুমি একবার তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার ফ্র্যাঙ্ক। কোন ক্ষতি ত নেই।”

ফ্র্যাঙ্ক আনন্দে অধীর হয়ে বাড়ী ফেরে। গাড়ীওয়ালা খরিদ্দার ছাড়া অন্য কোন খরিদ্দারের ব্যাপারে মিঃ মূরের কোন উৎসাহই নেই। কিন্তু তিনি ঝানু ব্যবসাদার। গাড়ী যাদের নেই তাদেরও যে জিনিষ কেনা দরকার সেটুকু তিনি জানেন। পাঁচসেণ্টের দোকানের প্রস্তাবটা তাঁর মনে ধরেছে। এইটুকু উৎসাহ লাভই ফ্র্যাঙ্কের পক্ষে যথেষ্ট।

অ্যালবন মামার কাছে টাকার কথাটা পাড়তে আর সে কালক্ষেপ করলে না, তবে সে যা ভেবেছিল—কোন দোকানে টাকা খাটানর প্রস্তাব তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বিশেষ করে যে ধরণের দোকানের কথা কেউ কোন কালে শোনেওনি। ফ্র্যাঙ্ক যদি ক্ষেত খামার কিনতে চায় ত আলাদা কথা। এসব পাগলামির জন্যে তিনি তিন শ ডলার জলে ফেলতে রাজী নন।

এক হপ্তা বাদে ফ্র্যাঙ্ক আর একবার তার মালিকের সঙ্গে দেখা করলে। মামার ব্যাপারে বিফলতার কথা জানিয়ে সে একটু সাহস করেই মিঃ মূরের কাছে ধারে মালপত্র চেয়ে বসল।

সে সরাসরি বলে ফেললে, “মাল পত্তর যোগাড় করাটাই আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা। আপনার পাইকারী বিভাগ থেকে ধারে মাল পেলে আমি এগোতে পারি। ঘরদোর সাজান আর

বাড়ী ভাড়ার জন্যে কিছু টাকা আমার আছে—মানে খরচ যদি খুব বেশী না হয়। আর দোকান যতদিন না চালু হয়, জেনী ততদিন সেলাই করেই তার আর বাচ্চাটার খরচ চালাতে পারবে। কিন্তু মাল পত্তর কেনবার জন্যে তিনশ ডলার তো মাথা খুঁড়লেও কোথাও জোগাড় করতে পারব না। এ ব্যাপারে আমায় যদি একটু সাহায্য করতে পাবেন—"

ভদ্রলোকের রুক্ষ মুখের উপর একটা অনভ্যস্ত হাসির রেখা দেখা গেল।

"ও কথা আমি গোড়া থেকেই ভেবে এসেছি", গম্ভীরভাবে তিনি বললেন। "তবুও মনে হয়েছিল আগে একবার ম্যাকব্রাবারকে বাজিয়ে দেখা ভাল। বেশ, একটা দোকানঘর খুঁজে আগে সব সাজাও। তিনশ ডলারের মত মাল এখন জোগাড়ের চেষ্টা করা যাবে।"

"উলওয়ার্থস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন"

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের বয়স এখন সাতাশ। বিয়ে হয়েছে। একটি বাচ্চা মেয়েও হয়েছে। লেখাপড়া তার অষ্টম শ্রেণী অবধি। আর জন্মস্থানের বাইরে কোথাও সে কখনো যায় নি। সব চেয়ে বেশী মাইনে সে যা পেয়েছে তা হল হপ্তায় দশ ডলার। কাপড়-চোপড়ের দোকানে তার কাজের অভিজ্ঞতা ছ' বছরের। ২৫ ডলার নগদ টাকা আর অন্তরে এক পরিকল্পনা নিয়ে সে তার শৈশবের স্বপ্নকে রূপ দিতে চলল—তার নিজের দোকানের স্বপ্ন।

এর জন্যে সে নিউ ইয়র্কের উটিকা শহর বেছে নিলে। এখানে কলকারখানা আছে আর জায়গাটা ওয়াটারটাউনের প্রায় পাঁচ গুণ বড়। এখানে সুতির পোষাক আর বোনা গেঞ্জী ইত্যাদি তৈরী হয়। মিলের মজুরি খুব কম, সুতরাং প্রতিটি পয়সা লোকদের হিসেব করে খরচ করতে হয়। পাঁচ সেন্টের দোকানের জন্যে ফ্র্যাঙ্কের উটিকাকেই সব চেয়ে উপযুক্ত মনে হল।

১৮৭৯র জানুয়ারীর শেষ দিকে সে শহরে পৌঁছল। ব্যাগটা স্টেশনে রেখে সুবিধেমত ভাড়ায় একটা খালিঘর পাওয়া যায় কিনা দেখতে বেরোল।

খুঁজতে গিয়ে তাকে হতাশ হতে হল, বড় রাস্তার ওপরে ভাড়া অসম্ভব বেশী। সারাদিন সে বরফ কাদা ভেঙ্গে ঘুরে বেড়ালে। বাড়ীভাড়ার অঙ্ক শোনে আর বেরিয়ে পড়ে অন্য একটা জায়গা দেখতে। দোকানের জায়গাটা ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলে যে সে লোভ তাকে ছাড়তে হবে।

শেষে একটা খালিঘর পাওয়া গেল। আগে সেটায় এক মুচীর দোকান ছিল। বড় ছোট ঘর, মাত্র তের ফিট চওড়া কুড়ি ফিট লম্বা, বড় রাস্তার পাশের একটা গলির মধ্যে ঘরটা। আশে পাশে অন্য কোন দোকান নেই। তবে শহরের অন্যতম প্রধান রাস্তা জেনেসী থেকে মাত্র একটা ব্লক ছাড়িয়ে।

জায়গাটা তার মনোমত হল না, কিন্তু ও ভাবলে এতেই চালিয়ে নেওয়া যাবে। ভাড়া খুব বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ ডলার। আর সুবিধে এই যে দোকান চালু হওয়া অবধি বাড়ীওয়ালা প্রথম মাসের ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী।

সুখবর নিয়ে উলওয়ার্থ ওয়াটারটাউনে ছুটল। দোকান ঘর পাওয়া গিয়েছে। এখন মিঃ মুর মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই হয়।

দুজনে মিলে অনেকক্ষণ ধরে মাল বাছাই করা হল, পাঁচ সেন্টের খরিদ্দারদের মধ্যে বেশীর ভাগই হল মেয়ে। ফ্র্যাঙ্ক সেটা নজর করেছিল। সে চেষ্টা করলে ঘর গৃহস্থালীর জিনিষ, যা কিছু বাড়ীর গিন্নীদের প্রয়োজনীয় তাই রাখতে। প্রথমেই নিলে বাসনকোসন, চামুনী, স্টোভের ঢাকা খোলবার যন্ত্র, রুটিকাটা ছুরি ইত্যাদি। আর সেই লাল ন্যাপকিন। সেগুলো খুব ভাল বিক্রি হয়েছিল। তারপর বাচ্চাদের জন্যে কিছু রাখা উচিত। প্যাড, পেনসিল, কালির বোতল এইসব।

খেলনা সে নিলেনা। প্রথম ফর্দে কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় সব জিনিষ নেওয়া হল। গরীবরাও যে ক্ষমতায় কুলোলে ছোট-খাট সৌখীন জিনিষ কিনতে পারে সেটা ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের মাথায় আসেনি, পরে অবশ্য এটা আবিষ্কার করে তার খুব সুবিধেই হয়েছিল।

যতদিন না দোকানে লাভ হয় ততদিন উটিকায় পরিবার নিয়ে যাওয়া চলবে না। জেনী পোষাক তৈরী করে তার আর বাচ্চাটার খরচ চালাবার মত আয় করছিল। ফ্র্যাঙ্ক তাকে ওয়াটার টাউনে রেখে উটিকায় গিয়ে নিজের জন্যে একটা সস্তার বোর্ডিং হাউস খুঁজলে। তারপর ঘটা করে দোকান খোলার ব্যবস্থা শুরু করলে।

প্রথমে সমস্ত ঘরদোর সাবান সোডা দিয়ে পরিষ্কার করা হল। নতুন করে একবার চুণকাম করার ফলে জায়গাটা বেশ উজ্জ্বল আর একটু বড় দেখাতে লাগল। নতুন পাইন কাঠের তক্তা এনে ছুতোর দিয়ে কাউন্টার তৈরী করালে। সেগুলো ঢাকা দেওয়ার জন্যে পাঁচ গজ লাল ক্যাম্ব্রিক কিনলে। এটা একটু বেশী খরচ হল। তবে লাল রং তার সৌভাগ্যসূচক। আর সেই সৌভাগ্যের ওপর সে এখন একান্ত নির্ভরশীল।

হ্যাণ্ডবিল ছাপান ছিল তখন ভীষণ ব্যয় সাপেক্ষ; কিন্তু নতুন দোকানের খবর সারা শহরে তাকে ছড়াবার ব্যবস্থা করতে হবেই। আসে পাশের বাড়ীবাড়ী বিলি করবার জন্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে পয়সা দিয়ে লাগিয়ে দিলে। তিন ডলার খরচ করে এক রং মিস্ত্রীকে দিয়ে দোকানের সামনে লিখিয়ে নিলে, “দি গ্রেট ফাইভ সেণ্ট স্টোর”। একফুট লম্বা অক্ষর। কারো নজর এড়াবে না।

ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে এক শনিবার সন্ধ্যায় দোকান খোলবার দিন ধার্য হল। শনিবার রাতেই মিল মজুররা কেনা-কাটা সারে, কারণ সপ্তাহের মাইনে তারা সেদিনই পায়। একটু দূরে জেনেসীব দিকে তারা ছোটে। নিস্তব্ধ ছোট্ট ব্লিকার স্ট্রিটের দিকে বেশী লোক এলো না। কিন্তু প্রথম রাতেই ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের লাভ হল ৯ ডলার। মাত্র দু ঘণ্টার পক্ষে মন্দ নয়। সোমবাব দিনটা পুরো পাওয়া যাবে। আর সোমবারেই সব ব্যাপার বোঝা যাবে।

সোমবাবের বিক্রি খুব ভাল হল। প্রায় পঞ্চাশ ডলারের মত জিনিষ সেদিন বিক্রি হল। ফ্র্যাঙ্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন লোকই রেখে ফেল্লে আব ব্যাঙ্কে একটা একাউন্ট খুললে। এত ভাল ব্যবসা হওযায় সে মিঃ মুরকে একটা চেক পাঠিযে দিযে আব এক দফা মাল পাঠাবার অর্ডার দিলে। সত্যিই মনে হল যে গ্রেট ফাইভ সেন্ট স্টাব সাফল্য লাভ কবেছে।

কযেক সপ্তাহ ধরে এইবকমই চলল। তারপব একটু একটু কবে বিক্রি কমতে সুরু করলে। গোড়ায যারা এসেছিল তাবা আর কেউ আসে না, তার নতুন খবিদ্দাবেব সংখ্যাও কমতে কমতে প্রায় শেষ হযে এল।

মে মাসেব শেষেব দিকে এক রাত্রে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ দোকান বন্ধ করাব পর হিসেবের খাতা নিয়ে বসল। নিজের কাছে সত্যি কথাটা এখন স্বীকার করাই ভাল। এত ভাল সুরু হওয়া সত্ত্বেও দোকান তার ফেল পড়েছে।

কেন? কেন? পরিকল্পনাটা ভালই এ সম্বন্ধে তার এখনো কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কোথাও তার নিশ্চয় ভুল হযেছে। কোনখানে? কেমন করে? সেটাই দেখতে হবে।

দোকানের অবস্থাটা অবশ্য খারাপ। সেটা সে জানত। কিন্তু আসল গলদ হয়েছে মাল নিয়ে। পাঁচ সেন্টে বেচবার মত রকমারী জিনিষ বিশেষ কিছু নেই। আর যাও বা আছে, সেগুলো এমন ভালো কিছু নয়। তা এই দামে এর চেয়ে ভালই বা কি হতে পারে? উলওয়ার্থ নিজেও জানত যে সব টিনের জিনিষগুলো কাগজের মত পাতলা আর প্যাডের কাগজগুলো অতি বাজে খস খসে।

সস্তার খদ্দেরের জন্যে খেলো জিনিষ। মিঃ মূর বলেছিলেন, আর সেও তা মেনে নিয়েছিল। পাঁচ সেন্টের দোকানের জন্যে এই ছিল তার আদর্শ। কিন্তু যদি সেটা ভুল হয়ে থাকে? সস্তার খদ্দেরের জন্যে ভালো জিনিষ? সেইটাই ভাল অনেক ভাল। কিন্তু তা কি দেওয়া সম্ভব? আর কি করেই বা সম্ভব?

একটি মাত্র উপায় আছে। পাঁচ সেন্টে দর বেধে দিলে চলবে না। কিম্বা—হ্যাঁ, নয়ই বা কেন। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। পাঁচ সেন্টের দোকান নয়, পাঁচ আর দশ সেন্টের দোকান। দশ সেন্টে স খরিদ্দারকে আরো শক্ত দেবে ধোয়ার পাত্র দিতে পারে. আর স্টোভের ঢাকনা পাশাটাও অত সহজে দুমড়ে যাবে না। দশ সেন্টে আরো অনেক রকমের জিনিষ নওয়া যেতে পারে, পাঁচ সন্টে যা সম্ভব হয় নি। পাঁচ আর দশ সেন্টের দোকান। হ্যাঁ এই হচ্ছে উপায়।

চতুর্দিক দিয়ে পরিকল্পনাটা সে বিচার করলে। না কোন ভুল নেই। এই একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে সে ধ্রুব নিশ্চিত। এখন কিভাবে একে কার্যকরী করা যায়। দশ সেন্টের মাল কি এখানেই পাঠাতে বলবে? না একটা নতুন শহরে শুরু করবে।

নতুন শহরই তার পছন্দ হল। একটা বড় গোছের দোকান ঘর চাই। উটিকায় বড় ঘরের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া সে উটিকা আর তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে বড় হতাশ হয়েছে। এখানে তার বড় আশা ভঙ্গ হয়েছে। এ শহর ছেড়ে নতুন জায়গায় নতুন করে শুরু করাই ভাল।

তার বোর্ডিং হাউসের আরেক বাসিন্দার কথা মনে হ'ল। ছেলেটি পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যাঙ্কাস্টার থেকে এসেছে। তার মতে উটিকার চেয়ে ও জায়গাটা ব্যবসার পক্ষে অনেক ভাল। কাপড়ের কল ছাড়া ওখানে লোহার কারখানা, স্টক ইয়ার্ড আর একটা ঘড়ির কারখানা আছে। আর যে সব চাষীরা ওখানে কেনা-কাটার জন্যে আসে, তাদের অবস্থা নিউ ইয়র্কের চাষীদের চেয়ে অনেক ভাল। পেনসিলভ্যানিয়ার ডাচেরা হিসেবী, আর পয়সার উপযুক্ত জিনিস না পেলে খুসী হবে না। তাদের বাজে মাল পাচার করা চলবে না।

সে ত আরো ভাল--ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ভাবলে। বাজে মাল বিক্রি করার পালা তার শেষ হয়েছে। সব কিছু এবার ভাল জিনিষ হবে। যে গুলো পাঁচসেন্টে বেচলে লাভ থাকবে না তার জন্যে দশ সেন্ট নেবে। যে দামেই হোক তাকে জিনিষগুলো ভাল দিতে হবে।

"সস্তার খদ্দেরের জন্যে ভাল জিনিস", হ্যাঁ কিন্তু দাঁড়াও "সস্তার খদ্দের" কথাটায় কেমন যেন একটা তাচ্ছিল্যের সুর আছে না? তার মনে পড়ল কর্ণার স্টোরের সেই লোকটার তাচ্ছিল্যের সুরে কথা। সে আর চার্লি তার ঘায়ে কেমন কুঁকড়ে গিয়েছিল। পয়সা খরচ করতে যারা আসছে, ব্যবসাদার তাদের তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখবে কেন? খরিদ্দার হল খরিদ্দার। সস্তার খদ্দের বলে কোন

কথা নেই। আছে শুধু খরিদ্দার। আর তাদের নিয়েই দোকানদারের ব্যবসা। না, ও কথাটা সে আর ব্যবহার করবে না।

মন হাল্কা করে সে শুতে গেল। পরদিন, কেরাণীর জিম্মায় দোকান রেখে সে ল্যাঙ্কাস্টারের ট্রেন ধরলে। প্রায় একদিনের পথ।

শনিবার সন্ধ্যায় এসে সে পৌঁছল। তখন পুরোদমে কেনা বেচা চলছে। দোকান লোকে ভর্ত্তি। ফুট পাথের লোকেদের চেহারা দেখে মনে হল এরা খায়দায় ভাল। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। পরিষ্কার আলো দিয়ে সাজান রাস্তা আর সুসজ্জিত দোকানের চেহারা দেখে তার ভারি আনন্দ হল। এই যায়গাটাই যেন সে এতদিন ধরে খুঁজছিল।

পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়ার এক হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন সে ঘর খুঁজতে বেরোল। ঘর পেতে বেশী কষ্ট করতে হল না। যায়গাটা বেশ ভাল। মোড়ের মাথায় ১৭০ নর্থ কুইন ষ্ট্রীটে। ভাড়াও উটিকার চাইতে বেশী নয়। বায়নার টাকা জমা দিয়ে সে প্রথম ট্রেনেই ফিরে এল। উটিকায় শুধু মালের হিসেব নেবার জন্যে নামলে। তারপর সোজা চলল ওয়াটারটাউনের বাড়ীতে। সে না পৌঁছোন পর্যন্ত মিঃ মূর বা জেনী কেউই তার নতুন পরিকল্পনার খবর পায়নি।

মিঃ মূরকে বোঝান খুব শক্ত হল। উটিকায় দোকান ফেল পড়েছে। যে সব মাল বিক্রি হয়নি, এখনো ক্র্যাঙ্কের কাছে তার দাম বাকী। এখন আবার আরো দূরে পেনসিলভ্যানিয়ায় নতুন দোকান খোলবার জন্যে ক্র্যাঙ্ক ধারে জিনিষ চাইছে। উটিকায় যখন এইরকম অবস্থা হয়েছে তখন ওখানে যে সফল হবে তার প্রমাণ কি?

ফ্র্যাঙ্ক ধীরভাবে তার যুক্তি দিলে। উটিকার ব্যাপারে তার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তার থেকে সে অনেক শিখেছে। আবার সে সেই একই ভুল করবে না। দশ সেণ্টের মাল বেচবার এই নতুন ব্যবস্থায় তার ফেল পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

সে এত স্থির নিশ্চয় যে শেষে তার মনিবকে সে বুঝিয়ে ছাড়ল। মিঃ মূর আরো তিনশ ডলারের জিনিষের ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন।

"কিন্তু জেনে রেখ, এই শেষ," তিনি সাবধান করলেন। "তুমি খুব পরিশ্রমী, আর তোমায় আমি পছন্দ করি। যে কোন সময়ে তুমি তোমার পুরণো কাজে যোগ দিতে পার। কিন্তু তোমার পরিকল্পনায় এই আমি শেষ বারের মত পয়সা খরচ করছি।"

"আর কখনো আপনার কাছে চাইব না," ফ্র্যাঙ্ক কথা দিলে। "এবার যদি সফল না হই ত এ আমি ছেড়ে দেব। কিন্তু ব্যর্থ আমি হব না।"

জেনীকে বোঝাবার কোন দরকারই ছিল না। ফ্র্যাঙ্কের ওপর ওর একান্ত নির্ভরতা তার কাছে গভীর সান্ত্বনা আর আনন্দের বিষয়।

"নিশ্চয় তুমি সফল হবে ফ্র্যাঙ্ক," ও বলে, "তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে একটা কথা।" ওর স্নিগ্ধ নীল চোখ তার চোখের ওপর রাখলে। "এবার আমি তোমার সঙ্গে যাব। অনেক দিন আলাদা থাকতে হয়েছে। কতদিন সেই মুরগীর খামারে কেটেছে। আর এই কমাস—আমি কিরকম যে একা ছিলাম। আর হেলেনা! তুমি ঢোকবার সময় ও তোমায় চিনতেই পারেনি। সংসার এক জায়গাতেই রাখা উচিত। আমাদের ল্যাঙ্কাস্টারে নিয়ে যাবে না?"

"তুমি যদি আস জেনী," একটু ইতস্তত করে ও বলে, "বেশ কষ্ট হবে কিন্তু। খুব কম ভাড়ার ঘরে থাকতে হবে। কিন্তু আমারও

বড় একা একা মনে হয়েছে। আমার যা জুটবে তাই দিয়ে যদি তুমি চালাতে পার—"

"ওতেই চলবে" ও খুশী হয়ে বলে ওঠে। "এক সঙ্গে যদি থাকতে পাই ত আর কিছু আমি চাই না।"

"বাঁচালে," ফ্র্যাঙ্ক ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। "আমায় বিয়ে করে অবধি অনেক কষ্ট তোমায় সইতে হয়েছে জেনী। কখনো কোন অভিযোগ তুমি করনি। তবে দুঃখের দিন শেষ হয়ে এলো। আমি জানি আমার মন বলছে ঠিক। ল্যাঙ্কাস্টারেই ভাগ্য পরিবর্তন হবে। অ্যালবন মামার কথায় আমি এতদিন তোমায় বিশেষ ভরণ-পোষণ করতে পারিনি। কিন্তু তোমার যা পাওয়া উচিত তা এবার আমি তোমায় দেব জেনী। যখন—যখন—।"

"যখন তোমার নিজের একটা দোকান হবে?" একটু ঠাট্টা-চ্ছলে ও মৃদু হাসলে। তাইত এতদিন বলে এসেছ। কিন্তু এখন ত আর তা বলতে পারবে না, পারবে? এখন ত তোমার নিজেরই দোকান হল। আমি উটিকার কথা বলছি না। আমি এখন, মানে ল্যাঙ্কাস্টারের কথাই বলছি। আমাদের যাতে বরাত ফিরবে।"

"কি নাম দেবে ফ্র্যাঙ্ক?"

"এটার?" সে গম্ভীর ভাবে বললে "এর নাম হবে, উল্‌ওয়ার্থস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন সেণ্ট স্টোর। তুমি হয়ত ঠাট্টা করছ জেনী। কিন্তু আমি করছি না। এবার আমাদের বরাত ফিরবেই।"

নতুন পথের যাত্রী

পৃথিবীর প্রথম যে পাঁচ আর দশ সেন্টের দোকানটি সফল হয় সেটি খোলার তারিখ হল ২১শে জুন ১৮৭৯। কয়েক সপ্তাহ বাদে উজ্জ্বল এক রবিবার বিকেলে তার মালিক গাড়ী করে রেল স্টেশনে তার ভাইকে আনতে গেল।

"এই যে এই দিকে," সে পথ দেখাল। "এই দিকে, আমার সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ী রয়েছে। চার্লি উলওয়ার্থ শিষ দিয়ে উঠল, "তোর নিজের গাড়ী? এঁ্যা! ভোল ফিরে গেল যে দাদা।"

"আস্তাবলের ভাড়া গাড়ী," উঠতে উঠতে ফ্র্যাঙ্ক বললে। "তবে শীগগীরই একটা কিনব ভাবছি। দোকানটা বাড়ী থেকে বেশ দূর। তাহলে একটু সকাল সকাল কাজে যাওয়ার সুবিধে হয়।"

"বাড়ীও করেছিস্?" চার্লি অবাক হয়ে গেল। "এরি মধ্যে নিশ্চয় বাড়ী কিনিস্ নি?"

"এখনো হয়নি। ভাড়া বাড়ীতেই আছি। এই গেল সপ্তাহে

এ বাড়ীতে উঠেছি। তবে যদি সুবিধে হয় ত বাড়ীটা কিনতেও পারি। খুঁজে পেতে আর একটু বড় বাড়ীই দেখা যাবে।"

কিছুই যেন হয়নি এইরকম ভাবে ফ্র্যাঙ্ক কথা বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু গর্বের ভাবটা একেবারে চাপা রইল না, "দোকানটা আগে একবার দেখাতাম চার্লি। কিন্তু জেনী বললে তোকে নিয়ে সোজা বাড়ী যেতে, যাতে এক সঙ্গে রাতের খাওয়াটা হয়। যাকগে, খাওয়ার পর দোকানে গেলেই হবে।"

"নিশ্চয়ই যাব, চার্লি বলে ওঠে।" তোর চিঠি আমি মিঃ মূরকে দেখালাম। উনি বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। প্রথম দিনেই একশ ত্রিশ ডলার—আর সব পাঁচ আর দশ সেন্ট কুড়িয়ে। ফ্র্যাঙ্ক, বাড়িয়ে বলিস্ নি ত?"

"একটুও না। তারপরে আরো হয়েছে। গেল শনিবার দু'শ ডলার হয়েছে, কি রকম মনে হচ্ছে?" তারপর গম্ভীরভাবে বললে, আমি বলে দিচ্ছি চার্লি এবার ঠিক পথ ধরেছি। ওই দশ সেন্ট বলেই এটা হয়েছে।"

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি!" চার্লি বলে উঠল, "এত ম্যাজিকের মত ব্যাপার।"

"তাড়াতাড়ি। হবে হয়ত, কিন্তু সহজে নয় চার্লি। জীবনে আমি কখনো এত খাটিনি। আর এত হিসেব কষতেও কখনো হয়নি। খরচ এখন একটু টেনে করছি। জানিস্, প্যাকিংএর জন্যে পুরণো খবরের কাগজ কিনে পাউণ্ডে প্রায় ছ সেন্ট করে সাশ্রয় হয়। আর লোক নেওয়ার ব্যাপারেও কিছু কিছু শিখেছি।"

"তুই লিখেছিলি যে অল্প বয়সের মেয়েদের কাউন্টারে কাজের জন্যে নিচ্ছিস। বোধ হয় সস্তা হয়।"

ফ্র্যাঙ্ক মাথা নেড়ে সায় দিলে, "আমার এই দোকানের জন্যে

খুব অভিজ্ঞ পুরুষ কর্মচারীর দরকার হয় না। ভালো, সৎস্বভাবের মেয়ে, যারা কখনো একাজ করে নি, তাদের দিয়েই চলে যায়,—আর মাইনে প্রায় অর্দ্ধেক লাগে। তাও তারা বাড়ীর কাজ করে যা পায়, এ তার চেয়ে অনেক বেশী আর এ কাজ তাদের ভালও লাগে। আমার প্রয়োজনীয় লোকের চেয়ে বেশী দরখাস্ত পাচ্ছি। এই যে, এসে গেছি। ওই ছাখ্ হেলেনা জানলা দিয়ে দেখছে।"

জেনী সস্নেহে তার দেওরকে স্বাগত জানালে।

"খাবার দেওয়া হয়েছে। আর শোন, খাবার সময় দোকানের কথা বলা চলবে না। আমি ওয়াটারটাউনের সমস্ত খবর চাই ওখানে নতুন কি হ'ল না হ'ল তাও। আর হেলেনা তার কাকাকে দেখিয়ে দেবে, ও কেমন একা একা খেতে পারে। তারপরে প্রাণ ভরে তোমরা ব্যবসার কথা বলতে পার।"

"ভাবছিলাম চার্লিকে দোকানটা একবার দেখাব," টেবিলে বসে ফ্র্যাঙ্ক বললে। "মানে একটু একা থাকতে তোমার যদি আপত্তি না থাকে জেনী।"

"আমার যদি আপত্তি না থাকে।" বিদ্রূপের সুরে ও জবাব দেয়। "জান চার্লি, বেশীর ভাগ দিনই সন্ধ্যেটা আমার একাই কাটে। ও যায়গাটা ছেড়ে আসতে ফ্র্যাঙ্কের ভারী কষ্ট হয়। বুঝলে। হেলেনার জন্মের পর, ও আমায় বলত যে বাচ্চাটা ছাড়া আর কোন কথাই না কি আমার মনে থাকে না। এখন এই দোকানটা হয়েছে ওর সন্তান, তাই অন্য কোন চিন্তা আর ওর মাথায় ঢোকে না।

ফ্র্যাঙ্ক ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। "নেহাৎ মিথ্যে বলনি। তবে এই বাচ্চার দৌলতেই বুড়ো বয়সে গরীবখানায় যাওয়া থেকে উদ্ধার পাবে। আর একটু রোষ্ট দিই চার্লি?"

খাওয়া শেষ হতেই ফ্র্যাঙ্ক চার্লিকে নিয়ে বেরোল। গাড়ীটা বাইরে দাঁড় করানো রয়েছে। "আস্তাবল অবধি গিয়ে এটাকে ছেড়ে দেব," ফ্র্যাঙ্ক বললে। "দুপা গেলেই দোকানটা। আজ রাত্তিরটা বেশ সুন্দর। হেঁটে ফিরতে তোর নিশ্চয় কষ্ট হবে না। সারা সন্ধ্যে গাড়ী রাখলে আবার পঞ্চাশ সেণ্ট বেশী দিতে হয়।"

চার্লি হাসলে। "আরে আমি ত স্টেশন থেকেই হেঁটে আসতে পারতাম। গাড়ীটা একটু দেখবার জন্যে ভাড়া করেছিলি ত?

"হয়ত তাই," ফ্র্যাঙ্ক একটু হেসে স্বীকার করলে। "মা ত সব সময়েই বলত, আমার একটু বাড়াবাড়ি করা স্বভাব আছে। মনে পড়ে? মা যদি আজ এখানে থাকত। দোকানটা তাকে একবার ভাল করে দেখতাম।"

"সত্যি।" চার্লি মিনিটখানেক চুপচাপ রইল। তারপর হেসে বললে, "আসলে কাকে দেখান উচিত জানিস? অ্যালবন মামাকে। সেদিন উনি শহরে এসেছিলেন। আর আমি তোর চিঠিটা দেখালাম। মুখের চেহারাটা যা হয়েছিল না—দেখবার মত।"

ফ্র্যাঙ্ক হেসে উঠল। "কিন্তু ক্ষেতের কাজ ছেড়ে যে ভাল করেছি, তা উনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না। তা কি বললেন?"

"বিশেষ কিছু নয়। কেবল বললেন; দপ্ করে জ্বলে উঠেই আবার নিবে না যায়। এইটা বুঝি আস্তাবল?"

"হ্যাঁ, আর দোকানটা ওই মোড়ের কাছে।"

ঘোড়ার গাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে ওরা হেঁটে চলল।

মোড়ের মাথায় একটা উঁচু বাড়ীর একতলার অর্দ্ধেক নিয়ে দোকান ঘর। কুইন ষ্ট্রীটের দিকে দুটো বড় জানলা। মোড়ের দিকের খালি দেওয়ালটায় জ্বল জ্বল করছে লেখাটা, "উলওয়ার্থস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন সেণ্ট স্টোর।" সামনের জানালাগুলোর ওপরেও সেইরকম আর

একটা লেখা। দরজার ওপর আবার আর একটা সাইনবোর্ডে লেখা "দি গ্রেট ফাইভ সেন্ট স্টোর।" এটা উটিকার দোকান থেকে নিয়ে আসা। এর জন্যে তিন তিনটে ডলার খরচ হয়েছে। সুতরাং এটি ফেলে দেওয়া চলে না।

"যা ব্যবস্থা করেছিস তাতে কি ধরণের দোকান তা আর কারো বুঝতে ভুল হবার যো নেই।" চার্লি বললে।

চাবিটা হাতড়াতে হাতড়াতে ফ্র্যাঙ্ক বললে, "তা করতেই হবে। খবরের কাগজে বা হ্যাণ্ডবিল ছেপে বিজ্ঞাপন দেবার পয়সা ত আমার নেই। উটিকায় আমার ওই ভুল হয়েছিল। পয়সা কুড়িয়ে যেখানে লাভ, টাকা খরচ করে সেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে না। বিজ্ঞাপনটা তাই দোকানের গায়েই লাগাতে হয়। ভাবছি সামনেটা লাল রং করে দেব। তাতে লেখাগুলো আরো খুলবে।"

ভেতরে নিয়ে গিয়ে ও একটা তেলের বাতি জ্বালিয়ে ডেস্কের ওপর রাখলে।

"এ আলোতে বোধহয় সব কিছু দেখতে পাচ্ছিস। পেট্রোল নষ্ট করে লাভ নেই। বাতি যদিও অনেকগুলোই আছে। রাত্তিরে যখন দোকান খোলা রাখি তখন বেশ করে আলো জ্বালান হয়। আর একটা জিনিস দেখেছি, যে দোকানটা বেশ ঝকঝকে আর আলো করে রাখলে লোক বেশী আসে। আর জিনিষগুলোও বেশ ভাল দেখায়। এই ত হল ব্যাপার। এখন কি মনে হচ্ছে?"

দাঁড়া, আগে বেশ ভাল করে চারদিকটা দেখি।" চার্লি এ কাউন্টার ও কাউন্টার ঘোরাঘুরি করে।

"খুবই ভাল মনে হচ্ছে।" ডেস্কের কাছে ফিরে এসে ও বলে "এখন কাজের কথায় আসা যাক?"

"তুই যদি তৈরী থাকিস ত বল।" ফ্র্যাঙ্ক একটা চেয়ার
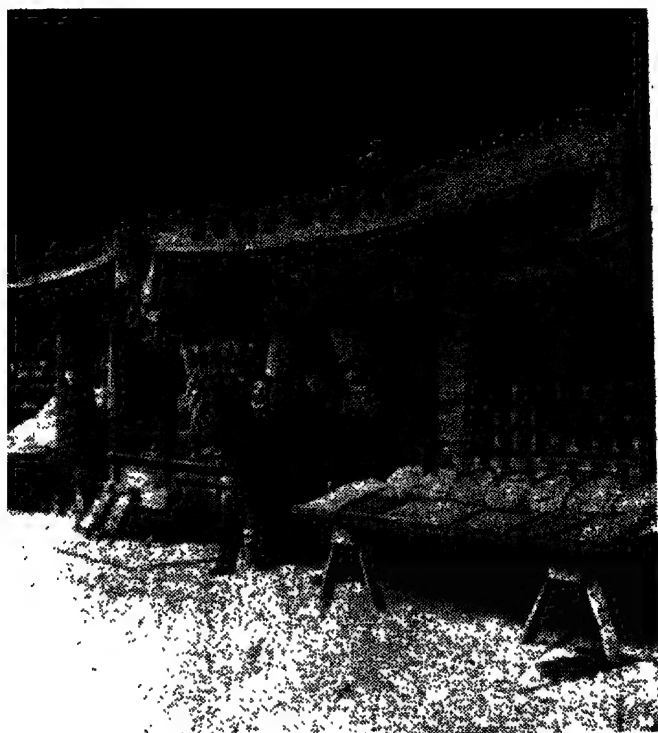
বিখ্যাত উলওয়ার্থস্ "ফাইভ অ্যাণ্ড টেন্"

উলওয়ার্থের দোকানে কেনাকাটা—যা আজ আমেরিকা আর অন্যান্য নয়টি দেশে নৈমিত্তিক ব্যাপার—তার শুরু হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। ওই বছর ২৭ বছরের উলওয়ার্থ পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের ল্যাঙ্কাষ্টারে ছোট্ট একটি দোকান খোলে। সেখানে কোন জিনিষের দাম পাঁচ সেণ্টের বেশী ছিল না। আজকে যে বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ৩০০০ শাখা দশটি দেশে ছড়িয়ে আছে, এ ছিল তারই পূর্বগামী। উলওয়ার্থের দোকানগুলি লভ্যাংশ বিভাগের ভিত্তিতে স্থানীয় লোক দিয়ে চালান হয় এবং বিক্রির অধিকাংশ জিনিষই হল যে যেখানে দোকানগুলি অবস্থিত সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য।

এই ছবি নেওয়া হয় ১৮৮০র গোড়ার দিকে। তখন পেনসিলভ্যানিয়ার ল্যাঙ্কাষ্টারে উলওয়ার্থের প্রথম দোকানের বৃদ্ধি হয়েছে আর এর জিনিষের দামও ১০ সেণ্ট পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে।
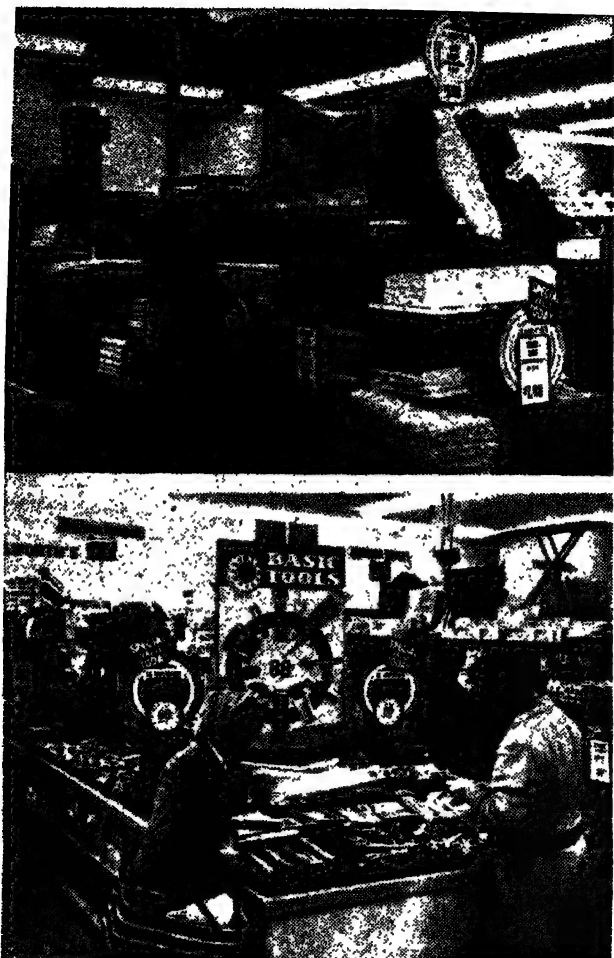
বিখ্যাত উলওয়ার্থস্ "ফাইভ অ্যাণ্ড টেন্"

এত বছর ধরে উলওয়ার্থ ষ্টোরে যে সব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হয়েছে, তার ত্রুটির সুযোগ নিতে খরিদ্দারদের দেখা যাচ্ছে। জিনিষের সর্বোচ্চ দাম আর ইচ্ছামত বেঁধে দেওয়া হয়নি। আর অনেক দোকানেই আজকাল খরিদ্দার নিজেই জিনিস বেছে নিয়ে নেয়।

দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলে। "তোকে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে বলছি না। মুর অ্যাণ্ড স্মিথে তোর ভাল চাকরি রয়েছে। এখন কত দিচ্ছে,—আট ডলার? অত আমি দিতে পারব না। তবে এ কাজে নামলে যা হতে পারে, মুর অ্যাণ্ড স্মিথে সারা জীবনেও তত পাবি না। তবে হবার সম্ভাবনার কথাই বলছি। ব্যবসায়ে নিশ্চিতভাবে কোন কথাই বলা যায় না। সেই জন্তেই ভেবে দেখতে বলছিলাম।"

চার্লি ঘাড় নাড়লে। "তুই ত হ্যারিসবার্গে একটা দোকান খোলার কথা ভাবছিলি। আমার ওটা তোর হয়ে চালাতে হবে। এই ত তুই বলতে চাস?"

"ঠিক তাই। সস্তায় একটা যায়গা পাওয়া যাচ্ছে। যায়গাটা খুব ভাল নয়, আর ঘরটাও ছোট। কিন্তু ভাড়া অসম্ভব সস্তা। সপ্তাহে তোকে সাত ডলার করে দিতে পারি—চালু হলে আরো বেশী। কি বলিস্?"

ছোট ভাই আর ইতস্ততঃ করে না।

"আমার ত কোন ক্ষতি হচ্ছে না।" আনন্দের সঙ্গেই সে বলে ওঠে।

"যদি নাই চলে ত অন্য কোন দোকানে চাকরি আমি পাবই। এই প্রথম আমি জেফারসন কাউন্টির বাইরে এসেছি। পেনসিলভ্যানিয়া আমার ভালই লাগছে। এখানে থাকতে আমার খারাপ লাগবে না।"

ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেল। দু সপ্তাহ পরে পেনসিলভ্যানিয়ার হ্যারিসবার্গ সহরে চার্লস উলওয়ার্থ ছোট্ট একটি দোকান খুললে। আট মাস ধরে সে এর পেছনে পরিশ্রম করলে। শেষে তার দাদা এটি বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করল। এপ্রিলে সে আবার

ইয়র্ক শহরে চেষ্টা করল। এটি টিকল মোটে তিন মাস। শেষে ১৮৮০র গ্রীষ্মে চার্লি ল্যাঙ্কাস্টারে ফিরে এল।

ফ্র্যাঙ্ক সাদরে তাকে গ্রহণ করে।

"তোর কোন দোষ নেই চার্লি। দোকানে প্রথম কথাবার্তার সময় ও বললে। "আমারই ভুল হয়েছিল। সব কথা আবার ভেবে দেখে আমার নিজেকেই চড়াতে ইচ্ছে করছিল। হ্যারিসবার্গ আর ইয়র্কে আমাদের এই ক্ষতিটা হল কেন জানিস্? উটিকায় যা হয়েছিল ঠিক সেই জন্যে। একটা বাজে রাস্তায় ছোট্ট একটা দোকান। সমস্ত মালপত্র এক সঙ্গে জড় করা। সাজিয়ে দেখাবার জন্যে কোন যায়গা নেই। ওভাবে হয় না। উটিকাতেই ত দেখেছি। তা সত্ত্বেও আবার সেই ভুলটাই করলাম? আর দু-দুবার?

চার্লির হতাশ মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"আমি খালি ভাবছিলাম যে আমারই কোথাও দোষ হয়ে থাকবে। কিন্তু আমার যদ্দূর সাধ্য আমি তা করেছি।"

"আমিও তার চেয়ে ভাল কিছু করতে পারতাম না।" বড় দাদা বললে। "উটিকাসও এর চেয়ে বেশী কিছু করিনি। ব্যাপার হচ্ছে কি, চিন্তিত ভাবে সে বলে উঠল, "এ একদম নতুন ধরণের ব্যবসা। ও পুরণো ধরণের কাপড়ের দোকানের মত করে এই ফাইভ অ্যাণ্ড টেন চালান যায় না। এর সব কিছুই ভিন্ন ধরণের। আমাদের অবস্থাটা—ওই যে পশ্চিমে যারা প্রথম বসবাস সুরু করে তাদের জানিস ত? তারা যেমন দেখেছিল ক্যানসাসে ঠিক ইয়র্কের কায়দায় চাস করা চলে না। ওরা যেন নিজেদের কি নাম দিয়েছে।

"'পথিকৃৎ'দের কথা বলছি?"

"হ্যাঁ ঠিক ঠিক আমরা হলাম পথিকৃৎ। নতুন পথে চলেছি।

কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল পথ তা দেখিয়ে দেবার জন্যে কেউ নেই। সব রকম ভাবে চেষ্টা করে দেখতে হবে, যতক্ষণ না ঠিক রাস্তা পাওয়া যায়। ভুল হলে ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ব্যস।"

"সত্যি ফ্র্যাঙ্ক! সবই তুই হিসেব করে দেখেছিস। হ্যারিসবার্গে আর ইয়র্কে কিছু হল না। এই ল্যাঙ্কাস্টারে একটা দোকান নিয়েই কি থাকবি?"

"ফ্র্যাঙ্ক মাথা নাড়লে।" আমার এখনো ধারণা, আমাদের আঁরো দোকান খোলা দরকার। যত শাখা হবে তত বেশী জিনিষ কেনা যাবে। আর বেশী মাল এক সঙ্গে কিনতে পারলে পাইকারী দামের সুবিধে বেশী পাওয়া যাবে। এই পাঁচ আর দশ সেন্টের অনেকগুলো দোকান হওয়া দরকার। তাই আমাদের চাই আর তাই আমাদের পেতে হবে।

"আমাদের বলছিস কেন?" চার্লি বলেল, "কর্তা ত তুই আমি ত চাকরী করছি। এখন আবার চাকরীটাও গেল।"

"মোটেই নয়," ফ্র্যাঙ্ক সস্নেহে তার কাঁধে একটা চাপড় মারে। "আমার সঙ্গে এক সঙ্গেই তোর ব্যবসা—যদি তাই চাস। জানি, হাতে তোর পয়সা নেই, কিন্তু মাথায় বুদ্ধি ত আছে। সেটাই মূলধন। এখন যে কথা বলছিলাম। এই গ্রীষ্মে আমি একটু ঘুরে দেখব। যতক্ষণ না আর একটা দোকান করার জন্যে মনের মত জায়গা পাচ্ছি ততক্ষণ ঘুরতে হবে। আবার ভুল করলে চলবে না। যায়গা পেলে তোকেই চালাতে হবে। ততদিন পর্য্যন্ত এখানটা দেখাশোনা কর। সপ্তাহে আট ডলার করে দিচ্ছি। রাজী?"

"তা আর বলতে," চার্লি হাসলে। সেই লোকটা যার কথা

তুই বলতিস, মনে পড়ে? সেই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট! সেই যে বড় হয়ে উঠতেই ভায়েদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তুই একেবারে তার মত আরম্ভ করলি যে?"

ফ্র্যাঙ্ক হেসে বললে, "তাকে যে শেষে জেলে যেতে হল রে। অতদূর আমি যেতে রাজী নই। তবে লোকটার মধ্যে কিছু একটা ছিল, যা আমার খুব ভাল লাগত। একটা হল আপনার লোকেদের জন্যে কিছু করা। তাহলে তাই ঠিক রইল। তুই এখানে কাজ আরম্ভ করছিস। আর আমি ছুটি নিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

ল্যাঙ্কাস্টারের দোকান বেশ ভালই চলতে লাগল। প্রায় এক বছর হয়ে গিয়েছে। দোকানের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন নেই। একমাত্র খরিদ্দারের জন্যে কিছু কিছু নতুন ধরণের জিনিষ যোগাড় করাই সমস্যা।

কেবলমাত্র দরকারী জিনিষ বেচার নীতি উলওয়ার্থকে ছাড়তে হল। লাট্টু আর রবারের বলের বিক্রী এত ভাল হ'ল যে তার নজর গিয়ে পড়ল ছোট ছেলেদের খেলনার দিকে। বাহারে চিরুণী আর চুলের ফিতেও বেশ ভাল চলতে লাগল।

সবচেয়ে ভাল হল যে এই সব নতুন জিনিষগুলো বারবার বিক্রি হতে থাকে। বাড়ীর গিন্নী একটা হাতুড়ি হয়ত জীবনে একবার মাত্র কিনবেন। কিন্তু মেয়ের জন্যে এ হপ্তায় লাল রিবণ কিনলে ও হপ্তায় নীল রিবণের জন্যে আসতে হবে। বল আর মারবেল ত হরদমই হারায়। বছরের শেষে দেখা গেল, বিক্রির অধিকাংশই হল এই সব "বিলাস দ্রব্য।" নতুন জিনিষের জন্যে উলওয়ার্থ বাজারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে।

আর এদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ওর ভাই। তাদের

ল্যাঙ্কাস্টারের খরিদ্দারের অনেকেই হল ছোট ছেলে। তার একটা কারণ আছে। দোকানে সকলের দিকেই নজর দেওয়া হত। কাউকেই জোর করে জিনিষ কেনান হত না। পকেটে পাঁচ সেন্ট নিয়ে, লাজুক স্বভাবের কোন ছেলে হয়ত পাঁচ সেন্টের কাউন্টারে যতক্ষণ ইচ্ছা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। সব কিছুই সামনে সাজান থাকত। কিছু জিজ্ঞাসা করবারও দরকার ছিল না। কিনতে চাইলে বয়স্ক খরিদ্দারদের মতই তার দেখাশোনা করা হত। উল-ওয়ার্থের দোকানে কোন বিশেষ বড় খদ্দের ছিল না। সকলেই সম্মান ছিল আর সমান ভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত। ল্যাঙ্কাস্টারের ছেলেদের এটা খুব ভালো লাগত। ফলে এখানেই তাদের হাত খরচের পয়সা তারা খরচ করে যেত।

১৮৮০-র হেমন্তের শেষে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ফিরলে। স্ক্র্যানটন যায়গাটা তার পছন্দ হয়েছে। উত্তর পূর্ব পেনসিলভানিয়ার কয়লার খনির কেন্দ্র।

পেন এভিনিউয়ে যে দোকান ঘর সে ঠিক করে এসেছে। সেটা ল্যাঙ্কাস্টারের ডবল মাপের। দীর্ঘ মেয়াদী লীজ নেওয়ায় ভাড়ার অঙ্কটাও কম হয়েছে।

"এবার আর কিন্তু ফেরার পথ রইল না।" দোকান খোলার সময় চার্লিকে সে সাবধান করলে। "হয় ভাসলাম নয় ডুবলাম। এখানে অন্ততঃ বছর কয়েক আমাদের চালাতেই হবে। কি বলিস চার্লি পারবি ত?"

"নিশ্চয়ই পারব।" চার্লি নিশ্চিন্ত হয়ে বলে। শহরটা আমার বেশ ভালই লাগছে। এর আগে যেসব যায়গায় থেকেছি তার চেয়ে অনেক ভাল। মনে হচ্ছে এখানেই বোধ হয় আমার বরাত খুলবে।"

"খুললেই ত ভাল," দাদা বলে। "একটু চমকে দেবার জন্যে আসল কথাটা চেপে রেখেছিলাম। তবে, এখন বলে ফেলাই ভাল।"

"তুই এর কিছু অংশের মালিক হলি চার্লি। আমি দোকানের অর্দ্ধেক তোকে দিলাম। না না কোন কথা শুনব না। তোর কাজের জন্যেই দিয়েছি। হ্যারিসবার্গ আর ইয়র্কে তুই অনেক খেটেছিস। আর এই বিপদে ফেলার জন্যে আমায় একবারও কিছু বলিসনি। এখানে কিন্তু সেরকম হবে না। মনে হয় সব কিছুই তোর স্বপক্ষে। চালাতে পারবি বলেছিলি না? ঠিক আছে, এখন পার্টনার চালাও।"

ঋণ শোধ

১৮৮৫ সাল। ল্যাঙ্কাস্টার যাবার ছ'বছর পরের কথা। উলওয়ার্থরা ছুটি কাটাতে নিজেদের পুরণো খামারে এল। অবশ্য এই প্রথমবার নয়। তবে ওরা ক্বচিৎ কখনো আসে, আর এলেও বেশী দিন থাকে না। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ ত ব্যবসায় এত ডুবে থাকত যে ছুটি নেবার সময়ই পেত না। এতদিনেও তার বাবা তাঁর সব চেয়ে ছোট নাতনীটির মুখই দেখেন নি। দুটি নাতনী হয়েছে এত দিনে। হেলেনা আর এডনা।

বৃদ্ধ ট্রেনের জন্যে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে। দলবল শুদ্ধ ওদের ট্রেন থেকে নামতে দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। আর হবার মতও বটে।

জেনী বেশ ফ্যাসান দুরস্ত সাজ করেছে। ঘোর সবুজ পোষাকের সামনেটায় দুধের মত সাদা লেস। কোঁকড়া চুলের ওপর ছোট্ট ইটালীয়ান স্ট্র হ্যাট, তার ভেলভেটের রিবন পেছনে উড়ছে। সাদা চামড়ার দস্তানায় ঢাকা হাতে সাদা একটা সৌখীন ছাতা।

গোলাপ ফুলের মত মেয়ে দুটোর পরণে একই ধরণের সাদা সুইস্ এমব্রয়ডারী করা পোষাক, চওড়া ফিতের কোমর বন্ধ মাথায় ফুল বসান টুপি।

সুসজ্জিত পাকা ব্যবসাদারের মত সাজে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ নামলে। খুব দামী কাপড়ের প্রিন্স অ্যালবার্ট কোট। চওড়া টাইয়ের আড়ালে শার্টের শক্ত করে ইস্ত্রি করা সামনে দিকটা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কাণ পর্যন্ত উঁচু কলার। বিরাট একজোড়া গোঁফের দুই প্রান্ত সযত্নে পাকান। আর মাথায় উঁচু ডার্বি টুপি।

স্টেশনের আড্ডাধারীরা এদের নামতে দেখেই সচেতন হয়ে উঠল। আর তাদের দেখে সকলেই যে বেশ সচকিত হয়েছে সেটা ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থও বেশ আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করছিল। এক দিন এখানে সে বড্ড গরীব ছিল। ওয়াটারটাউনের কেউই কোন দিন চিন্তাও করেনি যে উলওয়ার্থ ছেলেটা কখনো একটা কেউ কেটা হয়ে উঠবে। তাদের চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিতে পারার মধ্যে একটা আত্মতৃপ্তি আছে বৈ কি।

বাবা ছেলের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারেন। গাড়ীতে তুলবার সময় বললেন, "তুমি কি শহরে কোথাও থাকতে চাও? মূর বা বুশনেলের দোকানে হয়ত একবার দেখা করতে যাবার ইচ্ছে হতে পারে।"

"না বাবা আজ থাক," ফ্র্যাঙ্ক বললে। "কাল এসে না হয় কয়েকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে। কেবল স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে যেও। শহরের চেহারাটা একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"নিজের চেহারাটাও শহরকে একবার দেখিয়ে দিয়ে যাবে— তাই তো?" বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। "তাই হবে। পরে অবশ্য

অনেক সময় পাবে। যদিও কালকে তোমার আসা হবে না। তোমার অ্যালবন মামা সবাইকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"তাই না কি?" ফ্র্যাঙ্ক হাসলে। "তা গোড়ায় যখন দোকান করবার জন্যে কিছু ধার চেয়েছিলাম, তখন ত এত উৎসাহ দেখিনি।"

"দেখ ফ্র্যাঙ্ক," বাবা এবার ধমক দেন, "ওকে তার জন্যে দোষ দিলে চলবে না। সে এখন তোমার জন্যে রীতিমত গর্ব বোধ করে। তবে আসল কথাটা, আমার মনে হয়, ওর ছেলে এড্উইনকেও তোমার কাজে ঢোকাতে চায়। তোমার এসম্বন্ধে কি মনে হয়?"

"তা এড্ যদি কিছু টাকা ঢালতে রাজী থাকে ত ভালই হয়। তুমি ত জান ইতিমধ্যে আমি অ্যানি নক্স মাসীর বড় ছেলে সীমূরকে ট্রেন্টনএর দোকানে বসিয়ে দিয়েছি। সব কটা দোকান আমার পক্ষে একা দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। আমার ম্যানেজারের দরকার। আর কোন ম্যানেজার যদি কিছু টাকা ঢালে ত তার কাছ থেকে ঠিক সেই পরিমাণে কাজ পাওয়া যায়। এড্ও তাহলে সীমূরের মতই করতে পারে। অ্যালবন মামার সঙ্গে এসম্বন্ধে কথা বলে দেখব।"

"তাই কোরো। এখন তবে সবশুদ্ধ কটা দোকান হয়েছে।"

"চারটে," ফ্র্যাঙ্ক বললে। "স্ক্র্যানটনেরটা বাদ দিয়ে। চার্লি তোমায় লেখেনি যে আমার অর্দ্ধেক অংশ ও কিনে নিয়েছে? এত লাভ হল যে প্রথম বছরেই ওর কেনার টাকা জমে গিয়েছিল। জায়গায়টা ওর খুব ভাল লেগেছে। বলে, ওখান থেকে ও আর নড়ছে না।"

"হ্যাঁ, চার্লি একেবারে স্ক্র্যানটন বলতে পাগল। তোমাদের নতুন মাকে নিয়ে একবার আমায় ঘুরে আসার জন্যে বলেছিল।

কিছু ঠিক করিনি। আমার আবার এই ক্ষেত খামার ছেড়ে যেতে ভাল লাগে না। তোমার চারটে দোকান যেন কোথায় কোথায়—মানে ল্যাঙ্কাস্টার ছাড়া?"

"রীডিং, পেনসিলভ্যানিয়া, আর হ্যারিসবার্গের বড় নতুনটা, আর নিউ জার্সির ট্রেন্টনে একটা, তবে এত সবে সুরু বাবা। আসছে বছর"—পেছনের সীট থেকে জেনীর ছাতার তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে হঠাৎ তাকে থামতে হল।

"সব সময় কেবল দোকান আর দোকান" ও এক ধমক দেয়। "আমরা এখন ছুটি কাটাতে এসেছি, মনে থাকে যেন। দেখ মেয়েরা গ্রেটবেণ্ডে এসে গেছি। ওই স্কুলে তোমাদের বাবা পড়ত। আর ওই গির্জার গানের দলে গান গাইত। সে গল্পটা ওদের একবার বল ফ্র্যাঙ্ক।"

মেয়ে দুটো খিল খিল করে হেসে উঠল। কারণ বাবা গান যতই ভালবাসুক গলা দিয়ে সুর তার বেরোয় না। আর বাবাও যে তা না জানে তা নয়। একবার ইস্টারের সময় কিভাবে দল শুদ্ধ ছেলেদের সুরের গোলমাল করে দিয়েছিল তার এক মজার কাহিনী সুরু করলে।

অ্যালবন মামার ওখানে দুদিন কাটল। অনেক দূর থেকে আত্মীয় স্বজন সবাই এসে জড় হয়েছিল। সপ্তাহের শেষের দিকে ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটারটাউনে যাবার সুযোগ পেলে।

আদালত বাড়ীর রেলিংএ ঘোড়া বাঁধবার সময় চেনা গলায় তার নাম শুনতেই সে ফিরে তাকাল। গাছের তলায় একটা বেঞ্চে মিসেস কূন্‌স বসে। সেই মহিলা কর্মচারী, কর্ণার স্টোরে তার প্রথম বন্ধু। হাত বাড়িয়ে সে তাঁর দিকে ছুটল।

"খাবার সময়টা একটু ছায়াতে বসে কাটাচ্ছি।" তিনি বললেন।

"এক মিনিট বসে দুটো কথা বল না। দোকানে একবার নিশ্চয়ই যাচ্ছ। মিঃ মূরের সঙ্গে দেখা করবে তো?"

"নিশ্চয়" ও জবাব দেয়। "কেমন আছেন তিনি মিসেস কুন্‌স? বাবার কাছে শুনলাম ইদানীং না কি তাঁর চেহারা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"শরীর ওঁর ভালই আছে, কিন্তু বড় দুশ্চিন্তায় আছেন। দোকানের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। শুনেছ ত মিঃ স্মিথ দোকান ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমে চলে গিয়েছেন? তিনি বলেন ওয়াটারটাউনে আর এ ধরণের দোকান চলবে না। কিন্তু মিঃ মূর চালাবার জন্যে খুব পরিশ্রম করছেন। বলা উচিত নয়, কিন্তু শহর শুদ্ধ সবাই জানে যে কর্ণার স্টোর উঠে যাবার মত হয়েছে। এই হল অবস্থা। এখন ত সব শুনলে?"

"হুঁ শুনলাম," ও বললে। "আগেই শুনেছিলাম যে ওঁর অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। তবে এতটা খারাপ তা জানতাম না। কিছু যদি করতে পারতাম। হাতে যদি কিছু টাকা আমার থাকত— কিন্তু কিছুই এখন নেই। নতুন করে কয়েকটা দোকান খোলার ব্যবস্থা করছি। যা কিছু ছিল সব কুড়িয়ে বাড়িয়ে মালপত্তর কেনার জন্যে বায়না দিয়ে দিয়েছি। তবুও—" মিনিট খানেক ভ্রূকুঁচকে চুপ করে কি যেন ও ভাবলে।

মিসেস্ কুন্‌স আস্তে ওর হাতের ওপর একটি হাত রাখলেন। "ও নিয়ে মন খারাপ কর না ফ্র্যাঙ্ক। পারলে তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে, তা সবাই জানে। তোমার বৌ বাচ্চাদের খবর কি বল। তুমি যেদিন এসে পৌঁছলে, সেদিন একবার মাত্র জেনী আর মেয়েদের দেখতে পেয়েছিলাম। আমার ওখানে ওদের নিয়ে আসছ কবে?"

ওরা গল্প করতে থাকে। কোর্টের ঘড়িতে একটা বাজল।

মিসেস কুন্‌স্‌ আবার কাজে চললেন। ফ্র্যাঙ্ক তাঁর সঙ্গে স্কোয়ার পার হল।

মিঃ মূরকে পেছন দিকে তাঁর সেই অফিসে পাওয়া গেল। চেহারাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি মধ্যবয়সী লোক, অথচ কাঁধ দুটো বুড়ো মানুষের মত নুয়ে পড়েছে। কিন্তু ওকে দেখেই তিনি খুসী হয়ে উঠলেন।

"বোসো ফ্র্যাঙ্ক বোসো। ভাবছিলাম আবার কবে তুমি এখানে আসবে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সময়টা তোমার বেশ ভালই যাচ্ছে।"

"এ সব বাইরের সাজসজ্জা মিঃ মূর" ফ্র্যাঙ্ক হাসতে হাসতে বলে। "জানালা সাজানর ব্যাপারে আমার মত কেউ যে নেই সে ত আপনি জানেন। আর আপনিই ত বলেছিলেন যে ধারের কোন দরকার নেই, এই রকম একটা ভাব করতে পারলেই সহজে ধার পাওয়া যায়। মালপত্তর যারা তৈরী করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় এ কথাটা সর্বদাই মনে রাখি। আপনার কাছে অনেক কিছু শিখেছি স্যার।"

"বলছ, তা এ হল তোমার ভদ্রতা মাত্র।" তিনি ক্লান্ত ভাবে জবাব দেন। "ও সব বিদ্যে পুরণো হয়ে গিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক। অন্ততঃ আমার আর আজকাল ও কায়দায় কিছু হচ্ছে না।"

ফ্র্যাঙ্ক ইতস্ততঃ করে। মিঃ মূরের আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁর দুরবস্থার কথা তাঁর প্রাক্তন কেরাণীটির কাছে স্বীকার করতে তাঁর মনে আঘাত লাগার কথা। সে সব কথা ওঠার আগেই ফ্র্যাঙ্ক তাড়াতাড়ি বলতে সুরু করে।

"মিঃ মূর আমার একটা কথা ছিল। আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু একবার ভেবে দেখলে ভাল হয়।"

"কর্ণার স্টোরকে পাঁচ আর দশ সেন্টের দোকান করে ফেললে কেমন হয়? দাঁড়ান। আমি জানি যে আপনি সর্বদা ভাল জিনিষের কারবার করে থাকেন। তা অল্প দামের জিনিষের মধ্যেও ত ভাল জিনিষ আছে। মানে ভাল জিনিষের কথাই যদি বলেন, আর আমরও তাই ধারণা। আপনার এইসব লিম্বন ভেলভেটের চেয়ে আমার দশ সেন্টের ডিম ঘোঁটাবার কল তার দামের তুলনায় খারাপ জিনিষ নয়। কথাটা বুঝতে পারছেন?"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইত। ভাল ডিম ঘোঁটাবার কলের পক্ষে দশ সেন্ট ত ভালই দাম। তবে আমি এসব জিনিষের কারবার ত কখনো করিনি; তা ত জানই।"

"জানি। আমি শুধু বলতে চাইছি যে, যে কোন জিনিষই যদি ভাল দরের মাল হয় ত সেটা ভাল জিনিষ। আপনি দামী জিনিষ বেচতেন কারণ সে সব তৈরী করতেই অনেক খরচ পড়ে। এখন যদি এমন সব ভাল জিনিষ পান যা তৈরী করতে খরচ কম পড়ে, তা হলেও ত আপনি ভাল জিনিষের ব্যবসাই করবেন— নয় কি? আপনাকে নীচে নামাতে হবে না মিঃ মুর। সেই এক ভাল জিনিসই বেচবেন মিঃ মর কেবল নতুন ধরণের জিনিষ।"

মিঃ মুর কেমন যেন থতমত খয়ে গেলেন। "ব্যাপারটা এদিক দিয়ে কখনো ভেবে দেখিনি ফ্র্যাঙ্ক। তবে তুমি ঠিকই বলেছ। তাহলে কি করতে বল? কর্ণার স্টোর কিনে সেটাকে ফাইভ অ্যাণ্ড টেন করতে চাও?"

না, আমি না মিঃ মুর, আপনি। আমি কিছুই চাইছি না। এমন কি লাভের কোন অংশও নয়। এটা মুবস্ ফাইভ অ্যাণ্ড টেন হবে, উলওয়ার্থস্ নয়। ওয়াটারটাউন শহরটা বেশ ভালই— মানে এখন যা অবস্থা দেখছি। বাড়ীটা ত আপনার রয়েইছে

আর সুনামও আপনার আছে। আপনার এখানকার স্টক যা আছে সে সব বেচে দিয়ে ভাল পাঁচ আর দশ সেণ্টের জিনিষ কেনা মোটেই মুস্কিল হবে না।"

তিনি কথা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক বলে চলল, "কোথা থেকে পাব জিজ্ঞাসা করছেন ত? আমার কাছ থেকে পাবেন। যা আপনার দরকার হবে, আমি আপনাকে দিতে পারব মিঃ মুর। যখন ইচ্ছে আমায় শোধ করবেন।"

এবার সে একটা জবাব পাবার আশায় থামল। কোন উত্তর এল না। মিনিটখানেক বাদে একটু কিন্তু কিন্তু হয়ে ফ্র্যাঙ্ক বললে, "বোধহয় এই ধরণের জিনিষ আপনার ঠিক পছন্দ নয়। আমার যদি আর কিছু টাকা থাকত তবে অবশ্য অন্য ধরণের প্রস্তাব করতাম। কিন্তু জিনিষ পত্র কেনার ব্যাপারে সব টাকা পয়সা আটকে গিয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছেন—"

"বুঝতে ঠিকই পারছি" আস্তে আস্তে তিনি বলে ওঠেন। "নতুন একটা ব্যবসা শুরু করবার জন্যে আমায় কিছু ধার দিতে চাও। এক কথায় বলতে গেলে তাই দাঁড়াচ্ছে, নয়?"

ফ্র্যাঙ্ক ঘাড় নাড়লে। "আপনি আমার জন্যে যা করেছিলেন তার বদলে আশা করি এটুকু আমায় করতে দেবেন মিঃ মুর। আমার ওপর যদি আপনার বিশ্বাস না থাকত ত আজ আমি কোথায় থাকতাম? এবার আমার পালা। আমার কথায় একটু অবাক হয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু বিষয়টা একটু ভাল করে ভেবে না দেখে উড়িয়ে দেবেন না।"

মিঃ মুর দোকানের ভেতর দিকটায় একবার তাকালেন। কাউণ্টারের মাঝের পথগুলো ফাঁকা। অলস কেরাণীরা কাউণ্টারের পেছনে বসে হাই তুলছে। ব্যবসার অবস্থা খারাপ ছিল, আরো

খারাপ হচ্ছে। তাঁর এই প্রাক্তন কর্মচারী দয়াপরবশ এ কথাটা চেপে গেলেও বুঝতে ঠিকই পেরেছে। সে জানে যে সাবেকী চালে কর্ণার স্টোরকে আর বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। এখন সে দয়া করে, সসম্মানে এবং সুকৌশলে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একটা উপায় করে দিচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্ক উঠে দাঁড়াল। "আমি আরো কিছুদিন আমাদের খামার বাড়ীতে আছি মিঃ মূর। এ সম্বন্ধে কখন কি স্থির করবেন তা কি ইতিমধ্যে জানতে পারব?"

মিঃ মূর তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ঝুলে পড়া কাঁধ দুটো সোজা হয়ে উঠল। অনভ্যস্ত একটা হাসিতে তাঁর মুখের ক্লান্ত রেখাগুলো মুছে এল।

"ভাবছি এখনই স্থির করে ফেলব ফ্র্যাঙ্ক। কিসের মধ্যে তুমি আমায় নিয়ে যাচ্ছ বুঝতে পারছি না। বলছিলে আমি তোমায় নাকি ব্যবসা শিখিয়েছি। এ ব্যবসাটা এবার আমায় একটু তোমার শেখান দরকার। তা যদি কর, আমি যদি তোমার পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে পারি"—জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। "তা হলে আমি তোমার প্রস্তাব নেব আর এর জন্যে তোমায় ধন্যবাদও দেব।"

"না না ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই।" ফ্র্যাঙ্ক প্রতিবাদ করে। "আমার জন্যে আপনি যা করেছেন, সে তুলনায় আপনার জন্যে আমি কিছুই করছি না। পাঁচ সেন্টের দোকান আদৌ চলবে কি না তা তখন আপনি জানতেন না; কিন্তু এখন আমি সেটা জানি। আজকের জন্যে আপনাকে আপশোষ করতে হবে না মিঃ মূর।"

উইলিয়াম মূরকে এর জন্যে কোন দিন আপশোষ করতে হয়নি।

নতুন কর্ণার স্টোর গোড়া থেকেই সাফল্য লাভ করে এবং একান্ত তাঁরই সম্পত্তি হয়ে থাকে। কয়েক বছর পরে এটি বিখ্যাত উলওয়ার্থ চেন্ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এর ফলে উলওয়ার্থের যে অংশ তিনি পান তাতে মিঃ মূর রীতিমত ধনবান হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে তিনি ওয়াটার টাউনের একজন বর্দ্ধিষ্ণু নাগরিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আর তাঁর "উঁচু দরের" মালের সুনামের কোন দিন হানি হয়নি।

একশ শহরে

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের গোড়ার দিকের যে সহযোগীরা তাঁদের ভাগ্যোন্নতির জন্যে তার কাছে ঋণী, মিঃ মুর তাঁদের মধ্যে একজন মাত্র। দোকানের সংখ্যা বাড়তে থাকায়—উলওয়ার্থ বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকের সন্ধান করতে থাকে। যারা তার বিশ্বাসভাজন হল তারা পরে পুরস্কার হিসেবে কোম্পানীর অংশীদার হয়। কেউ কেউ নানা পথে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা ছিল তারা অবিশ্বাস্য রকম স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবন কাটায়।

এদের মধ্যে একজন হল ছোট ভাই চার্লি। আর হল সিমুর নক্স আর অ্যালবন মামার ছেলে এড্উইন। বুশ্‌নেলের দোকানের হ্যারি মুডি, কর্ণার স্টোরের মিসেস ক্রুন্‌স্, এইসব পুরোণ বন্ধুরা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে স্থান পেলে। ব্যবসা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কার্সন সি, পেক উলওয়ার্থের দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠল। কার্সন, বুশ্‌নেলে উলওয়ার্থের পরে চাকরী নিয়েছিল।

যেখানে তার প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয় সেই উটিকার নতুন স্বপ্ন হল সত্যি—৭

দোকানকে সফল করায় কার্সন উলওয়ার্থের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। নিউ ইয়র্কে যখন মাল কেনবার জন্যে একটা অফিস খোলা হয়—উলওয়ার্থ তখন তাকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যায়। পেকের পরামর্শ অনুযায়ী দোকানগুলোয় মিষ্টি সাজিয়ে রাখা স্থির হয়। পরে এতে প্রচুর লাভ হতে থাকে। উলওয়ার্থ তার কাছেই সব প্রথম একটা মতলবের কথা খুলে বলে।

"আমি ইয়োরোপ যাচ্ছি," একদিন সকালে সে তাকে বললে। "এখানকার ব্যবসা মাস দুয়েকের মত চালাতে পারবে?"

পেক মাথা নাড়ল। "কেনাকাটার জন্যে নিশ্চয়। অনেকদিনই বলতে শুনেছি বটে যে এই বিদেশী কোম্পানীদের সঙ্গে সরাসরি মাল কেনার বন্দোবস্ত করা উচিত। খুব ভাল। কি কিন্‌বে?"

"এই ধর, খেলনা। সব ভাল ভাল খেলনাই জার্মাণীতে তৈরী হয়। যারা আমদানী করে তাদের লাভের অংশ দিয়ে শেষে জিনিষের দাম যায় অসম্ভব বেড়ে। যদি কিছু ভাল পুতুল যোগাড় করতে পারি আর খেলার চাষের সেট্‌...।"

পেক হাসল। "ছোট মেয়েটাকে নিয়ে তোমার তিনটি মেয়ে হল না? তা অনেকের আবার ছেলেও আছে, সেটা ভুলে যেও না যেন।"

"তা ভেবোনা, ছেলেদের ব্যবস্থাও করবো। সব বাচ্চাদের জন্যে ক্রীস্‌মাস ট্রী সাজানর জিনিষ। তা ছাড়া মায়েদের জন্যে কাচের বাসন বাপেদের প্যান্টের সাসপেণ্ডার, আরো কত কি? দেখি কিরকম জিনিষপত্র আছে আর কি কি কেনা যায়। কি হবে তা ঠিক জানি না অবশ্য। কারণ ওখানকার কোন ভাষাই ত জানিনা।"

"তবে ভালই", পেক আশ্বাস দেয়। "কেনবার জন্যে যাচ্ছ ত? টাকার ভাষা সবাই বোঝে।"

১৮৯০ এর চার মাস উলওয়ার্থ, ইংল্যাণ্ড, ফ্র্যান্স, জার্মাণী আর অষ্ট্রিয়ায় কাটালে। বেড়ানর সবটাই ব্যবসার কাজে কাটায় নি। একটু দেশ দেখার জন্যেও সে কিছু সময় দিয়েছিল। বিশেষ করে তার ছেলেবেলার আদর্শ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি দেখবার জন্যে। এই সব সময়ে জেনী আর মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসেনি বলে তার ভারি আফশোষ হত। পরে অবশ্য অনেকবার সে সপরিবারে ইয়োরোপ বেড়াতে গিয়েছে।

তবে এই প্রথমবারের ভ্রমণে তার আনন্দ করবার সময় বিশেষ ছিল না। একটির পর একটি কারখানা তাকে দেখতে হয়। হাতে টাকা থাকায় অনেক লাভ রেখে সে কেনা কাটা করতে পারে। অনেক খরচ করে কয়েক বছর আগাম দিয়ে সে কনট্রাক্‌ট্ করে নিলে।

বহু দামী দামী খেলনা, জেনীর জন্যে প্যারিসের সুন্দর পোষাক আসাক, মাথায় অনেক নতুন চিন্তা নিয়ে আর অনেক নতুন ধরণের মালপত্তর কেনার জন্যে টাকা লাগিয়ে সে দেশে ফিরল।

"এখন একমাত্র চিন্তা হল," পেককে সে বললে, "যে সব মাল আমাদের আসছে সেগুলো রাখবার মত অতগুলো দোকান ত আমার নেই। সে ব্যবস্থা ত করতে হয়। মজাটা দেখেছ। এক সময়ে ভাবতাম আমার নিজের যদি একটা দোকান হয় ত আমি খুশী। এখন কুড়িটা দোকান হল কিন্তু তৃপ্তি হয় নি। কুড়িতেই বা থামব কেন? এখন মনে হচ্ছে ছোট বড় একশটা শহরে উলওয়ার্থ স্টোর হলে আমার শান্তি হয়।"

"ছোট বড় একশটা শহরে।" সেদিন ও তাই বলেছিল।

শুনে পেক আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে তুললে। এতকাল উলওয়ার্থ বড় শহরগুলো এড়িয়ে এসেছে। তার যথেষ্ট কারণ

ছিল—অন্ততঃ তাই তার মনে হয়েছিল। বড় শহরের ভাড়া, মাইনে আর প্রতিযোগীতার ফলে যে অসুবিধে হতে পারে তার ঝুঁকি সে নিতে চায় নি। কিন্তু এবার বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর সে আর কোন দ্বিধা করলো না।

"হ্যাঁ বড় শহরে।" পেকের অবাক হওয়া দেখে সে আবার বললে, "বড় বড় শহরগুলো বিদেশী লোকে ভর্তি পেক। আর আমি নিজে ত একদিন তাদেরই একজন ছিলাম। এখন বুঝতে পারি তাদের অবস্থাটা। প্যারিসে দাড়ি কামাবার সাবান কেনার সময় আমার অবস্থাটা যদি দেখতে। কেরানীটা নিশ্চয় আমাকে বোকা হাঁদা কিছু একটা ঠাওরে ছিল। আর আমারও নিজেকে বড় বোকা বোকা ঠেকছিল। কিন্তু ওকে ফরাসীতে কি বলে তা ত জানিনা। যদি একটা উলওয়র্থ স্টোরে ঢুকতাম ত কিছু জানবার দরকার করতো না। কাউণ্টার থেকে তুলে ধরলেই হত। এখন ব্যাপারটা বুঝলে?"

"খুব বুঝেছি, চমৎকার!" পেক উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। "আরে, এটা আমাদের মাথায় এতদিন আসেনি কেন?"

কেন? কেন? পরেও তারা একাধিকবার পরস্পরকে এই প্রশ্নই করেছিল। এই সময় বাইরে থেকে বহুলোক আমেরিকায় আসছিল। আইরিশ, পোলিশ, জার্মাণ, ইটালিয়ান সবাই একটু ভালভাবে থাকবার জন্যে এই স্বাধীনতার রাজ্যে দলে দলে আসতে থাকে। কনট্রাকটাররা ওভারটাইম কাজ করে এদের থাকার জন্যে বাড়ী তৈরী করতে লাগল। এরা যেখানে পারত কাজ খুঁজে নিত বেশীর ভাগই দিন-মুজুরী করত। এদের মাইনে ছিল কম কিন্তু পরিবার ছিল বড়।

আর এরাই হল উলওয়ার্থের মনের মত খরিদ্দার। শাল জড়ান

কোন বিদেশিনীর পক্ষে উলওয়ার্থের দোকানে ঢুকে অস্বস্তি বোধ করবার কোন কারণই ছিল না। জিনিষ পত্র সব খোলা কাউন্টারে সাজান। ক্রাইংপ্যানকে ইংরেজীতে কি বলে না জানলেও কোন ক্ষতি নেই। ক্রাইংপ্যানের চেহারাটা তো অচেনা নয়। আর পাঁচ কিম্বা দশ সেণ্ট গুণে দেওয়া ও অতি সহজ।

"তার ওপর ওবা এখানে সংসার পাতছে। ওদের ত সব কিছুরই সরকার। কার্সন পেক যোগ দেয়। ওদের বিছানাটা ছাড়া আর ত কিছুই সঙ্গে করে আনতে দেখিনা। সত্যি মিঃ উলওয়ার্থ এবার একেবারে সোনার খনি পাওয়া গিযেছে। তা এই নিউ ইয়র্কেই খুলবে?"

"না, ব্রুকলিনে" উলওয়ার্থ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। পেক হাসে। নিউ ইয়র্ক আর ব্রুকলিন এই চুটো শহর এখনো যুক্ত হয়নি। তাদের মধ্যে তখন তীব্র প্রতিযোগীতা। উলওয়ার্থের অফিস নিউ ইয়র্কে কিন্তু বাড়ী তার ব্রুকলিনে। ল্যাঙ্কাস্টার থেকে কযেক বছর আগে ওরা এখানে উঠে আসে, আর আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটার পর একটা বাড়ী বদলাতে থাকে। ছোট মেয়ে জেসী মে, ল্যাঙ্কস্টারে জন্মালেও ব্রুকলিন ছাড়া অন্য কোন জাযগা তার মনেই পড়ে না। বড়রাও সগর্বে নিজেদের ব্রুকলিনের বাসিন্দা বলেই পরিচয় দিত।

ব্রুকলিনের প্রথম উলওয়ার্থের দোকানের জায়গা ঠিক করা হ'ল আর দোকান খোলবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থাও করা হল। এই দোকানেই প্রথম লালের ওপর সোনালী দিয়ে নাম লেখা হয়— ক্রমে এই ধরণটাই আর সব শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। তবে বড় শহরে এটা তার প্রথম দোকান হল না। নানা কারণে দেরী হওযায় প্রথম দোকান খোলার সম্মান জোটে ওয়াশিংটনের ভাগ্যে। বড়

শহরে এই দোকান দুটোই খুব ভাল চলে এবং এর ফলেই অন্যান্য শহরে দোকান খোলা হয়।

পুরোন শতাব্দী শেষ হয়ে নতুন বিংশ শতাব্দী শুরু হল। আমেরিকার ব্যবসায়ে ওঠা পড়া হল। কিন্তু উলওয়ার্থের দোকানের বিক্রী ক্রমেই বাড়তে লাগল। দিন কাল ভাল থাকলে উলওয়ার্থের খরিদ্দারদের হাতে পয়সা বেশী থাকে, আর সময় খারাপ পড়লে যাদের পয়সা কমে আসে তারা সবাই উলওয়ার্থের দোকানেই ভীড় করে।

অবশ্য দেশ জুড়ে এই পাঁচ আর দশ সেন্টের যত দোকান সবই উলওয়ার্থের সম্পত্তি নয়। এই পরিকল্পনার কোন পেটেন্টে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ছিল না। অন্য ব্যবসাদাররাও তার নকলে দোকান করতে সুরু করে। এদের কেউ কেউ আবার পুরোন বন্ধু। ফ্র্যাঙ্কের ভাই চার্লি স্ক্র্যানটনের বাইরে নিজের দোকানের একটি ছোট খাট চেন তৈরী করে। আর আত্মীয় তার গোড়ার দিকের পার্টনার সিমুর নক্সও তাই করে। পরে এই দুই দোকান শ্রেণী আবার উলওয়ার্থ কোম্পানীর সঙ্গে মিশে যায়।

অন্য প্রতিযোগীরা বাইরের লোক। মিডল ওয়েস্টে ম্যাক্রুরি, পেনসিলভ্যানিয়ায় ক্রেসজ, দক্ষিণে ক্রেস্ আর আরো কেউ কেউ এই পাচ আর দশ সেন্টের দোকান খোলে। এদের একজন আবার একটু বদলে পাঁচ সেন্ট থেকে এক ডলার পর্যন্ত দামের জিনিষ দিতে থাকে। ফলে অনেক বিভিন্ন ধরণের জিনিষ বিক্রি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। উলওয়ার্থ নিজেও কয়েকবার দশ সেন্ট থেকে আরো বাড়াবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু শেষে তা না করার সিদ্ধান্ত করে। আর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তার পরবর্তী লোকেরা এটি করে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ বেচে থাকতে দশ সেন্টের বেশী দামের কোন জিনিষ দোকানে রাখেনি।

বিশ শতকের গোড়ায় ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ব্যবসা ভয়ানক রকম বেড়ে যায়। ১৯০৫ সালে একশো কুড়িটা শাখা হয়। ১৯০৯ এ উলওয়ার্থ ইংল্যাণ্ডে তিন পেনী আর ছ পেনীর দোকান খোলে। তিন বছরের মধ্যে ওখানে তার আঠাশটা দোকান হল। জার্মানীতেও কয়েকটি শাখা খোলা হয়। এদের সবগুলোই ভাল চলতে থাকে। ফলে হেড অফিসের আয়ও বাড়ে।

এই সময়ে ব্যবসা এত বেড়ে যায় যে এক জনের পক্ষে তা চালান আর সম্ভব হয় না। ১৯০১ সালে এটিকে একটি করপোরেশন করে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থকে তার প্রেসিডেন্ট করা হল। যেখানে তাঁকে একদিন রাতের পর জেগে প্রতিটি পেনী গুণতে হয়েছে, সেখানে এখন তার একদল এ্যাকাউন্টেন্ট লক্ষ লক্ষ ডলারের হিসেব রাখতে লেগে যায়।

কপর্দহীন এক চাষীর ছেলে হিসেবে বড় জোর নিজের একটা দোকানের স্বপ্ন তাঁর ছিল, কিন্তু এ অবস্থা যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ বর্তমানে লক্ষপতি। অচিরেই কোটিপতি হয়ে উঠলেন।

সারাজীবন তিনি হিসেবী। জেনীও তাই। যা কিছু তাঁর লাভ হয়েছে সব তিনি আবার ব্যবসাতেই ঢেলেছেন। কিন্তু এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া তাঁর উচিত। লক্ষপতি হলে লক্ষপতির মত থাকাও চলে।

জেনী, ব্রুকলিনের বাড়ীতে বেশ আরামেই ছিল, কিন্তু তার স্বামীর মনে হল এ তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফিফ্‌থ এভিনিউএ তিনি একটা বাড়ী কিনলেন আর লং আইল্যাণ্ডের গ্লেন কোভএ একটা বাগান বাড়ী।

কয়েক বছর পরে গ্লেন কোভএর বাড়ী আগুনে পুড়ে যাওয়ায়

শ্বেত পাথরের তিনি এমন এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করলেন যে তাঁর ইযোরোপের দেখা যে কোন রাজপ্রাসাদও হার মেনে যায়।

লং আইল্যাণ্ডের উইনফিল্ড হল দেখলে সম্রাট নেপোলিয়নও খুশী হতেন। বেশ আরামেই ফরাসী সম্রাট এখানে দিন কাটাতে পারতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের যুগের কায়দায় উলওয়ার্থের শোবার ঘর সাজান হয়। লাল ভেলভেটের চাঁদোয়া দেওয়া বিরাট বিছানাটি ছিল নেপোলিয়নের বিছানাব নিখুঁত নকল—যায় রাজকীয় স্বর্ণ মুকুটটি পর্যন্ত। মার্বেলে মোড়া স্নানের ঘরের মেঝে আর সাজসরঞ্জাম, খাঁটি সোনার তৈরী জলের কল, দেওয়ালে আযনা, ঠিক ফরাসী সম্রাটের যেমনটি ছিল।

"ব্যবসার নোপোলিয়ন," তাব সহকর্মীবা ফ্র্যাঙ্ক উলওযার্থকে বলত। আধুনিক এই নেপোলিয়নটিব প্রাসাদ-সজ্জায এমন অনেক জিনিষ দিল যা সম্রাট নেপোলিয়নের আমলে ছিল অজ্ঞাত।

বিরাট মার্বেলের সিঁড়ির পাশে গুপ্ত লিফট বসান হল। বাষ্প দিযে ঘব গরম বাখা আব ইলেকট্রিক আলোর সুবিধে; সে সব সুবিধে সেকালের কোন বাজা রাজডাবও ছিল না। লক্ষ ডলার মূল্যের পাইপ অর্গানটির এমন ব্যবস্থা ছিল যে আপনা আপনিই বাজত। মাইনে করা বাজিযে একজন ছিল বটে। কিন্তু খেযাল হলে উলওযার্থ তাকে হটিযে নিজেই কল টিপে বসলে তার আনাড়ী হাতেও অপূর্ব সব সুর বেজে উঠত।

ফিফথ এভিনিউএব বাড়ীটা যদিও মাপে ছোট কিন্তু উইনফিল্ড হলের মতই সুন্দব। ছুটো বাড়ীই হাতে সেলাই করা পারস্যের পর্দা, ছবি, গালিচা আর ভারী ভারী রূপোর প্লেট এই সব জিনিষ দিয়ে সাজান। গাড়ী ঘোড়া ছাড়া একটি বিদেশ থেকে আমদানী করা মোটর গাড়ী আর একজন ফরাসী শোফারও ছিল। দামী

ফার, হীরে-জহরৎ, পার্টি, নাচ-গান, ঘন-ঘন বিদেশ ভ্রমণ—এক কথায় পয়সা দিয়ে যা কিছু সম্ভব তা সব কিছু করেই বৌ মেয়েদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হল।

জেনীর কিন্তু এই সব বিলাসে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। চিরকালই সে একটু চুপচাপ, একটু লাজুক প্রকৃতির। সে তার সেকেলে ধরণ-ধারণ আর সাদাসিধে রুচি ছাড়লে না। এই সব দামী দামী উপহারের জন্যে স্বামীর কাছে সে কৃতজ্ঞ ছিল, কিন্তু খালি বলত যে যা পোষাক আর গয়না তার আছে তাতেই তার সারা জীবন ফেলে ছড়িয়ে চলে যাবে, আর কিসের দরকার। যতদিন যায় ততই সে যেন নিউ ইয়র্কের সমাজ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসে। সামাজিকতা আর নিমন্ত্রণে যেতে চাইত না, বেশীর ভাগ সময়েই গ্রেন কোভের বাড়ীর বারান্দায় চেয়ারে বসে দুলতে তার ভাল লাগত। একা থাকতে পেলেই সে যেন সুখী।

মেয়েরা কিন্তু অন্য ধরণের। এই ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে তারা খুব খুসী। মেয়েগুলো দেখতে বেশ ভাল, ব্যবহার ভদ্র আর নিউ ইয়র্কের উচ্চ সমাজে চলাফেরা করতে কোন আড়ষ্টতা ছিল না। সুতরাং অনেক পাণিপ্রার্থীও তাদের জুটে গেল। সকলেরই খুব ভাল বিয়ে হয়।

এই ফিফথ এভিনিউয়ের বাড়ীতেই হেলেনার বিবাহ উৎসব খুব সাড়ম্বরে হয়। তরুণ আইনজীবি চার্লস ম্যাক্যানকে সে বিয়ে করে। তিন বছর পরে শেয়ার মার্কেটের দালাল ফ্রাঙ্কলিন লস হাটন এর সঙ্গে এডনার বিয়ে হয়। সব শেষে বিয়ে হল ছোট মেয়ে জেসীর, জেম্স পল ডোনাহু বলে এক আইরিশ আমেরিকানের সঙ্গে।

তিন মেয়েরই ছেলে পিলেদের ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ অত্যন্ত ভালবাসতেন।

বাণিজ্যের মন্দির

১৯১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল রাতে, বিকেল হতে না হতেই নিউ ইয়র্ক সিটি হল পার্কে লোক জমা হতে সুরু হয়েছে। সূর্যাস্তের আগেই পার্কে আর তার আশে পাশে তিল ধারণের স্থান নেই। জন সমুদ্র রাস্তার ওপর উপচে পড়ে গাড়ী ঘোড়া চলাচলের ব্যাঘাত সুরু করলে।

দিনের আলো কমে এল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সমস্ত লোক এক দিকে তাকিয়ে। ওই ব্রডওয়ে, বার্কলে আর পার্ক প্লেসের মোড়ে ক্রমান্ধকার আকাশের গায়ে আরো অন্ধকার কি যেন একটা দাঁড়িয়ে।

সিটি হল অঞ্চলের লোকেরা জিনিষটা প্রায় দু বছর ধরে দেখে আসছে। প্রথমে ছিল একটা ইস্পাতের কাঠাম। রোজ তারা আপিস থেকে বেরোবার সময় ওটাকে একটু একটু করে উঠতে দেখেছে। ক্রমে ওটা যেন আকাশে গিয়ে ঠেকল।

"ও পড়ে যাবে", বিজ্ঞের মত তারা এতদিন ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছে। "ইস্পাতের কাঠাম হল এক কথা আর গোটা বাড়ী হল

অন্য কথা। ইঁট পাথর বসাবার সময় দেখে নিও। এত ভারী জিনিষ খাড়া রাখবার মত ভিতই খোঁড়া যায় না। আর যদি হলে? দেখবে জোর একটা ঝাপটা এলেই ধড়াম করে সব চুরমার হয়ে যাবে। আশে পাশে সব কিছু পেষে চাপা পড়বে। দেখে নিও।”

কেবল সাধারণ লোকের মনেই এসব সন্দেহ ছিলনা। ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি এরাও মাথা নেড়ে বললেন যে এ অসম্ভব।

কিম্বা সম্ভব হলেও করা উচিত নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাড়ী ত নিউ ইয়র্কে রয়েইছে, আকাশ ছোঁয়া মেট্রোপলিটান টাওয়ার। টাওয়ারটি তৈরী হওয়ার সময়েও এই রকম নানা কথা উঠেছিল, কিন্তু ওই ত সেটা দিব্যি দাঁড়িয়ে, কিছুই ত হয়নি। সহরের ওপরের আকাশ তাকে যেন সগর্বে ধরে রেখেছে। তবে ওটার চেয়ে উঁচু করবার দরকার কি বাপু? দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু বাড়ীর চেয়েও উঁচু চাই—না। লোকটার একেবারে মাথা খারাপ।

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের তা চাই, আর মাথা তার মোটেই খারাপ নয়। এর আগে ছিল সিঙ্গার বিল্ডিং। তার ফলে সিঙ্গার সেলাই কলের কোম্পানীর বিনাখরচায় লাখ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন হয়েছে। তারপর যখন মেট্রোপলিটান টাওয়ার ওর চাইতেও উঁচু হয়ে উঠল, তখন এই ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নাম ছবির পোস্টকার্ড মারফৎ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। এবার সকলের চেয়ে উঁচু উলওয়ার্থ বিল্ডিং নিউ ইয়র্কের বিশেষ দ্রষ্টব্য হবে। সহরের বাসিন্দাই হোক আর বিদেশীই হোক কারো নজর এড়াবে না। এই ছিল তার মতলব। আর করলোও সে তাই।

হ্যাঁ সে তাই করল আর এসমস্তই হল তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কর্পোরেশনের অন্যান্য ডিরেক্টররা এই ধরণের ব্যাপারে কোম্পানীর
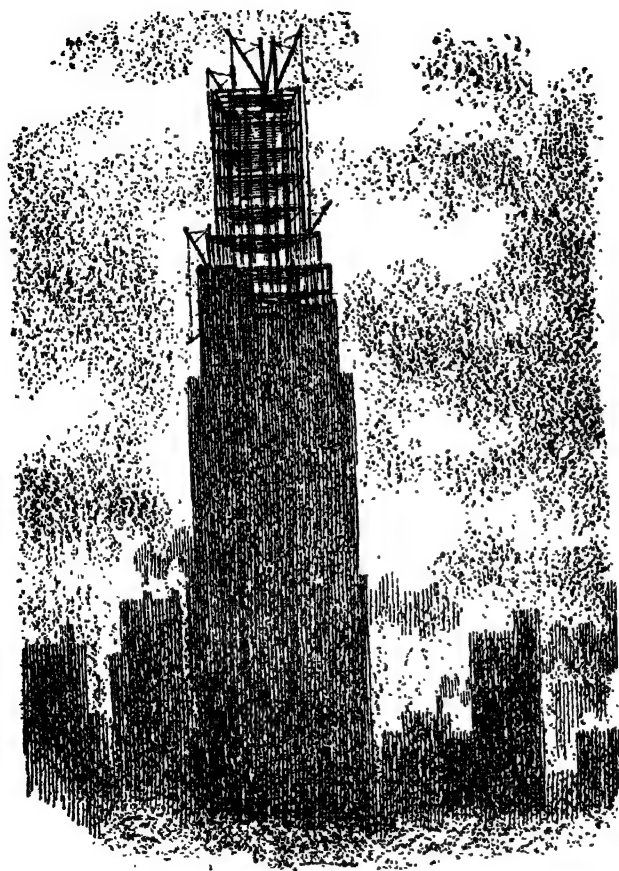
পয়সা খরচ করতে নারাজ হল। "বহুত আচ্ছা" ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সোৎসাহেই বললে, "তাহলে আমার পকেট থেকেই খরচ করব।" মোট খরচ ১৩,৫০০০,০০০ ডলারে সমস্ত টাকাই তার নিজের পকেট থেকে হল। দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু আর সব চেয়ে সুন্দর আপিস ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের একার সম্পত্তি হল।

প্রথমে ১২০ ফুট থাম মাটিতে পোঁতা হল। তারপর তিন বছর ধরে কাজ চলল। এতদিনে কাজ শেষ হয়েছে। তার প্রথম ছোট্ট দোকানটি খোলবার সময় ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ যেমন যত্নের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত করেছিল, তার জীবনের সবচেয়ে বড় দোকানটির জন্যেও সেই রকম নিখুঁত বন্দোবস্ত করলে।

খোলার সময় স্থির হয় সাড়ে সাতটায়। ততক্ষণ এই বিরাট বাড়ীটা সম্পূর্ণ অন্ধকার করে রাখা হয়। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা বাজতেই ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন্ একটি বোতাম টিপলেন।

হাজার হাজার জানলা থেকে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বালব্ জ্বলে উঠল। টাওয়ারের ওপরটা যেন হীরে জহরৎএ সাজান। বিরাট ব্রোঞ্জের দরজার ঠিক ভিতরে ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল।

সঙ্গীতের শেষ পর্যন্ত জনতা স্তব্ধ হয়ে রইল। ওপর তলায় আলোগুলো যেন তারার গায়ে ঠেকেছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে দর্শকদের ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল। এমন অপূর্ব দৃশ্য অনেকে জীবনে দেখেনি। পোড়া মাটির দেওয়ালে যেন পরীর দেশের আলো পড়ে সাদা দেখাতে থাকে। তার ওপর লেসের মত সূক্ষ্ম খোদাই। হাজার মণের ইস্পাত আর ইঁটের তৈরী বাড়ীটাকে মনে হয় হাল্কা যেন বাতাসে ভাসছে।

সারারাত ধরে আলো জ্বালা থাকে। সারারাত স্রোতের পর স্রোতে জনতা এসে বাড়ীটা দেখে যায়। আসল উদ্বোধন উৎসব বাড়ীর ভেতরে চলতে থাকে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিরাট ভোজের টেবিলের চারিদিকে জড়ো হয়।

বড় বড় ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার, রাজনীতিবিদ্, এঁরা সকলেই এসেছেন আর সকলেই উলওয়ার্থের বন্ধু বলে গর্বিত। স্থপতি—ক্যাস গিলবার্ট আর কনট্রাক্টর লুই হরোয়িট্স্ তাঁদের কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত। এঁরা এই বাড়ী তৈরীর কাজে সহায়তা করেছেন। এঁদের চাইতেও নিকট সম্পর্কের অতিথি আছেন। যথা সময় তাঁদের কথা বলা হবে।

বিখ্যাত এক পুরোহিত ডিনারের আগে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। বাড়ীটিকে তিনি "বাণিজ্যের মন্দির" বলে অভিহিত করলেন। স্থপতি মিঃ গিলবার্ট কথাটা শুনে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ছেন। সেই চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। ইয়োরোপের ক্যাথিড্রালের গথিক রিনেসাঁস রীতিকে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন যে প্রাচীন রীতির সমস্ত রূপ ও গাম্ভীর্য্যই বজায় থাকে।

এ বাড়ী গিলবার্ট তাঁর জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে তৈরী করেন। এরপর তিনি বা আর কোন ব্যক্তি ঠিক এমনটি আর করতে পারেন নি। আজ নিউ ইয়র্কে এর চাইতেও উঁচু বাড়ী রয়েছে। তার কতকগুলি কুৎসিৎ দেখতে, কতকগুলি আধুনিক কাজ চালান রীতি অনুযায়ী সুন্দর। কিন্তু তাদের কোনটাই গীর্জার কথা মনে পড়িয়ে দেয় না। উলওয়ার্থ এর চোখ জুড়োন পাথরের সূক্ষ্ম কাজ খুব অল্প বাড়ীতেই দেখা যায়।

ক্যাভিয়ার, মাছ, কচ্ছপের মাংসের সুপ, গিনি ফাউল, পাখী আর কাছিমের মাংস দিয়ে অতিথিদের খাওয়া সারা হল। তার-

পর হাভানা সিগার ধরিয়ে ধূমপান করতে করতে কিসের আশায় যেন তাঁরা আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন। এখন হল বক্তৃতার সময়।

বিখ্যাত সাহিত্যিক এফ্, হপকিন্স স্মিথ হলেন প্রধান বক্তা। বহু সম্মানসূচক অভিধায় অভিহিত করে প্রথম বক্তা হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থকে উপস্থিত করলেন।

তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একষট্টি বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু শক্ত সমর্থ দেখতে। আন্তরিকতা পূর্ণ চেহারা। মাননীয় অতিথি-দের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর নীলচোখ দুটি একবার ঘুরে গিয়ে যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁর মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

ওয়াটারটাউনের উইলিয়াম মূর এখন ক্ষীণ দেহ বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বক্তৃতা শোনবার জন্যে কানের যন্ত্রটা একবার লাগিয়ে নিলেন। গোড়াতেই তিনি শুনতে পেলেন তাঁর নিজের নাম। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ তাঁর শান্ত সহৃদয় কণ্ঠে পুরণো দিনের কথা বলতে থাকেন, যখন একজন মাত্র লোক তাঁকে বিশ্বাস করে—তাঁর ছোট্ট দোকানে ধারে জিনিষ দিয়েছিলেন। আর তাই থেকেই এই বিরাট বাড়িটি তৈরী হয়েছে। তার অনুরোধে বৃদ্ধ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ান। একটু অপ্রস্তুত ভাবে এত লোকের প্রশংসাধ্বনি শোনেন।

মিঃ মূর বসলে উলওয়ার্থ আরো লোকের পরিচয় দিয়ে চলেন। যাঁদের জন্যে এই উলওয়ার্থ বিল্ডিং তৈরী সম্ভব হয়েছে। চার্লির নাম করা হল সর্ব প্রথমে। তারপর বক্তা টেবিলের চার দিকে ঘুরে ঘুরে পূর্বজীবনের সঙ্গীদের বার করতে লাগলেন আর তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে সকলের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। প্রধান বক্তা বাড়ীটিকে ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের স্মারক বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু তা নয়, এ হ'ল একটা আদর্শের স্মারক। সে আদর্শ হল, যে কোন

ক্রেতা দামের বদলে ভাল জিনিষটি পেতে বাধ্য। তিনি এই আদর্শটিকে কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তবে এই বিশ্বাসী পুরণো বন্ধু ও সহায়কদের ছাড়া একাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

এর পর তিনি স্থপতি ও গৃহ নির্ম্মাণ কর্ত্তা এবং তাঁদের সহ-কর্মীদের দিকে এগোলেন। উলওয়ার্থ যখন বসলেন রাত তখন অনেক। কিন্তু বক্তৃতা তখন সবেমাত্র সুরু হয়েছে। একে একে সকলে প্রশংসা জানাতে উঠলেন, ব্যবসায়ী আর রাজনীতিকেরা। সারারাত ধরে তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল সারারাত আলোগুলো জ্বালা রইল আর সারারাত জনতা রাস্তায় চলাফেরা করতে লাগল।

অতিথিরা যখন বেরিয়ে এসে নিজের নিজের গাড়ীতে উঠলেন তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ তার ভাই চার্লির সঙ্গে বেরোতেই উচ্চ কণ্ঠে একবার জয়ধ্বনি উঠল। তিনি হাসিমুখে হাত নাড়লেন। কথা বলবার তখন আর শক্তি নাই।

"জীবনে কখনো এত ক্লান্ত বোধ করিনি" ভাঙ্গা গলায় তাঁর সঙ্গীদের তিনি বললেন। "আর এত সুখীও কোনদিন নিজেকে মনে হয়নি চার্লি। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।"

মৃত্যুর শাসনে

এপ্রিলের সেই সন্ধ্যায় নিজেকে যখন ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ সব চেয়ে সুখী বলে উল্লেখ করেন তখন কত বড় সত্যি কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন সে ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁর সুখের আর অতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল। স্বাস্থ্য তাঁর কোনদিনই খুব ভাল ছিল না আর এখন তা ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। ডাক্তারের পরামর্শে ব্যবসা ছেড়ে দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্যে তিনি ইয়োরোপ যাত্রা করেন। জেনেভায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মিসেস উলওয়ার্থ আর তাঁর বোন তখনি তাঁর কাছে ছুটলেন। তাঁরা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে তিনি অনেকটা সেরে ওঠেন।

সেরে উঠে তিনি এঁদের নিয়ে মোটরে সুইজারল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে বেড়াতে বোরোলেন। এবারে আবার নেপোলিয়নের স্মৃতি চিহ্ন সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ বেড়ে উঠল। উলওয়ার্থ বিল্ডিংএ তাঁর খাস কামরা তখনো শেষ হয়নি। তখন তাঁর মাথায় ঢুকল ঘরটাকে সম্রাটের খাস দরবারের মতন করে সাজাতে হবে।

প্যারিস আর নিউ ইয়র্কের গৃহসজ্জাকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে তাঁর শারিরীক দুর্বলতা যেন চলে গেল বলে মনে হল। মার্বেল ঢাকা দেওয়াল, ডেস্ক, চেয়ার, চুল্লীর ওপরের তাকের সাজসজ্জা সবই নকল করান যায়—যদিও দাম পড়ে সাংঘাতিক। তাতে কি। নিখুঁতভাবে সেগুলি নকল করান হল একেবারে তুচ্ছতম পেরেকের মাথা আর গালিচার নক্সাটি পর্য্যন্ত। তাঁর লোকেরা নেপোলিয়নের ব্যবহৃত কতকগুলি আসল জিনিষও যোগাড় করলে। এদের মধ্যে প্রধান হল একটি ঘড়ি। সেটা নাকি রাশিয়ার জারের উপহার।

আগের দিন হলে উলওয়ার্থ এই রাজকীয় পরিবেশে ছেলে মানুষের মত আনন্দে আত্মহারা হতেন। কিন্তু এখন আর এতে কোন সুখ নেই।

নতুন আপিস তৈরী শেষ হবার আগেই এক দারুণ সত্যের মুখোমুখি হতে হল তাঁকে। অনেকদিন ধরেই তাঁদের ডাক্তার অবশ্য

এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে আসছিলেন। জেনী যে সর্বদা দূরে দূরে সরে থাকে তার মূলে অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে বলে মনে হল। অবশ্য চিরকালের মতই এখনো সে অতি শান্ত আর স্বভাবও তার মিষ্টিই আছে। কিন্তু অনেক কিছুই আজকাল যেন সে আর ধারণায় আনতে পারে না। মেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর আজকাল প্রায়ই সে তাদের চিনতে পারে না। করুণভাবে সে তার শিশুসন্তানদের ডাকে। যে সব ঝি চাকর আজীবন তার কাজ করে এসেছে তাদের সকলকে অপরিচিত বলে মনে হয়।

ডাক্তার বললেন এ বার্দ্ধক্যের জন্যে নয়। জেনীর বয়স এই ষাট বাষট্টি হবে। মনে হচ্ছে অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাবে। এক কথায় এ হল মানসিক ব্যাধি। মিসেস উলওয়ার্থের শারীরিক অবস্থা ভালই। আরো অনেকদিন তিনি বাঁচবেন, কিন্তু তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর সে যুগে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা এত উন্নত হয় নি।

ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের মানসিক যন্ত্রণা কল্পনা করা যায় না। জেনী, এত সহিষ্ণু, এত পরিশ্রমী, চল্লিশ বছর ধরে তাঁর পাশে একভাবে দাঁড়িয়ে; জীবনে প্রথম ও শেষবার এক তাঁকেই তিনি ভাল বেসেছেন। শেষ পাই পয়সা খরচ করেও তাকে বাঁচাতেই হবে। সব বিশেষজ্ঞদের তিনি ডাকলেন। আমেরিকায় কিছু না হলে হাইডেলবার্গ আর ভিয়েনা থেকে ডাক্তার আনাবেন। কেউ না কেউ জেনীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেই।

পাগলের মত শত চেষ্টা করেও তেমন কাউকে পাওয়া গেল না। সব রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর সেবা যত্নের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত জেনী দিন কাটতে লাগল। কচিৎ কখনো সে কথা বলে। বেশীর ভাগ সময়ই তার দোলানো চেয়ারটিতে বসে বসে দুলতে

থাকে। বহির্জগতের ঘটনার কোন সন্ধানই সে করতো না। হাব ভাব তার ধীর, স্বভাব শান্ত—অসুখী সে নয়। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর গ্লেন কোভএ ১৯২৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

স্বামী জেনীর এই জীবন্মৃত অবস্থাকে সইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন এমন সময় এল নতুন আঘাত। যাদের তিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন তাদের ওপরই যেন মৃত্যুর আক্রোশ পড়তে লাগল। কার্সন পেক আর সিমুর এক সপ্তাহের আগে পরে মারা গেল। দুটি মৃত্যুই আকস্মিক, কেউ ভাবতেও পারে নি। বৃদ্ধ মিঃ মুর, সেই ভোজের সময় যাঁকে বেশ ভাল দেখা দিয়েছিল তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেলেন। এই পুরণো বন্ধনগুলিই ছিল ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের অবলম্বন। এগুলি একে একে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বড় দুঃখের, বড় কষ্টের। তারপর এল সবচেয়ে গভীর আঘাত।

মেজ মেয়ে এড্না উলওয়ার্থ হ্যাটন্, তার স্বামী আর ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে হোটেল প্লাজায় থাকত। কাণের যন্ত্রণায় কিছুদিন যে ভুগেছিল কিন্তু পরে সেসব সেরে যায়। হোটেলের ঝি একদিন তার ঘরে ঢুকে বিছানায় তার মৃতদেহ দেখতে পায়।

স্ত্রীর অবস্থা, বন্ধুদের অভাব, প্রিয় কন্যার মৃত্যু—যে ভাগ্য ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থের ওপর এতকাল সুপ্রসন্ন ছিল সে কোথায়? তার ব্যবসার ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছিল। উলওয়ার্থ ভবন জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠল। কিন্তু এখন এসব কত ছোট বলে মনে হয়। এ সবের যেন কোন মূল্যই নেই। আরো দীর্ঘ সময় তিনি নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু যে কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে কাজেও আর তাঁর এখন মন বসে না।

১৯১৯ এর এপ্রিলের এক শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি আপিস বন্ধ করে সপ্তাহ শেষের ছুটি কাটাতে গ্লেন কোভে এলেন। শরীরটা

বিশেষ ভাল ছিল না। অবশ্য বিশেষ কিছু নয়, ঠাণ্ডা লেগে একটু গলাটা ব্যথা করছিল। পরদিন অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। পারিবারিক চিকিৎসক তাড়াতাড়ি বিশেষজ্ঞদের ডাকলেন। দেখা গেল দীর্ঘকালব্যাপী কতকগুলি রোগে তিনি ভুগছেন আর গলা খারাপ হওয়ার ফলে সেগুলি বেড়ে উঠেছে।

যতদূর সম্ভব সবই করা হল। বয়স তাঁর তখন মোটে সাতষট্টি। উলওয়ার্থ পরিবার দীর্ঘায়ু কিন্তু তিনি এখন ক্লান্ত আর বড় দুঃখী। বেঁচে থাকবার অবলম্বন বলতে বিশেষ কিছুই নেই। ৮ই এপ্রিল ১৯১৯এ শান্তভাবে (হয়ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েই) তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

উডলন গোরস্থানে তাঁর বিরাট সমাধিতে কেবল নাম আর তারিখ দেওয়া আছে। ফ্র্যাঙ্ক উলওয়ার্থ যদি নিজের স্মৃতিস্তম্ভের লেখা চাইতেন তবে বোধহয় "নিউ ইয়র্ক সান" এর কথাটাই তাঁর পছন্দ হত।

"বেশী দামের অল্প জিনিষ বিক্রির বদলে অল্প দামে বেশী জিনিষ বিক্রী করেই তিনি লক্ষ্মীলাভ করেন।"